মুক্তিপথে

পৌরাণিক নাটক

শ্রীরাম রমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত

৮নং মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা
"সত্যপ্রিয় সম্মিলন" হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রণাব্দ :—
কার্ত্তিক, ১৩৩৯।

লিখিতে হয়—তাই লেখা

ক্রমবিপর্য্যয় অনিবার্য্য ; বিজ্ঞের উপদেশ * অমান্য ক
মধ্যের সোপানে পদন্যাস না করিয়াই পারে আসিতে যদি
সাহস করে, সে সেই "আমি", যেমন অনাথা "বসন্তসেনা"
পথমধ্যেই ফেলিয়া আসিয়াছি। এত বড় পথ সিক্ত ক
চোখের জল পারিল না, যাদুর ছাপার অক্ষরে নাম ছদো
লেখা চাইই, কাযেই ঘড়ার সঞ্চিত জলেই "দেবলীলা"য়
হইয়াছিলাম। কাদা হইয়া থাকিলে—আবার এই "মুক্তিপ
ঢাক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইবার ফল অবশ্যই ভোগ ক
হইবে, জয়ঢাক হইলে অন্যে বহন করিত। অলমিতি—

২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯।

কলিকাতা। "বাদানুবাদিনঃ"

* অভিনয় না হ'লে নাটক বিক্রী হয় না।

- আমার জিজ্ঞাস্য—পড়েও না কি ?

† যুগের আ..লা, আদর্শ রাজা, বিজয়িনী, রকমারি।

—নিদর্শন—

ডাক্তার,

তুমি আজ তারও বাহিরে ; ইহাতে

পড়িবার, শুনিবার, হাসিবারও কিছু

না থাকিলেও, তথাপি

যে দিলাম—

অনুরাগ কখনও ম্লান হয় না। ইতি—

কার্ত্তিক, ১৩৩৯।
কলিকাতা।

স্নেহসিক্ত
"বাবু"

পাত্র-পাত্রী।

পুরুষ ঃ—

(সুরসেন) কর্ণ, সূত (সাত্বন), ইন্দ্র, বিদুর, ব্যাসদেব,
নারায়ন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব,
বক, ব্রাহ্মণ, পরশুরাম, ভীম, দুর্য্যোধন,
শকুনি, ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীদাম, সুদাম, অগ্নি,
কিরাত, চিত্রসেন, সঞ্জয়,
অশ্বথামা, নারদ ও
পরীক্ষিৎ।

—×•×—

স্ত্রী ঃ—

রাধা, কুন্তী, পৃথ্বী, বসুপত্নী, রুক্মিণী,
দ্রৌপদী, উর্ব্বশী, উত্তরা, ও
গান্ধারী।

মুক্তিপথে।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। গঙ্গাতীর।

যুক্তকরে দণ্ডায়মানা কুন্তী।

কুন্তী। কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য
তিন দশা খ্যাত চরাচরে ;
কিন্তু এ কখন—কার যে ইঙ্গিতে
আসে যায়—কে করে ইয়ত্তা তার ?
আমার অজ্ঞাতে—
হইয়াছে যেই অনুষ্ঠান,
সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী ! তুমি তো সকলি জান ;
পিতৃকুল হ'তে হব বিতাড়িত,
নারী জন্ম ব্যর্থ হবে চিরদিন তরে ;
তথাপি যে এ কেমন মায়া আকর্ষণ,
তব তট না করি দর্শন,
তব পুণ্য জলের কল্লোলে
না করিয়ে আত্ম-নিবেদন, হে জননি !
শতদল সম বিকাশ-উন্মুখ
এ জীবন প্রফুল্ল তো রাখিতে পারি না।
এ আমার নিত্যকর্ম্ম, দেবতার
পূজা হ'তে বড়, কিন্তু কি কঠোর—
অভিশপ্ত নারীর জীবন, যেতে হবে
এই সব ছেড়ে—পরগৃহে—লোকাচার।
স্নেহের বন্ধন তবে কিছুই কি নয় ?

(সূত ও রাধার প্রবেশ)

সূত। কে তুই মা, নিত্য তুই আসিস্ এখানে,
পূজা-অন্তে ফিরে যাস্ স্বধামে আবার
কলহাস্যে মুখরিত করি এই স্থান ?

রাধা। নীচ ও অন্ত্যজ জাতি নাহি জানে
বাগ্-আড়ম্বর, বল্ মা—কে তুই ?

সূত। বল্ মা, কি কারণে এসেছিস্ হেথা ?
কেনই বা চুপ ক'রে ? আমাদের
কথা কি তোর বোঝা'র অগম্য ?

কুন্তী। এর চেয়ে মিষ্ট কথা কোথায় ধীবর !
এমন সহজ ভাব—সরল জিজ্ঞাসা,
উত্তর বুঝিবা তার যথাযোগ্য নয়।

সূত। কি যেন খুঁজিস্ তুই, কি যেন বলিতে
চাস্, কি যেন লুকোতে গিয়ে
সাদা ও অন্তর তোর ধরা পড়ে যায়।

কুন্তী। আসি এই পুণ্যস্থানে,
পুণ্যদৃষ্টে—পুণ্য হ'তে জাহ্নবীর তীরে।

সূত। দেববালা বুঝি নয় এমন সুন্দর,
দেখ্ দেখ্ রাধা ! দেখ্,—অবিকল মুখচ্ছবি।
[কুন্তীর প্রস্থান, দূরে পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে কর্ণের অবতরণ]
(সহাস্যে) ওদিকেতে দেখ্—কে আবার নেমে আসে ?
(কর্ণকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া)
এই মুখ,—এ কি রাধা ! ধরার সামগ্রী !
কত পুণ্য করিয়া সঞ্চয়
হেন রত্ন আজি তোর ঘরে,
এ যে আলালের ঘরের দুলাল।

রাধা। কোথা তুই গিয়েছিলি ? ঘরে চল্‌।

কর্ণ। মাতা ! পর্ব্বত শিখরে করি অবস্থান,
হানিতেছিলাম বাণ নদী-অতিক্রমে।

রাধা। এতদূর ?

কর্ণ। এস মাতা ! বিশ্বাস না হয় কথা,
পুনরায় হানি বাণ তোমারি সম্মুখে। (অগ্রসর)

রাধা। যাস্‌নে, যাস্‌নে আর।
(স্খলিত অঞ্চলে চঞ্চল পদে সূত)

সূত। এ বয়সে যদ্যপি এমন—দাঁড়াইয়া
হেন উচ্চ গিরিচূড়া পরে—হানে বাণ
যোজন বিস্তৃত, অনায়ত্ত ক্ষুদ্র দেহখানি
হয়তো অসাবধানে পড়িবে ধরায়,
লুটাবে রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞাতে মোদের।

কর্ণ। আমি খুব সাবধানে ছুঁড়ি।

রাধা। তা জানি, নিপুণ কেমন ? চল।
(কর্ণ সহ রাধার প্রস্থান)

সূত। বাল্যাবধি মিতভাষী, জিগীষায়
সতত উৎসাহী, এমন সাহসী, সৎ,
যদি বাঁচে—শিক্ষাদান সার্থক আমার।

(কর্ণের অনুসৃত পথে ইন্দ্রের আগমন)

ইন্দ্র। কেবা এ বালক,
এরি মধ্যে লক্ষ্য যার ত্রিদিব বিজয় ?
এ তো বৃদ্ধ, জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখি।
এই পথে যেতে—দেখেছ কি কোনও বালকে ?

সূত। কেন, কিবা হেতু করিছ সন্ধান ?

ইন্দ্র। প্রার্থী আমি তার, অতি প্রয়োজন।

সূত। এমন কি বালকের দেয়—তুমি প্রার্থী তার?

ইন্দ্র। হেন দাতা জগতে বিরল।

সূত। তুমি বুঝি কোলে নাও তারে,
আমার অজ্ঞাত সারে?

ইন্দ্র। তুমি পিতা তার?

সূত। খবর্দ্দার, করিতেছি নিষেধ তোমারে,
অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না তাহার;
কিম্বা কোন প্রলোভনে—

ইন্দ্র। আমি যে সাক্ষাৎ চাই। (স্বগতঃ)
না হরিলে সহজাত কবচকুণ্ডল,
বিফল হইবে মোর দেবরাজ নাম।
মানবকেও হয় ভয় করিতে দেবের,
কখন যে কেবা কোথা হয় শক্তিধর!

সূত। থাকে যদি অভিসন্ধি অসৎ তোমার,
অক্ষম ধীবর ব'লে মনেও ক'রো না—
ভীত হব, ক্ষান্ত হব আত্মরক্ষা তরে।

ইন্দ্র। তুমি তাহা পারিবে না হে বৃদ্ধ ধীবর,
পারে যদি সেই সে বালক,
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে নয়—ভিক্ষাদানে মোরে।

সূত। কোথা যাও, আমি তোমা যাইতে দিব না,
কিছুতেই তার পাশে যাইতে দিব না,
তব সাথে বিষ আছে,
সাক্ষাতে অনিষ্ট হবে ঘোর। (উভয়ের নিষ্ক্রামণ)

(পৃথ্বীর প্রবেশ)

পৃথ্বী। আসিয়াছে প্রভু মোর, যিনি
বলিদেহ হ'তে জিনি ছিনিয়া লক্ষ্মীরে

চারিরূপে বিভক্ত করিয়া
মর্ত্ত্যধামে বিখ্যাত করেছে।
পৃথ্বীরূপে প্রথম আমারে,
দ্বিতীয় সলিল পরে, তৃতীয় অনলে,
চতুর্থ ব্রাহ্মণ মুখে—বেদের ব্যাখ্যানে
সততায় সাধুসঙ্ঘে প্রতিজন সাথে।
সততাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ জগতে,
ব্রাহ্মণত্ব হ'তে বড়—দেবত্ব সমান।

(ইন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবত্ব ও বুঝি সেথা পরাজিত;
কিন্তু জিজ্ঞাসি সাদরে—সুখে আছ বেশ ?

পৃথ্বী। রেখেছেন চিরসুখে সুখী না রহিব ?
সহস্র নয়ন যাঁর সহস্র উপায়ে
সহস্র সহস্র হিতে স্নেহ আবরণে
নির্ব্বিবাদে, নিরাতপে সজাতিবন্ধনে
নিয়ত. নিবিষ্ট শান্তি-সমৃদ্ধি-সংস্থানে;
কিন্তু এ যে বিপরীত, বিসদৃশ অতি,
কি এমন হবে ক্ষতি—
থাকে যদি কবচ কুণ্ডল ?

ইন্দ্র। স্বর্গ, মর্ত্ত্য হবে একাকার,
মুছে যাবে স্তর।

পৃথ্বী। পৃথিবীর এ সম্পদ করিয়া হরণ,—

ইন্দ্র। জীব্য ও জীবক যেমা, মোরা উভয়ত;
এ বালক এতই দুর্দ্ধর্ষ,
বারবার প্রত্যাহত হ'য়ে ও
রবে কীর্ত্তি কুমারিকা-বিস্তৃত—অনন্ত;

তোমাকেই একদিন রথচক্র তার
করিতে হইবে গ্রাস, এ সঙ্ঘর্ষ
এতই ভীষণ—এতই চমকপ্রদ।
তুমি যাও, কুন্তীদেহে হ'য়ে আবির্ভূত,
আত্মরক্ষাতরে হও যত্নবান্ ;
কুন্তী যদি ধৈর্য্যচ্যুত হয়,
সেও এক অখণ্ড প্রলয়।
আসন্ন এ ভবিষ্যের প্রবল ঝঞ্ঝায়
দেবতার কর্ত্তব্য যা সাধিবে দেবতা,
প্রতিপল এত ভয়ঙ্কর।

(প্রস্থানোদ্যম ও পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন)

আর দেখ—মথুরেশ কংস ভূমিপাল
ক্ষুধিত শার্দ্দুল সম উদ্‌ভ্রান্ত, প্রমত্ত ;
নাহি পেয়ে—সে অষ্টম গর্ভের সন্ধান
দেবকীরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছে,
আরব্ধ করেছে নারী। কর্ত্তব্য কি
এক দিকে,—শতদিকে বেষ্টিত এখন ;
জলোচ্ছ্বাস বেলাভূমি করিছে আঘাত—
নিরন্তর, তা ব'লে কি বাঁধ না থাকিবে ? (প্রস্থান)

পৃথ্বী। এ সঙ্কেত আমাকেই দেখি। (প্রস্থানোদ্যম)

[বসুপত্নীর আবির্ভাব]

(গীত)

বসুপত্নী। স্বামী কি অমৃত নিধি বিধি সম নারী জীবনে !
বিরহে বিষম ব্যাধি—অসীম তৃপ্তি মিলনে !!
এ বাঁধন নহে মানবের কৃত,
এ বাঁধন কভু হয় না বিকৃত,
ইহ পরকালে—এ যে সাথে সাথে রহে
বহে এ অমৃত প্লাবনে !

ধরমে করমে　　এ দীপ-শলাকা
　　নিয়োজিত যুগ গঠনে ॥
করম অন্তে ফিরিবে স্বদেশে
　　আমারি বঁধুয়া আমারি সকাশে
করম ভূমির　　এ বীর নায়ক
　　অঙ্কিত চির স্মরণে !
পাষাণ নিকষ হ'তে বলীয়ান,
　　গরীয়ান্ দেহ ধারণে ॥

পৃথ্বী। কার এ করুণ স্বর, কার তরে
নিরন্তর—ঘোরে ফেরে অলক্ষ্য শরীরে !
দেব সনে মানবের আদান প্রদান,
পশু সনে মানবের স্পর্দ্ধা পরিচয়।
কিন্তু এ সংযম—দীর্ঘ অদর্শন—
না ঘটায়ে বিচ্ছেদে বিকৃতি, না আনিয়ে
বিদ্বেষ অন্তরে, পুনর্ম্মিলন আশে
বিহরে সহাস্য মুখে সৌভাগ্য বিস্তারি !
ভাগ্যবতী এ রমনী—স্বীয় ভাগ্য সনে
ভাগ্যে যেন রাখিয়াছে বেঁধে, বিষাদেও
মিশে আছে—সুখস্পর্শে অনিল প্রবাহে ;
ইহাই স্বর্গীয় ভাব—স্বর্গ কোথা আর ?

দ্বিতীয় দৃশ্য।　　জম্বুদ্বীপ।

ভারতব্যাখ্যারত ব্যাস, সম্মুখে দণ্ডায়মানা পৃথ্বী।

ব্যাস। জান তো সকলি মাতা,
তথাপি এ কেন কাতরতা ?
বৃথা হেথা এসে কি হইবে,
কি করিবে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ?
দেবতা মানবে যে মা—স্বরাজ্য গঠন।

দেখেছ তো গঙ্গাগর্ভে দিতে বিসর্জ্জন
একে একে সপ্ত পুত্রে স্বহস্তে গঙ্গারে ;
পৃথ্বীরই ঐশ্বর্য্য লয়ে স্বর্গের মহিমা।

পৃথ্বী। গঙ্গা দেবী, তিনি এই নীতি প্রবর্ত্তিকা ?

ব্যাস। বিধি আজ্ঞা,
বিধি অনুরোধে তাঁর শান্তনু বরণ ;
এই সর্ত্তে—ইচ্ছামতে করিলে ব্যাঘাত
ত্যজি চলে যাব দূরে—বাধা না শুনিব,
রূপমুগ্ধ রাজা তাই করিল স্বীকার ?

পৃথ্বী। মাতা হ'য়ে স্বীয় পুত্রে দিত বিসর্জ্জন ?

ব্যাস। নহে উহা বিসর্জ্জন পুত্রের উদ্ধার ;
মাতা যথা পুত্রের আশ্রিতা,
পুত্রেরও তেমতি সার মাতৃক্রোড়।
অষ্টবসু শাপভ্রংশে লভিয়া জনম
জন্ম মাত্র মুক্তি নিতে,—শরণার্থী—
মুক্তিদাত্রী জাহ্নবীর চরণ কমলে।

পৃথ্বী। ভীষ্মও তো গঙ্গাপুত্র শান্তনুনন্দন ?

ব্যাস। মহাত্মা শান্তনু স্বীয় চক্ষের উপরে
একে একে সপ্ত পুত্রে বিসর্জ্জিতে দেখে
সহিতে নারিল আর, বলিল কাতরে—
রাণি, রাণি, হেন কার্য্য করিও না আর
পুত্রপাত—শেল সম দহে অনিবার ;
গঙ্গাও সুযোগ বুঝে হাসিয়া তখন
পূর্ব্ববাক্য বিস্মৃতি কারণ
অন্তর্হিত শান্তনুর সন্নিধান হ'তে।

পৃথ্বী। ভীষ্ম কেন রহিল একাকী ?

ব্যাস। বশিষ্ঠের হোমধেনু সুরভি হরিয়া
স্বহস্তে যে করেছিল পাপ অনুষ্ঠান,
সেইজন ভীষ্ম নামে ধরার গৌরব,
প্রতি ছত্রে দেবত্বের অমৃত বিকাশ।

পৃথ্বী। তথাপি সে সুরসেন শিশু ও অজ্ঞান
হ'ল না আপন বেশে স্বকার্য্য উদ্ধার,
নাহি পেলে দরশন তার, দেবরাজ
যাচক ব্রাহ্মণ হ'য়ে প্রণতি স্বীকারে
নিরন্তর ফিরি দ্বারে দ্বারে, নিয়ে গেল
কবচ কুণ্ডল একাগ্নীর বিনিময়ে।

ব্যাস। কি করিবে, বিধি যে মা! বিধিরই অধীন।

পৃথ্বী। মূল্য নাই পুরুষকারের?

ব্যাস। মূল্য নাই, মূল্য নাই?
দেখিয়া ভীষ্মেরে বিশ্বে
এখনো কি অবিশ্বাস পুরুষকারের?
কুরুক্ষেত্র—যাহা ছিল আদর্শ নন্দন,
সে অঙ্গনে বিচরিবে শবশিবা দল,
আসিছে এমন কাল অচির মুহূর্ত্তে।
কংসের বিনাশ তরে দেবকী-উদরে
লভিবেন কৃষ্ণ নামে যেই অবতার,
সে যে সেই আদ্যাশক্তি—জগতজননী।

পৃথ্বী। (সচকিতে) পুরুষের বেশে নারী?

ব্যাস। মহেশের প্রার্থনা এমন, সর্ব্ববিধ
সুখ ও সৌভাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়ে
পরিপূর্ণ পৌরুষের অদ্ভুত কামনা।

পৃথ্বী। তাই কি কুন্তীরে ধৈর্য্য করিতে বিধান
সাবহিত আজ্ঞা মোর প্রতি?

ব্যাস। তাঁর গর্ভে জন্মাবেন তৃতীয় যে ধন
ধনঞ্জয়—অর্দ্ধ অংশ সেই নারায়ন,
অপরার্দ্ধ বলরাম রোহিণী-আলয়ে।
শ্রীরাধা, রুক্মিণী, সত্যভামা আদি
অষ্টমূর্ত্তি শঙ্করের রঙ্গিনী, সঙ্গিনী,
তারি মধ্যে শ্রীরাধা প্রধানা,
স্বয়ং শঙ্কর তিনি। রঙ্গালয়ে
হেন রঙ্গ—পিতা, মাতা,—নায়ক, নায়িকা।

(নারায়নের প্রবেশ)

নারায়ন। সত্য ইহা অন্তর্যামী,
দ্বিভাগে বিভক্ত হ'য়ে
জন্ম আমি লভিব ভূতলে,
আদ্যাশক্তি সাহচর্য্যে উভয় প্রদেশে।

পৃথ্বী। কিন্তু সেই ভীমা ভয়ঙ্করী
রণরঙ্গে মত্ত হ'য়ে নৃত্য যদি করে,

নারায়ন। তার তরে ধৈর্য্যনিধি মহেশ্বর নিজে
নারী হ'য়ে সাথে সাথে সমুপঢৌকনে
তৃপ্তি তাঁর ভিন্নরসে করিয়া সৃজন,
লীলার বিচিত্র চিত্র করিবে অঙ্কণ।
শ্রীদাম, সুদাম নামে জয়া ও বিজয়া
বনভূমে বনমালা গলে
কুতুহলে করিবেক খেলা,
মুণ্ড মালা ছিল যাহা পূর্ব্বতন কালে।

ব্যাস। কিন্তু নারায়ন! ভবিষ্যের বিভীষিকা
দেখে, পৃথিবী যে সমাগতা দ্বারে?

নারায়ন। পৃথিবী যে সর্ব্বংসহা সহিতেই হবে?
এ যে সন্ধিক্ষণ, তাই দেবগণ

ভূভারহরণ তরে ভূলোকে বিরাজে ;
বসুদেব—কশ্যপ, অদিতি—
দেবকী, রোহিণী রূপে দ্বিরূপে বিভক্তা,
নন্দ—দক্ষ প্রজাপতি, গৃহিনী তাঁহার—
শিব-সিমন্তিনী সতী—জননী—যশোদা ;
পায় নাই পূর্ব্বজন্মে কন্যারে তুষিতে,
তাই ক্ষীর ননী লয়ে করিছে অপেক্ষা।

পৃথ্বী। কিন্তু শুনি অহোরহ সুললিত গান
ছায়া সম যেন কার করিছে সন্ধান,
কেবা সেই সুমধুর সুন্দর-স্বভাবা ?

নারায়ন। বসুপত্নী ভীষ্ম আশে করেন ভ্রমণ।

পৃথ্বী। ভুলাইয়ে স্থাবর, জঙ্গম—
এমন সে মনোরম উন্মাদক গীতি।

নারায়ন। এস পৃথ্বী, বিধিদিষ্ট কাল সমাগত ;
আসি পিতামহ! স্মরণে তা' থাকে যেন।
(পৃথ্বীসহ উভয়ের প্রস্থান)

ব্যাস। ইঙ্গিতে জানায়ে গেল যে বারতা মোরে,
তারি বীজ অঙ্কুরিত হ'লে
হবে না কি কলঙ্কিত শ্রুতি, স্মৃতি,বেদ ?
[হস্তেঙ্গিতে কি জানি কি ভাব প্রকাশ করিয়া
পূর্ব্ববৎ সাধ্যায় নিমগন]

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবতা, সংযমী কোথা পার্থক্য কে জানে ?
কত জন্ম সাধনা করিয়া,
কত অতীতের স্মৃতি, পাথেয় লইয়া
অনন্ত প্রতিভা বলে রচে শাস্ত্ররাশি,
স্বেচ্ছাচারী কি বুঝিবে মর্য্যাদা তাহার ?

কতকাল কেটে যায় এই এক ভাবে,
ফলে তার থাকে—কত যে অভিনিবেশ,
প্রত্যক্ষাববোধী বিনা বোঝা' কি সম্ভব ?
ভাঙ্গি, গড়ি ইচ্ছামত সাধ হয় বটে,
কিন্তু কভু দেখি কি তা' বিচার করিয়া ?
সেইমত কত বড় যুগবিপর্য্যয়
হ'য়ে গেল পৃথ্বীবক্ষে বিক্ষোভ সৃজিয়া ;
কৃষ্ণলীলা অপরূপ, কংসের নিধন,
গোপীগণসহক্রীড়া বিচিত্র সকলি,
শঙ্কর ও শঙ্করীর মধুময় দান।
ওদিকেতে হস্তিনায় জিগীষা, জিঘাংসা
পূর্ণোদ্যমে পরস্পর স্পর্দ্ধার বিকাশে
নিত্য নব অনুষ্ঠানে অচিন্ত্য-ব্যাপারে
প্রকৃতে বিকৃতে কিবা মহা-আন্দোলন ;
কর্ণ সনে অর্জ্জুনের সমর বিবাদ—
জয়াশা, জিগীষা, দুর্য্যোধনে রাজ্যলিপ্সা—
এরি মধ্যে ভয়ঙ্কর ধরেছে আকার ;—
জলক্রীড়া কালে—প্রতারিয়ে নানা ছলে
ভীমসেনে বিষপূর্ণ মিষ্টান্ন প্রদানে,
লতা জালে আবদ্ধ করিয়া
ভাসায়ে দিয়েছে জলে শত্রু-উন্মূলনে,
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগে কাটাইবে কাল।
ওই তার ভেসে যায় দেহ,
ওই সর্প করিল দংশন, হ'ল ভাল—
বিষে বিষে বিষক্ষয়ে ফিরিবে চৈতন্য। (প্রস্থান)

(নৌকারোহণে বিদুরের আগমন)

বিদুর। পিতা ! কি হবে ও ভারত ব্যাখ্যানে,
কে পড়িছে, কে বুঝিছে তাহা ?

নিশ্চিন্তে কাটাও কাল নিভৃতে বসিয়া,
ওদিকে যে পাণ্ডুবংশ ছারখারে যায়।
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ব'লে পাণ্ডু সিংহাসনে,
সে পাণ্ডুও নির্জ্জন বিহারে
মৃগমুনি শাপে মৃত অকালে সহসা,
মাদ্রীদেবী অনুগামী সহমৃতা তাঁর—
কুন্তীদেবী করে ভার দিয়া পুত্রদ্বয়ে
নকুল ও সহদেবে—বিমাতাও জেনে।

ব্যাস। বৎস! কুন্তীরে কি তব অবিশ্বাস?

বিদুর। কুন্তীরে কে করে অবিশ্বাস,
মাদ্রীর কি উদারতা—কি মহান্ ত্যাগ!
যুধিষ্ঠির শাসে রাজ্য তুষি প্রজাগণে,
সহোদর ভাই সব পৃথিবী-শাসনে
বশি' রাজগণে—ধনরত্ন আহরণে
পূর্ণ করে হস্তিনার রাজস্ব-ভাণ্ডার।
কিন্তু হিংস্র দুর্য্যোধন কুমন্ত্রণাবশে
কুবুদ্ধি চালিত হয়ে রত সর্ব্বনাশে,
ভীমসেনে দিয়েছিল ভাসাইয়ে জলে
অষ্টাহ যামিনী পরে ফিরিয়া এসেছে।

ব্যাস। বিদুর, বিদুর,
তুমি তাহা নাহি জান, আমি জানি—
বাসুকী দিয়েছে তারে অমৃত খাওয়ায়ে!
আরও শোন, মৃত পাণ্ডু জেনে
চিত্তবৃত্তি সন্তোষ কারণে
তীর্থাবাসে সহপুত্র কুন্তীরে পাঠাবে।
শোকাপনোদন ছল,
ধ্বংস তার প্রধান উদ্দেশ্য;
বিরোচন নামে এক যবন সাহায্যে

জতুগৃহ করিয়া নির্ম্মাণ, বিনাশিতে
প্রবাসে বারণাবতে পাণ্ডু বংশ নাম।

বিদুর। এঁরা কি সব অন্তর্যামী ?
এই কথাই বলিতে এসেছি ;
কেমনে তা' আসিল গোচরে !

ব্যাস। আরও শোন, সে কার্য্যও হইবে বিফল,
অভাগিনী ভিখারিণী এক
পঞ্চ পুত্রসহ সেথা হইবে নিধন,
উদ্যোক্তা সে বিরোচনও যাবে সাথে সাথে।
থেকো তুমি নৌকা ল'য়ে তীরে অপেক্ষায়,
নির্গত হইয়া তারা সুড়ঙ্গ দ্বারেতে
তব সনে করিবে সাক্ষাৎ।
তুমি যাও, যথাদেশে হও সাবধান।

বিদুর। সাবধান !

ব্যাস। বিলম্ব ক'রো না, যাও।

বিদুর। কিন্তু আরও এক কথা,—

ব্যাস। এক সে পাঞ্চালী, পঞ্চ স্বামী তার ?

বিদুর। কোন কথা জিজ্ঞাসিতে নাহি চাহি আর।

(নত মস্তকে নৌকারোহণে প্রত্যাবর্ত্তন, বারণাবত নগরে নৌকা তীরস্থ হইবামাত্র কুন্তীসহ পঞ্চ পাণ্ডব তথায় আরোহণ করিল)

তৃতীয় দৃশ্য। একচক্রানগরী।

ব্রাহ্মণবেশী ভীম।

ভীম। শঠে শাঠ্য আচরণ বিনা
বিস্তীর্ণ বিপদ জাল হ'ত কি উদ্ধার ?
স্বহস্তে না জতুগৃহে জ্বালিলে অনল

বিরোচন না হ'ত নিধন,
বনে বনে সঙ্গোপনে ভ্রমণ করিলেও
দুর্য্যোধনও ছাড়িত কি অন্বেষণ বিনা ?
কেবা ভীম—ভীমকর্ম্মা—কিবা সদুত্তর ?
হিড়িম্ব বনেতে করি বাস, দীর্ঘকাল
সেথা করি অতিপাত, আসিয়াছি
একচক্রানগরী মাঝারে ; পিতামহ
ব্যাসদেব—ধরিতে এ ব্রাহ্মণের বেশ
উপদেশ দিলেন মোদের। কিন্তু
কি কারণ—তিনিই জানেন, পথিমধ্যে
দেখা—জিজ্ঞাসার হয়নি সুযোগ।
আছি এক ব্রাহ্মণের গৃহে, ভিক্ষালব্ধ
অন্নে করি জীবিকা নির্ব্বাহ, বৃকোদর—
উদর পোরে না। কিন্তু এক লজ্জাকর,
শাস্ত্র বিগর্হিত, লোকাচার নিন্দনীয়
হ'য়ে গেল কায, পরিবেত্তা পাপে লিপ্ত
জীবন আমার। জ্যেষ্ঠের বিবাহ বিনা
কনিষ্ঠের পরিণয়ে এই পাপ হয়।
আমি কি করিব ? এক দিকে লজ্জানতা
যাচিকা রমণী, অন্য দিকে সকলঙ্ক
কর্ত্তব্যবিচ্যুতি, এক দিকে মাতৃ-আজ্ঞা,
অন্যদিকে অনুল্লঙ্ঘ্য শাস্ত্রের নিদেশ।
কিন্তু শুনে হাসিবে সকলে,—রাক্ষসী সে
হিড়িম্বভগিনী ; এসেছিল বধিবারে,
বরমাল্যে তুষিল আমায়, ঘটোৎকচ
তারি ফল মোর। কিন্তু আমি বিনিময়
দিয়েছি উত্তম, শ্যালক হিড়িম্বে ধ'রে
হিড় হিড় ক'রে পাঠায়েছি পরপারে ;
এসেছিল ভগিনীরে শাসাইতে যাদু।

(কুন্তীর প্রবেশ)

কুন্তী। পুত্র !

ভীম। মা !

কুন্তী। এসেছি করিতে বৎস ! কঠোর আদেশ।

ভীম। কি এমন কঠোর আদেশ,
ভীম দেহে হইবে কঠোর ?

কুন্তী। বৎস ! অতিথি যাদের মোরা, কাতর সে
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, আছে এ প্রদেশে এক
ভীষণ রাক্ষস—বক নামে, উপদ্রব
নাহি করে কারও, কিন্তু তারে দিতে হয়
প্রতিদিন অন্নসহ নরমাংস বলি,—
পর্য্যায় ক্রমেতে পালে নগর বাসী তা'।
ধনী যারা—ক্রয় ক'রে দেয়, কিন্তু এরা
নিতান্ত নির্ধন, পুত্রদার রক্ষা তরে
ব্রাহ্মণ নিজেই চাহে বিসর্জ্জিতে প্রাণ,
ব্রাহ্মণী তা কিছুতে দেবে না, বলে—আমি
নারী, আমি আগে হই আহার্য্য তাহার।
পুত্র না সেকথা শুনে নিবারি' উভয়ে
নির্ভয়ে রাক্ষসে আসে দিতে ভোজ্য তার।
আমি তাহা কাড়িয়া এনেছি, ইচ্ছা মোর—
তুমি গিয়া ভোজ্য দাও তারে।

ভীম। এই ? পাছে নিদ্রাভঙ্গ হয় ব'লে,
দেখনি তো হিড়িম্বের বধ ; দাও, দাও।
বাত্যা সম অকস্মাৎ একি বিপর্য্যয় !

[উৎকন্ঠিত চিত্তে উৎপথাবলোকন]

(বক রাক্ষসের প্রবেশ)

বক। কোথা গেল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী,
ভোজ্য দাও, ভোজ্য দাও, বড় ক্ষুধা !

কুন্তী। (সক্রন্দনে) ওই বৎস! আসিয়া পড়েছে!
মাতা হ'য়ে হেন দৃশ্য দেখি বা কেমনে? (প্রস্থান)
[রাক্ষসকে দেখিয়া ভীম বিপরীত মুখে
ভোজ্য উদরস্থ করিতে লাগিল]

বক। কে তুই উদ্ধত, আমারি সম্মুখে বসি,
ভোজ্য মোর করিস্ গ্রহণ?

ভীম। (বক্রাবলোকনে বারেক মুখবিকৃতি করিল)

বক। বটে, বটে, উপেক্ষা ও উপহাস?
এ বুঝি বিদেশী কোন,—জানে না প্রতাপ?
(চক্ষুদ্বয় বিস্ফারি গ্রাসোদ্যত হইলে ভীম সহসা সম্মুখস্থ
হইয়া পাদাগ্রভাগে একপ্রান্ত চাপিয়া অপর প্রান্ত
বাহু দ্বারা উত্তোলিত করিয়া দ্বিখণ্ডিত করিল)

ভীম। রে রক্ষঃ দুর্ব্বৃত্ত! সত্যই বিদেশী আমি।
[দূরে নিক্ষেপ]

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। মধ্যম পাণ্ডব, মধ্যম পাণ্ডব!

ভীম। কেন ভাই?

অর্জ্জুন। কোথা সে রাক্ষস?

ভীম। নিক্ষেপ করেছি দূরে, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

অর্জ্জুন। উপস্থিত আছে এক গুহ্য বিবরণ;
আসিয়া ব্রাহ্মণবেশী কহিল আমারে
যেতে হবে সাথে ল'য়ে তোমা।

ভীম। কোথায়?—কোথায়?

অর্জ্জুন। পাঞ্চাল নগরে, সেথা দুর্য্যোধন কর্ণ
আদি—পৃথিবীর সমস্ত ভূপাল
সমবেত বীরত্বের পরীক্ষা অর্পিতে।

ভীম। সত্য? সত্য? সেই সে পাঞ্চাল,

যে পাঞ্চালে করিয়া বন্ধন, বাল্যকালে
গুরুদক্ষিণা অর্পিতে এনেছিনু সবে ?

অর্জ্জুন। পাছে দুর্য্যোধন পারে চিনিতে মোদের,
অনুমানি—তাই এই ব্রাহ্মণের বেশ ;
কিম্বা যদি থাকে দ্বেষ দ্রুপদরাজার—

ভীম। না—না—না,
ও সন্দেহ ক'রো না ধীমান্, আমি জানি—
তব প্রতি স্নেহ-আতিশয্য তাঁর, বীরপাশে
বীরত্বের—নাহি হয় অনাদর কভু,
বন্ধনকারণে ও তা' হয়নি বিকৃত।
তবে দুর্য্যোধন—মৃত জেনে উল্লসিত মহা,
শকুনির সনে নৃত্য করেছে নিশ্চয় ;
পিতৃব্যও প্রেতকার্য্য করিয়া সাধন
শোকে মুহ্যমান ভাব—অন্ততঃ এটুকুও
দেখাতে হয়নি ক্ষান্ত হস্তিনাবাসীরে ;
আর—ভীষ্মও তো মরে নি এখনও।

(কুন্তীর পুনঃ প্রবেশ)

কুন্তী। বৎস! এরি মধ্যে এ বৃত্তান্ত
প্রচারিত দেশে ও বিদেশে ;
নহে শুধু দুঃসম্বাদ বায়ু ভরে ভাসে,
সুসংবাদও সেইমত ধায় ;
একচক্রা নগরীর সর্ব্ব অধিবাসী
সমাগত সমবেত-আশীর্ব্বাদ ল'য়ে,
আমি আনিয়াছি তাহা অঞ্চলে ধরিয়ে
দিতে শিরে—স্নেহ স্পর্শ আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর।

ভীম। (নত জানু হইয়া চরণ স্পর্শে)
তার চেয়ে জননীর শুভেচ্ছা প্রদান

অর্জ্জুন। মাতা, অনুমতি কর উভয় ভ্রাতারে,
যাই মোরা পাঞ্চাল আলয়ে, ক্ষণকাল—
ত্যজি এ চরণ ছায়া অত্যজ্য হ'লেও।
(পদধূলি লইয়া দণ্ডায়মান)

কুন্তী। লহ বৎস ! জ্যেষ্ঠ অনুমতি, জ্যেষ্ঠ পূজ্য
সতত সবার, জ্যেষ্ঠই যে শিরোমণি—
বিধি শ্রেষ্ঠ দান। (স্বগতঃ) কিন্তু আর এক স্মৃতি
আলোড়িত করে চিত্ত বিস্মৃতিরও মাঝে।

অর্জ্জুন। মা ! দেখেছি অনেক সময় তোমারে এমন,
এ জগতে থাক না তখন। কেন মা ! এমন ?

কুন্তী। অন্তর্যামী জানে নারায়ন ! (স্বগতঃ)
জ্যেষ্ঠ যেবা সবার অজ্ঞাত, সূর্য্যদেব
জনক তাহার, নারদপ্রদত্ত বর।
দ্বিতীয় যে জ্যেষ্ঠ ব'লে খ্যাত—ধর্ম্ম হ'তে
জন্মে সেই যুধিষ্ঠির, পবন ভীমের
পিতা, ইন্দ্র হ'তে অর্জ্জুন আমার ;
মাদ্রীগর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়—
নকুল ও সহদেবে করেছে সৃজন।
স্মৃতি মাত্র এ উদ্বোধ, এ রত্ন অর্জ্জন,
বিনা নারায়ন—কভু কি সম্ভব ?

অর্জ্জুন। মা ! মা ! তুমি কোন্ লোকে ?—পরাৎপরে লীন ?
কিম্বা স্নেহ-সমুদ্র আনিয়া
সন্তানে মা ! রেখেছ আবৃত, যে অমৃতে
অধিকারী—একমাত্র এ পঞ্চ পাণ্ডব।

কুন্তী। (স্বগতঃ) ষষ্ঠ বুঝি হইবার নয়।
(কুন্তীর অজ্ঞাত সারে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল)

অর্জ্জুন। এস মা ! জ্যেষ্ঠের এবে লই অনুমতি।

ভীম। জননীই—জগত জননী
নরলোকে এ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।
(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। মহেন্দ্র পর্ব্বত।

কর্ণ। গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য !
মানি আমি—সর্ব্বগুণে বিভূষিত তুমি,
ব্রাহ্মণের অনন্ত প্রধান—
অনুল্লঙ্ঘ্য, অনাবিল, চিত্তের সারল্য ;
তদুপরি শস্ত্রচর্চ্চা—
সরহস্য ধনুর্ব্বেদ, শরের চালনা
স্তম্ভিত করেছে আজ দিগন্ত বিজয়ে ;
ধিক্কৃত হয়েছি আমি তোমার সকাশে,
বিতাড়িত রাধেয় বলিয়া ;
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন তোমার
পাছে সে পরাস্ত হয়,
তাই মন্ত্র করিয়া গোপন, পক্ষপাতে—
না—না, পক্ষপাত তোমাতে সম্ভব নয়,
বুঝিয়াছি—কেন শ্রেষ্ঠ এখনো ব্রাহ্মণ,
বুঝিয়াছি—কেন অর্ঘ্য দেয় বর্ণান্তর !
ব্রহ্ম—ক্ষত্র, ক্ষত্র—ব্রহ্ম, এই বিনিময়
নহে শুধু বর্ণান্তর ব্যবচ্ছেদ ফল,—
নহে ছল, তমোগুণ হইলে প্রবল,
অপাত্রে নিক্ষিপ্ত হ'লে
অযথা প্রয়োগ করে বল।
এই বর্ণান্তর—স্তর নির্দ্ধারণ,
নহে মানবের কৃত, সমষ্টি নির্ম্মিত,

বিশ্বামিত্র ক্ষত্র ছিল,
ব্রাহ্মণত্বও করেছিল জয়,
তথাপি দেখেছ তার পরিণাম।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। কেবা তুমি অর্ব্বাচীন, প্রচণ্ড দাম্ভিক !
চিরশান্ত তপোবনে পশি,' নাশি শম,
দম, স্নেহ—নিরন্তর হিংসার তরঙ্গে
আঘাতে আহত করি জীব—

কর্ণ। কেন হে ব্রাহ্মণ,
কি এমন অপরাধ করেছি ভীষণ,—

ব্রাহ্মণ। ইয়ত্তা না হয় তার,
বেলাভূমি অতিক্রান্ত পাপের প্রবাহে।

কর্ণ। কি, কি ?

ব্রাহ্মণ। হোমধেনু করেছ বিনাশ,
সর্ব্বনাশ সেধেছ আমার।

কর্ণ। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষমা কর,
শরাসন মুক্ত বাণ
যদ্যপি করিয়া থাকে হেন অতিপাত,
অজ্ঞাত তা'—আমার গোচরে।

ব্রাহ্মণ। বিধি ও শাসন তাহে হবে কি সংযত ?

কর্ণ। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ,
উত্তেজিত ক্রোধ—সম আশীবিষ
নিমেষে করিতে পারে পাত,
হোমধেনু বিনাশের প্রতিদান রূপে
অর্পিব সহস্র ধেনু চরণ কমলে,
অজস্র অজস্র রত্ন দিব উপহার,
দাস সম রব বাঁধা সতত শৃঙ্খলে।

ব্রাহ্মণ। প্রায়শ্চিত্ত আছে ব'লে
পাপে কেহ না করিবে ভয়,
চাহ তুমি দিতে বিনিময় ?—নরাধম !

কর্ণ। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ !

ব্রাহ্মণ। লোভে তুমি চাও ব্রাহ্মণে বধিতে ?
শাস্ত্রকার ! শাস্ত্রকার !
এতই ধিক্কৃত আজ সবার চক্ষেতে,
ইচ্ছামত শাস্ত্র চায় করিতে গঠন।

কর্ণ। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ,
সত্য আমি উত্তেজিত কারণ হয়েছি,
জ্বালায়েছি দাহ সম তীক্ষ্ণ ব্রহ্মতেজ,
কিন্তু স্বীয় প্রকৃতি যা—দেবদত্ত ধন,
অনন্তদুর্লভ, সদা তপস্যা দুর্গম
গাঙ্গবারি সম মনোহারী, অবিকারী
সত্ত্বময়, অভিশাপে বিকৃত করিয়া
পরিচয় দিও না এমন—

ব্রাহ্মণ। মিষ্টভাবে তোষামোদে তুষ্টি তুমি চাও,
দাস নামে ক্রেতা হ'য়ে, পণ্যরূপে প্রবৃত্তিরে
সাজাইতে চেষ্টা তুমি কর ;
ধর তুমি বড় বুদ্ধি—বড় চতুরতা।

কর্ণ। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, শরণ্যে ত্যজিয়া যদি
পদমাত্র অগ্রসর হও, পদাঘাত
বক্ষে ধরে—করিতেছি পণ,—

ব্রাহ্মণ। শুনিতে চাহিনা আমি মিনতি বচন ;
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও,
প্রকাশ্য এ দিবালোকে
কহিতেছি স্পষ্টকণ্ঠে সূর্য্য সাক্ষী করি—

কর্ণ। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, করি নিবারণ,
স্বহস্তে ক'রো না স্বীয় মাহাত্ম্য মলিন,
দুর্লভ প্রতিভাধৃত জন্ম সুদুষ্কর।

ব্রাহ্মণ। তস্কর সদৃশ নীচ বাক্য ব্যবসায়ী,
যেই আশা ল'য়ে তুমি আসিয়াছ হেথা,
ব্যর্থ হবে, পণ্ড হবে, অনুতাপ সার,—
রথচক্র গ্রাসিবে পৃথিবী। (নিষ্ক্রামণ)

কর্ণ। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ,
শরক্ষেপ কালে এই অকার্য্য ঘটেছে,—
[বলিতে বলিতে পশ্চাদ্ধাবন]

(ভিন্নপথে পরশুরামের প্রবেশ)

পরশুরাম। শ্রান্ত আমি দীর্ঘ পর্য্যটনে ;
বিশ্রাম শয়নে লভি দৈহিক প্রসাদ,
প্রয়োজন কালক্ষেপ নিভৃতে নিশ্চিন্তে।
স্বর্গ আমি উপেক্ষা করিয়া, কর্ম্মভূমি
লয়েছি বরিয়া, পরাৎপর পদে দিয়া
প্রেমাঞ্জলি—পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্য সকলি।
নিবৃত্তি সময়ে পুনঃ প্রীতির উদয়
উপযুক্ত শিষ্য লভি এক, অদর্শনে—
ক্ষণেক অভাবে—অন্ধকার হেরি সমুদয় ;
অযাচিত, অনাহুত এ স্নেহ বন্ধন
না জানি কি ফলপ্রসূ অন্তিম বয়সে।
প্রিয়তম !

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। গুরুদেব !

পরশুরাম। ক্লান্ত দেহ, অবসন্ন শারীরিক ক্রিয়া ;—

শিলাখণ্ডে মস্তক রাখিয়া
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম বিনা,—

কর্ণ। গুরুদেব, বাচালতা করুন মার্জ্জনা ;
শিলাখণ্ড হ'তে—সন্নিকটে স্থিত দাস—
জানুপরে মস্তক রাখিয়া
যথেচ্ছ করুন শ্রান্তি, ক্লান্তি দূর। (উপবেশন)

পরশুরাম। বৎস অবসন্ন হবে জানু,—

কর্ণ। গুরুদেব ! গুরুদেব ! মন্ত্র সহ
হাতে ধ'রে—ধনুর্ব্বিদ্যা শিখায়েছে যিনি,
তাঁর তরে তুচ্ছ এই আলস্য বর্জ্জন,
গুরুশির করিতে বহন, বৃষস্কন্ধ
জানু উপাধান—যদ্যপি অক্ষম হয়,—

পরশুরাম। বৎস ! এত যদি আকিঞ্চন,
উদ্বেগ সৃজন পূর্ব্বে করি অনুরোধ—
জানাইও অভিপ্রায় অকুণ্ঠিত চিতে।
[তদীয় ক্রোড়দেশে শয়ন]

(পশ্চাদ্‌ভাগে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। কর্ণ, কর্ণ, কি করিলে, পরীক্ষা কঠোর ;
শূকর সদৃশ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র—দংশ নামে
মহাসুর—ধরাবক্ষঃ দীর্ণ করি—
আসিতেছে উরুদেশ উদ্ভিন্ন করিতে,
ছিল যেবা ভৃগুপত্নী করিয়া হরণ
শ্লেষ্মামূত্রভোজী কীট ধরণীগহ্বরে।
ওই দেখ—ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়,
রক্তস্রোত বহে যায় নির্ঝরিণী সম,
অনুভবে বোঝা যায় যেন সে লালিমা

ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে ছেয়েছে আকাশ,
নীলিমায়—স্বভাবজ বর্ণে দিতে হানা ;
কিন্তু কি বিচিত্র,
নিবাত নিষ্কম্প সম ওই স্থান স্থির,
বিন্দুমাত্র না হয় কম্পিত দুই দেহ,
নিখিলের ধৈর্য্য যেন একত্র হয়েছে।
পৃথ্বী যাহা সহনে অক্ষম,
ওই দেখ—ব্রহ্ম ক্ষত্র নীরবে সহিছে,
ভূদেব ব্রাহ্মণ তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।
পৃথ্বী, পৃথ্বী, স্থির হও,
বাসুকী,—ক্ষণকাল থাক অপেক্ষায়,
পরীক্ষার সময় আগত।　　[বেগে প্রস্থান]

পরশুরাম। (নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত হইয়া)
মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মস্বাপহারী !

কর্ণ। কেন, কেন গুরুদেব ?

পরশুরাম। নহ তুমি কিছুতে ব্রাহ্মণ,
এত ধৈর্য্য ব্রহ্মে না সম্ভবে।

কর্ণ। গুরুদেব ! গুরুদেব !

পরশুরাম। অশুচি করিলি মোরে,
রক্তস্রাবে আর্দ্রবস্ত্র,—ব্রতভঙ্গ—

কর্ণ। পাছে নিদ্রাভঙ্গ হয়, পাছে—

পরশুরাম। দূর হ'য়ে যাও এই দণ্ডে, মুখ তোর
চাহিনা দেখিতে, প্রতারণা করি—
শিখিলি যে ধনুর্বেদ অনন্ত—আয়ত্ত,
রবে না তা' যোগ্যকালে,
হবে না স্ফুরণ তাহা প্রয়োজন হ'লে।

কর্ণ। গুরুদেব !

পরশুরাম। কলুষিত ক'রো না আশ্রম,
স্নেহস্বর শুনিতে চাহি না,
শ্রুতিমাত্র নির্ব্বাসন শেষ আজ্ঞা মোর।

পঞ্চম দৃশ্য। কক্ষ।

ভীষ্ম ও বিদুর।

ভীষ্ম। শুনেছি বিদুর, শুনেছি সকল ;
বৃদ্ধের মস্তিষ্ক আর ফলপ্রসূ নয়,
নব্যতন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখেছে।

বিদুর। বুঝিয়াছি সেইদিন,
যেইদিন জন্মমাত্র গর্দ্দভ চীৎকারে
ধূমকেতু সম দুর্য্যোধন
কুরুগৃহে পশিয়াছে জ্বালাতে অনল।

ভীষ্ম। আর কেন পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত ক'রে
এ বৃদ্ধ বয়সে দাও ব্যথা অকারণ,
পাণ্ডবেরে রাজ্য অংশ কিছুতে দেবে না,
সর্ব্বভূক্—সর্ব্বস্বান্ত করিতে এসেছে।

বিদুর। আমি জানি—মরে নাই তারা,
আমি জানি—বনে বনে করিছে ভ্রমণ ;
কিন্তু এ যে কলঙ্ক বিষম
শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এখনও জীবিত ;
যে মহাপুরুষ—স্বীয় সর্ব্বস্ব অর্পিয়া
হস্তিনার সিংহাসন অক্ষত রেখেছে,
যার বীর্য্য—বীর্য্যশুল্ককন্যাত্রয় হ'রি—
গর্ব্বোন্নত রাজবংশে স্থাপিত করিতে,
কাশীরাজ গৃহ হতে আনিয়া সগর্ব্বে
কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্যে দানিতে বাসনা ;

শুনি সেই লজ্জাকর অপমান বাণী
ক্রুদ্ধা—তিক্তা ভূজাঙ্গনী গর্জ্জিয়া উঠিল
জ্যেষ্ঠা অম্বা ভীমরোষে—কি আশ্বাসে
রাখিব জীবন, ক্ষুদ্র শিশু করে না কি
ডালি দিয়ে এ বিচিত্র উদ্ধত যৌবন ?
কেনইবা এনেছিলে ভুলাইয়ে নারী,
হবে যদি না বীর কেশরী ?
তথাপি সে রুষ্ট বাক্যে না করি ভ্রূক্ষেপ,
পুরুবংশ—কুরুবংশ মর্য্যাদা রাখিতে
অবাধে সে কন্যা ত্যজি লইলে বরিয়া
দুর্নাম ক্লীবত্ব হেয় সমাজ ঘৃণিত।
সেই সে সযত্নে গড়া রম্য উপবনে—

ভীষ্ম। ক্ষান্ত হও হে বিদুর,
অযথা এ আক্রমণে রাজদ্বেষ সৃজি'
শান্ত, স্নিগ্ধ প্রজাতন্ত্রে ক'রো না আঘাত।
উত্তাপে করিবে যত ইন্ধন সংযোগ,
ক্লিষ্ট হবে তত বসুন্ধরা;
বসুন্ধরা ক্লিষ্ট হ'লে ক্ষিপ্ত প্রজাগণ,
ক্ষিপ্ত প্রজা প্রলয় কারণ।

বিদুর। কিন্তু তাত, বৃত্তান্ততো অবগত,
দ্রোণাহত দ্রুপদ—যজ্ঞেতে
ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী নামেতে
পুত্রকন্যা ক'রেছেন লাভ ?

ভীষ্ম। তারই তো স্বয়ম্বর।

বিদুর। স্বয়ম্বর ? কিম্বা ধ্বংসের আভাষ ?

ভীষ্ম। বিদুর, এ তত্ত্বও তুমি অবগত ?
রাজা সনে বাঁধে রণ যদ্যপি রাজার,

সত্য বটে হয় প্রজাক্ষয়,
কিন্তু ঘটে না প্রলয় তাহে।

বিদুর। কোন্ পক্ষ আশ্রয় আপন ?

ভীষ্ম। হে মেধাবী, মন্ত্রণা কুশল,
সুচতুর বচনবিন্যাসী !
কথা দিয়ে কথা নিতে চাও ?
এরি মধ্যে কুরুক্ষেত্র রচিছ নয়নে ?

বিদুর। কিন্তু কি যে পরিণতি,
উপলব্ধি নাহি হয় কিছু।

ভীষ্ম। শাস্ত্র মূক, দৈবও নিস্তেজ সেথা,
কাল এত ভয়ঙ্কর ; বিদুর, বিদুর !

বিদুর। অপরাধ ক্ষম তাত ! উত্তেজিত করি
আহত করেছি চিন্তা সর্ব্ববিজয়িনী।

ভীষ্ম। তুমি কিছু কর নাই,
তোমার এ রাজ্য প্রীতি—অত্যধিক স্নেহ
মুখর করেছে তোমা ফলানুসন্ধানে।

বিদুর। হে সর্ব্বজ্ঞ ! জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী কত যে পৃথক্।

ভীষ্ম। কেবা জ্ঞানী এ জগতে,—
জ্ঞান—কর্ম্ম, কভু কি সমাপ্তি হয় ?
যতক্ষণ পরিচয় জগতের সাথে
জ্ঞান—কর্ম্ম, কর্ম্ম—জ্ঞান, ইহাই জগত।
কর্ম্মমুক্ত যেবা এ জগতে, জ্ঞানী সেই,
একমাত্র কূটস্থ চৈতন্য ;—
নহে ব্রহ্মা, নহে বিষ্ণু, নহে মহেশ্বর।

বিদুর। তাত, তাত !

ভীষ্ম। এরি মধ্যে বিস্মৃত হইলে,

এরি মধ্যে ভুলে গেলে বাস্তব জগত ?
যজ্ঞসেন দ্রুপদের স্বয়ম্বর গৃহে
লক্ষ্য রূপে স্থিত উচ্চে মৎস্যাকৃতি এক,
নিম্নস্থ পরিখা জলে ছায়া দৃষ্টে তারে
বিঁধিতে হইবে শরে—এইমাত্র পণ।

বিদুর। দুর্য্যোধন, কর্ণও তো সেথা উপনীত।

ভীষ্ম। রাম, কৃষ্ণও উপস্থিত দর্শনের ছলে ;
কেহ পারিবে না সে লক্ষ্য বিঁধিতে।

বিদুর। জরাসন্ধও না ?—যেই বীর
রুদ্রের সন্তোষ তরে স্বীয় কারাগারে
রাখিয়াছে ষড়শীতি রাজারে বাঁধিয়া,
শত সংখ্যা পূর্ণ হ'তে—চতুর্দ্দশমাত্র
আর বাকি আছে যার, সেও পারিবে না ?
যার ভয়ে কংসঘাতী শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত
মথুরা ত্যজিয়া পলায়িত দ্বারকায়,
সেও পারিবে না ? হ্যাঁ তাত, সে না কি
জন্মেছিল—অর্দ্ধদেহে দুই মাতৃগর্ভে ?
জরা নামে রাক্ষসী আসিয়া
দেয় সেই দেহ পুনঃ সংযোগ করিয়া ?

ভীষ্ম। সত্য ইহা ; চণ্ডকৌশিকের বরে
পিতা তার বৃহদ্রথ পেয়েছিল ফল
পক্ক আম্র—অব্যর্থ সন্তানপ্রসূ,—
দ্বিভাগ করিয়া তাহা দুই পত্নী করে
বণ্টন করিয়া দেয় সমপ্রীতি বশে ;
যথা কালে প্রসূত হইল—
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অবয়ব উভয় গর্ভেতে।
তা' দেখিয়া মাতৃদ্বয়—
ধাত্রী করে দিয়া তাহা নিক্ষেপিল বনে ;

জরা নামে রাক্ষসী তাহাই—সন্ধি করি
দেয় পিতৃ করে,—জরাসন্ধ নাম তাই।

বিদুর। সেও পারিবে না?

ভীষ্ম। পারে যদি কর্ণ।

বিদুর। কর্ণ?

ভীষ্ম। সেও সেই সভাস্থলে
ধনুঃকরে লক্ষ্যবেধে উদ্যত হইলে
পশিয়া দ্রৌপদী দম্ভে কহিবে প্রকাশি,
লক্ষ্যও যদ্যপি বেঁধে
সূতপুত্রে করিব না পতিত্বে বরণ।

বিদুর। এত বড় অপমান!

ভীষ্ম। শুনি সেই জ্বালাময়ী বাণী,
হাত হ'তে ধনুর্ব্বাণ খসিয়া পড়িবে,
রহিবে প্রস্তর সম নিস্পন্দে দাঁড়ায়ে।

বিদুর। তারপর?

ভীষ্ম। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিবে তখন,—
রাজা, প্রজা, ধনী বা নির্ধন
যে করিবে রক্ষা এই পণ,
লভিবে সে পাঞ্চালী দ্রৌপদী।
সে উক্তি শুনিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এক
নতদৃষ্টে সেই লক্ষ্য বিঁধিবে অবাধে।

বিদুর। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ?

ভীষ্ম। সে দৃশ্য দেখিয়া রাজগণ
ক্ষিপ্ত হ'য়ে আক্রমিবে উন্মোচিয়া অসি,
অন্য এক ব্রাহ্মণ তখন
সদ্য বৃক্ষ উৎপাটনে
বিতাড়িত করিবে সে ক্রুদ্ধ রাজগণে।

দ্রুপদও হবে মর্ম্মাহত,
উদ্দেশ্য যে যোগ্য পাত্র দ্রোণবিঘাতক।

বিদুর। মূল সেই পূর্ব্বকৃত বৈর-অপমান?

ভীষ্ম। কেবা সে ব্রাহ্মণ অন্বেষণ তরে
ধৃষ্টদ্যুম্নে করিবে নিয়োগ, যাও পুত্র!
পাছে পাছে—যথা তত্ত্ব কর নির্দ্ধারণ।
ওই আসে ফিরি দুর্য্যোধন,
চলহে বিদুর,—প্রত্যক্ষে সকল শোনা যাক্।
(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।　　　　হস্তিনার রাজপথ।

দুর্য্যোধন ও কর্ণ।

দুর্য্যোধন। দেখেছতো কি দাম্ভিকা নারী!
ঐ তো রূপ, কৃষ্ণা নামেই তা' পরিচয়;
তবে এই হ'ল—বড় অপমান।

কর্ণ। কি বলিছ, পশিতে হস্তিনাপুরী
শিহরিছে প্রতি অঙ্গ মোর,
অক্ষম হ'লেও এত বাজিত না প্রাণে।

(সোল্লাসে শকুনির প্রবেশ)

শকুনি। বাক্যমাত্র ছুটিয়া এসেছি, কই—কই,
কোথা সেই বধূ? আহা, মুখখানি
শুকায়ে গিয়েছে, আমি যাই—আমি যাই
ল'য়ে আসি আগুসারি। (গমনোদ্যম)

দুর্য্যোধন। পারি নাই বিঁধিতে সন্ধান।

শকুনি। পার নাই—তার জন্য কি হ'য়েছে,
কেনই বা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর? যাকৃগে দ্রৌপদী,

এনে দিব কত সতী ধ'রে,
রেখো ঘরে—সমাদরে, অতি সযতনে।
তবে বুঝি অঙ্গদেশে গেল ? তা' ভাল,
লক্ষ্মী যেথা যায়—সেই দেশই আলো। হাঃ হাঃ হাঃ !

কর্ণ। সূতপুত্র ব'লে আমি অবজ্ঞাত সেথা।

শকুনি। অ্যাঁ, অবাক্ কর্‌লে যে ! নিমন্ত্রণ
ক'রে অপমান ! পত্র দিয়ে নিষ্কাসন !
নীরবে ফিরিয়া এলে ? শক্তৌ ক্ষমা,
শক্তৌ ক্ষমা, মহত্ত্বের লক্ষণ ইহাই।
তা'তো হবেই, রাজা, প্রজা পৃথক্ই বা কেন ?
কথায়ই বলে—"হাতী, ঘোড়া গেল তল,
মশা বলে কত জল" ! লক্ষ্য বিঁধ্‌লে কে ?

দুর্য্যোধন। এক বামুনে।

শকুনি। হাঃ হাঃ হাঃ, কালে কালে হ'ল কি,
পান্তা ভাতে ও চাহ যে—ঘি।
চল, চল, ও বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে।

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। নহে সে বিড়াল, নহে সে ব্রাহ্মণ,
তোমারই সে প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জ্জুন—পাণ্ডব।

দুর্য্যোধন। কে তুমি ব্রাহ্মণ, কে তুমি ব্রাহ্মণ ?

ব্রাহ্মণ। অবধ্য, শরণাগত।

শকুনি। আহাহা, অর্দ্ধেক হয়ে গেছে ভয়ে,
অর্দ্ধেক হয়ে গেছে ভয়ে।

দুর্য্যোধন। মাতুল, প্রতিশোধ চাই এর।

শকুনি। তার জন্য এত কি ভাবনা,
কৌশলে কি পরাজিত হইবে মাতুল ?

ব্রাহ্মণ। যত্যপি অভয় দাও করি নিবেদন,
অন্য যে ব্রাহ্মণ—করেছিল আক্রমণ
বৃক্ষ উৎপাটনে, সেইজন ভীম।
পাঞ্চাল নগরে জরাসন্ধ আদি
উপেক্ষিত রাজগণ উত্তেজিত হ'য়ে,
বিদ্রোহিতা করিতে সাধন
তব সনে যোগ দিতে সম্মত সকলে।

শকুনি। ভাব্‌ছিলে না ?—দেখ, দেখ,
বিদ্যুৎ বিকাশ পূর্ব্বে মেঘের গর্জ্জন।

দুর্য্যোধন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, দিতে পার এ সংবাদ—
কোথা সেই পাপিষ্ঠ পাণ্ডব ?

ব্রাহ্মণ। কুম্ভকার গৃহ হ'তে আনিতে তাদের,
দিতে স্থান আপন আলয়ে, দেখিয়াছি
দ্রুপদের বহু চেষ্টা, বহু অনুরোধ,
পুনঃ পুনঃ অনুনয়, সনির্ব্বন্ধ নতি।

দুর্য্যোধন। দ্রুপদ ? দ্রুপদ ?
হস্তিনারাজের আজ্ঞা করি অবহেলা
দিবে স্থান সামান্য দ্রুপদ ?
ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, রাজগৃহে আতিথ্য তোমার।

শকুনি। আঃ! কি কর—কি কর, কৌশল কৌশল।
(ইঙ্গিতে ধমক প্রদান)

দুর্য্যোধন। কর্ণ, কর্ণ! এস পিতৃ পাশে, এখনই—

শকুনি। আঃ!—
(সকলের পথ অতিক্রম)

পটপরিবর্ত্তন। মন্ত্রগৃহ।

ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর।

ধৃতরাষ্ট্র। পিতৃব্য! বলিছেন যাহা—সব সত্য ;

যদ্যপি পাণ্ডবে আমি না দিই আশ্রয়
প্রজাক্ষোভ হবে উপস্থিত, ক্ষুব্ধ প্রজা
রাজার দুর্নাম। কিন্তু আমি দেখিয়াছি
বিচার করিয়া, দুর্য্যোধন সনে
মতানৈক্য পাণ্ডবের, এক রাজ্যে বাস—
উভয়তঃ আদান প্রদান—অসম্ভব।
এখন হইতে যদি পৃথক্ করিয়া
ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে করি স্থাপিত তাদের,
ভবিষ্যের পক্ষে তাহা নিরাপদই বটে।

বিদুর। পেয়েছিলে প্রজামণ্ডলী এমন,—

ভীষ্ম। যে কোন উপায়ই কর, তাদের আহ্বান
উচিত সর্ব্বতোভাবে ;—
অপযশে ভয় যদি রাজাও না করে,
কি আদর্শে গড়িবে জগত ? ধৃতরাষ্ট্র !
শুধু কি তাহাই,—কুলবধূ তার সনে,
প্রপীড়িত—নির্য্যাতিত যদি কভু হয়,
কুলের মর্য্যাদা তাহে শিথিল না হবে ?
জান কি—সে কি করেছে, পাঞ্চালের
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া,
রাজভোগে তৃপ্ত না হইয়া, নব বধূ
সনে—বনে বনে—করিছে ভ্রমণ,
এখনও যদ্যপি তব না হয় সরম—

বিদুর। মন্ত্রগুপ্তি সততই প্রয়োজন মানি ;
কিন্তু যদি যায় তাহা সীমা ছেড়ে,
রাজা নামে কলঙ্ক হবে না ?

ভীষ্ম। বিচার করিয়া দেখ নব্যমন্ত্রী সনে,

ধৃতরাষ্ট্র। একি কথা হে পিতৃব্য ?

এখন' আদেশ শিরে—করিতে বহন,
ধৃতরাষ্ট্র এই দণ্ডে সিংহাসন ছেড়ে,
(ভীষ্মের নিকটস্থ হইলে)

ভীষ্ম। উত্তেজিত হ'য়ো না তা' ব'লে।

ধৃতরাষ্ট্র। না,—না, পিতৃব্য ! আসুক তাহারা,
এই দণ্ডে আমি আনিতে তাদের—

(ব্রাহ্মণসহ দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। না পিতা, আনিতে নয়, বধিতে তাদের
এই দণ্ডে রাজসৈন্য করহ প্রেরণ,
পঞ্চশির—

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষান্ত হও দুর্য্যোধন,
এখনো জীবিত পিতা, পিতামহ তব।

শকুনি। আঃ, আসুক ; (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি)
ঠিক, ভায়া ! ঠিক,—
লোকতঃ ন্যায়তঃ রাজ্য প্রাপ্য তাদেরও।

ভীষ্ম। এস বিদুর।
(ভীষ্ম ও বিদুরের প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন, এখন' বালক তুমি ;
রাজনীতি দুরূহ জটিল,
বিনা লোকপ্রীতি হয় না অর্জ্জন তাহা।
পিতা ব'লে সহি আমি শত অত্যাচার,
এখনো যদ্যপি নাহি হও সাবধান—

শকুনি। বালক, বালক ভায়া ! এখনো অজ্ঞান।

দুর্য্যোধন। তুমি পিতা, দোষ দেখ আমারই কেবল,
জিজ্ঞাসহ ব্রাহ্মণে এখনি,
ভীমার্জ্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যেক কার্য্যেতে,
প্রতিপদে করে অপমান.—

ধৃতরাষ্ট্র। তার জন্ম কি হ'য়েছে,
চিত্রাঙ্গদ রাজধানী রাজপুর হ'তে
এই দেখ আসিয়াছে নিমন্ত্রণ পুনঃ,
রাজভগ্নী স্বয়ম্বরা সেথা।

শকুনি। চতুর্দ্দোলা নিয়ে আমি রহিব এবার।

কর্ণ। এ বিষয়ে আমাকে এ অনুরোধ কেন,
দুর্য্যোধন-রাজ্যভিত্তি করিতে স্থাপন,
ধৃতরাষ্ট্রগৌরব রক্ষিতে
করিয়াছি চিরন্তন পণ, প্রয়োজন
হয় যদি—বিশ্বের বিপদে
বরণ করিয়া নিতে কুন্ঠিত হবে না—
অবজ্ঞেয় সূতপুত্র রাধেয় জীবনে।

ধৃতরাষ্ট্র। শোন কর্ণ, অঙ্গ অধিপতি! হ'তে পারে
দুর্য্যোধন ক্রুর, হ'তে পারে অতি হিংস্র
পাণ্ডব বিদ্বেষী—বাল্যকালে দিয়েছিল
ভাসাইয়ে ভীমে; হ'তে পারে আমি পিতা—
পক্ষপাতী তার; কিন্তু তারও কাছে আছে
গুণের মর্য্যাদা। সেই সে বয়সে—
অর্জ্জুনের সাথে বিক্রম সময়ে,
হেরি তব সমধিক গুণ, সেইজনই
দিয়েছিল অঙ্গরাজ্য পুরস্কার রূপে।
সে অবধি তুমিও তাহার, বায়ু যথা
অনলের সখা, সেই মত আছ সাথে সাথে।
আশা করি—এই দুই বীর,
রবে স্থির—সদা সম্পদে বিপদে।

কর্ণ। এ বন্ধন—যাবৎ নিঃশ্বাস।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। দ্বারকা।

(গীত)

রুক্মিণী। চন্দন ঘন লেপন স্নিগ্ধ চরণ ছায়!
কিরীটিমণ্ডিত কেয়ূরভূষণ
শ্যাম নটবর কায়॥
জীবন জনম ভরি এ যৌবন পদতরী
যা কিছু আমারি
সকলি যে তব দায়॥
কত যে সাধনা ক'রে প্রিয়! পেয়েছি তোমারে
চয়নে বাসনা রাশি সাজাব' যে ফুল হারে
আকুল হিয়ার দান তখনি বাড়িবে মান
যখনি ধরিবে গলে চরণেতে দিবে স্থান
এ দেহ তোমারি দান
অবসান হবে তায়॥

(রুক্মিণী গীতান্তে প্রস্থানোদ্যত হইলে পশ্চাৎ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং তদীয় অঞ্চল আকর্ষণ)

কৃষ্ণ। কি গো, ব্যস্ত থাকি নানা কার্য্যে ব'লে
তা ব'লে কি এত অভিমান?—সে কি!

রুক্মিণী। জানি, জানি, শ্রীরাধাই সব।

কৃষ্ণ। অনিমা, লঘিমা আদি অষ্ট সিদ্ধি যারে
রেখেছে করিয়া সিদ্ধ—শ্রেষ্ঠ এতকাল,
তার তরে এখন এ অভিমান কেন?
আর আমি—সত্যই তো যাই নাই সেথা,
গিয়াছিনু দ্রৌপদীসভায়—স্বয়ম্বর
করিতে দর্শন, দেখিলাম প্রিয় শিষ্য
ভীমার্জ্জুন—সহ ভ্রাতৃগণ, দুঃখ ভোগ

করে নিরন্তর—মাতৃপদ সার জেনে
কর্ম্মফল সমর্পিয়া আমারি নির্ভরে।
তাই তার যথাযোগ্য প্রতিবিধিৎসায়
ধৃতরাষ্ট্র অভিপ্রায় জেনে, পূর্ব্ব হতে
গড়িয়া খাণ্ডবপ্রস্থ নগর সুন্দর.
দেখিলে অমরাবতী হয় যারে ভ্রম—
এমন সুদৃশ্য করি সাজায়েছি তারে।

রুক্মিণী। কার্য্য নিয়েই থাক তুমি, আর আমি
কি নিয়ে সাজাই—ভাব' না বারেক।

কৃষ্ণ। তাই অভিমান,—
সাজাইয়া গৃহখানি পাও না দর্শক ?

রুক্মিণী। যাও।

কৃষ্ণ। দোষ নাই তা ব'লে আমার। (প্রস্থানোদ্যত)

রুক্মিণী। (প্রত্যাকর্ষণ করিয়া) যাবে যদি,
কেন তবে এনেছিলে করিয়া হরণ ?

কৃষ্ণ। পরাজয়ই অদৃষ্ট লিখন ;
বিলম্ব কারণ আরও শোন প্রিয়তমে !
শিশুপাল জননী আসিয়া, পথিমধ্যে
কহিল কাতরে—পুত্রে মোর বধিবে না
কহ কৃষ্ণ ! করে যদি কভু অপরাধ ?
করিনু স্বীকার—দুর্দ্ধর্ষ দুরন্ত জেনেও
শত অপরাধ তার মার্জ্জনা করিব।

রুক্মিণী। শত অন্তে বধিবে তাহারে।

কৃষ্ণ। রুক্মিণী !

রুক্মিণী। জানি, জানি, তা না হ'লে নির্ম্মম এমন ?

কৃষ্ণ। ক্রোড়ে ল'য়ে যখন আসনে, অঙ্গে অঙ্গ

সংমর্দ্দনে—করি পূর্ব্ব স্মৃতির উদ্রেক,
তখন তো এ কথা বলিতে—রসনারে
শিখাইতে হওনা উদ্যত ?—সুচতুর
আমি বুঝি শুধু ?　(রুক্মিণীর ভিন্নমুখাবস্থিতি)
যদি কিছু শোভনীয় থাকে এ জগতে,
অকৃত্রিম এই নারী-অভিমান ; প্রিয়তমে !
(গললগ্নকরে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া)
এরি মধ্যে স্বীয় সত্তা হারায়ে ফেলেছে ;
এই নারী, এই তার স্বাতন্ত্র্য জীবন !
পরাজিত এইখানে নিখিল জগত ;
এ স্বভাব, এ সম্পদ—দুর্ল্লভ, নিজস্ব ।

(সঙ্গীত সহ শ্রীদাম ও সুদামের প্রবেশ)

(গীত)

উভয়ে । নমামি চরণং নমামি রচনং
নমামি জগতো জীবনগঠনং
নমামি নটগুরুবন্দিতগুরবং
গৌরবমণ্ডিত সৌরভসারম্ ॥
মন্থনদণ্ডবিঘট্টনোত্থিত-
মমৃতকারণবিবদমানং
মোহিনীবেশবিভ্রমলোকন
সঞ্চিতসুরগণমুদ্ধৃতভারম্ ॥
সুচতুর সুগভীর সুমধুরভাবং
দবদাবপ্রশমনসুজনানুরাগং
গোপিজনবল্লভমঙ্গলভসুখদং
সুশোভিতশুভদং যশোরূপহারম্ ॥
জয়জীবজীবনমশরণশরণং
স্মরহৃতলয়কৃতলয়মুপকরণং
নমামি ত্বাং হি হিতধৃতবেশং
দশবিধভবভয়মোচনদ্বারম্ ॥

কৃষ্ণ। (অবতরণ করিয়া) শ্রীদাম, সুদাম ভাই !
গোকুল ত্যজিয়া সত্য আসিয়াছি হেথা ;
কিন্তু সদা সান্নিধ্য স্মরণে,—সেই
সুধামাখা বাল্যস্মৃতি—গোষ্ঠে গোচারণ,
সেই সে নির্জ্জনে বসি বংশীর আলাপ,
সেই সে জননীপাশে সমবেত হ'য়ে
সঞ্চিত ননীর ভাণ্ড নিঃশেষে ভোজন,
আগমন সাথে সাথে সেই সব লীলা
হ'তেছে অন্তর মধ্যে পুনরভিনয় ;
মনে হয়—বাল্য পুনঃ ফিরিয়া আসিল।

শ্রীদাম। কবেই বা ব্যতিক্রম তার ?

সুদাম। ঘূণাক্ষরেও বুঝিতাম যদি,
আসিতে সঙ্কোচ হ'ত অন্ততঃ নিশ্চয়।

কৃষ্ণ। তার জন্য যদি কিছু থাকে পুরস্কার,
এই যুগ্ম বাল্য সহচরই—পূর্ণ অধিকারী।
রুক্মিণী ! বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে
কি দেখিছ ? এ সারল্য তুলনাবিহীন,
প্রতিদান হয় না ইহার।

শ্রীদাম। কিন্তু জনশ্রুতি—লোক মুখে
লভিয়া বিকৃতি, আমাদেরও প্রতি
নানারূপ জল্পনা কল্পনা,
আয়ানের পত্নী শ্রীমতী রাধিকা ল'য়ে—

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) আয়ান কি পরিণেতা তার,
আয়ান যে নপুংসক, রক্ষক তাহার।

শ্রীদাম। (কপোলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি সন্নিবেশে)
এ তত্ত্ব কে হবে অবগত !

সুদাম। (তথাবৎ) বাহ্য দেখে বিচারের ফল

এই মতই হয় ; তা না হ'লে
ত্রিজগতে সারথ্য তোমার।

কৃষ্ণ। এস ভাই শ্রীদাম, সুদাম!
বন্ধু প্রীতি হতে বড় অতিথি সৎকার,
যখন পেয়েছি গৃহে দুর্লভ এ ধন।

শ্রীদাম। লোকাতীত যিনি,
লোকাচারে তিনিও তৎপর ;—
আশ্রয়, আশ্রিতে নাহি বিরুদ্ধতা জ্ঞান।

(সকলের অভ্যন্তরে প্রবেশ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।　　　　বারান্দা।

কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। পেয়েছি খাণ্ডবপ্রস্থ নব রাজধানী,
সকলি সে কৃষ্ণের মহিমা, মহাপ্রাণ
কুরুসূর্য্য ভীষ্ম-অনুগ্রহ ; লোকনিন্দা
পরিহার তরে—আন্তরিক চেষ্টা তাঁর,
আর আমি লোকনিন্দা না করি গণনা,
মুহূর্ত্তের প্রমাদে গর্হিত—করিলাম
অকার্য্য এমন,পাঞ্চালীর পঞ্চস্বামী
কুরুলক্ষ্মাগৌরবের যাহা হানিকর।
কৃতাপুত্র অর্জ্জুন আমার
প্রণতি করিয়া পদে কহিল যখন—
এনেছি মা! অপূর্ব্ব সম্পদ,
আনন্দের আতিশয্যে আমিও তখন
বলিলাম—পঞ্চজনে ভোগ কর তাহা।
না দেখিয়া—মাতৃমুখবিনিঃসৃতবাণী
মাতৃভক্ত সন্তান সকল
অন্যায় আদেশও নিল মাথায় করিয়া।

যজ্ঞসেন আপত্তি করিল, প্রতিবাদ
স্বরূপ অর্জ্জুন—জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে দার
করিতে গ্রহণ, অস্বীকৃত হ'ল ;
পূজনীয় ব্যাসদেব শ্বশুর আমার,
বিধি সম বিধির আধার,
পৌরহিত্যে সাধিল তা' প্রবোধি' সকলে।
শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হ'ল নিরাপদে,
কিন্তু কলঙ্ক কি কখনো ঘুচিবে ?
পাছে একপত্নী ল'য়ে
ভায়ে ভায়ে ঘটে মনোমালিন্য, বিবাদ,
নারদ আসিয়া দিল বাঁধিয়া নিয়ম
পর্য্যায় ক্রমেতে ভোগ্যা বৎসর অন্তরে।
এরি মধ্যে ঘটে যদি ভ্রাতৃ-দরশন,
প্রবিষ্ট যে জন—
নির্ব্বাসন দণ্ড তার দ্বাদশ বৎসর !
এ আতঙ্ক থেকে থেকে বেজে ওঠে বুকে,
আমারি নিক্ষিপ্ত বজ্রে আমিই মজিব।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। আসিয়াছে উপদ্রুত ব্রাহ্মণ সমীপে,
বিদূরিতে বিঘ্ন তাঁর সাহায্য কারণে।

কুন্তী। বিপন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারে,
জিজ্ঞাসার তরে—বিলম্ব করিছ পুত্র ?
যাও, যাও, শীঘ্র যাও,
ক্ষত্রধর্ম্ম করহ পালন,
ক্ষত্রবংশ রাজবংশ খ্যাত চিরদিন।

অর্জ্জুন। যথাদেশ মাতঃ। (প্রস্থান)

কুন্তী। কি করিলাম, কি করিলাম,
এইমাত্র যেই তত্ত্ব নির্দ্ধারণে—ওহো !

আমি মাতা, কে বলিবে আমি মাতা!
কেমনে বা রোধ করি, কেমনে বা
প্রত্যাহার করি—বচন আমার?
যুধিষ্ঠির সনে বধূ রয়েছে সেথানে;
দ্বাদশ বৎসর,
দ্বাদশ বৎসর পুত্রে দিনু বিসর্জ্জন!
অর্জ্জুন সদৃশ পুত্র! নিমেষে না হেরি
যারে বসুন্ধরা অন্ধকার,—সেই পুত্র!
পুত্রেরই জননী বুঝি অভিশাপ মোর;
এখনো যে ভুলিতে পারিনি—

(সশস্ত্র অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। নহে ভাই। নির্ব্বাসন তব; আমি জ্যেষ্ঠ,
অপরাদ্ধ, নির্ব্বাসিত বিধিমতে আমি। (**পথরোধ**)

অর্জ্জুন। নির্দ্দেশ সময়ে ছিল না তো হেন বিধি,
জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ব'লে নির্দ্ধারিত কিছু।

যুধিষ্ঠির। বেশ, মাতৃপদে দাও ভার,
করিবেন তিনি যা বিচার—

অর্জ্জুন। যে বিচার সাব্যস্ত, অতীত,—

কুন্তী। সত্যকথা,—পশিবে যে, সেই দণ্ডগ্রাহী।

যুধিষ্ঠির। মা! মা!

অর্জ্জুন। মা! মা! (পদধূলি গ্রহণান্তে) **ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!**
(বেগে **প্রস্থান**)

যুধিষ্ঠির। মা! সুখ কি নিরবচ্ছিন্ন এ অদৃষ্টে নাই?
সহজবান্ধব—সহোদরে দিয়া বিসর্জ্জন,
সিংহাসন আরোহণ, অনন্ত ঐশ্বর্য্যলাভ
নিতে হবে সম্মান জ্ঞানেতে?—ধিক্!

কুন্তী। পুত্র! বৎস! আমি কালভুজঙ্গিনী! [**প্রস্থান**]

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। মাতা কেন ধূল্যবলুণ্ঠিত? তুমিই বা
ছুটে কেন—সাথে ল'য়ে উৎকণ্ঠার রাশি,
ধনুর্দ্ধারী অসিভৃত তৃতীয় পাণ্ডবে
বাধা দিতে দিতে পথে আসিলে **সহসা**?

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!
রাজছত্র নাহি করে আতপনিবৃত্তি,
সাধ্বী সতী বনিতারও প্রীতি—নাহি হয়
ধৈর্য্যক্ষম, সহোদর বিচ্ছেদ সহিতে।

দ্রৌপদী। কেন, কেন তাঁর বিচ্ছেদ সহিবে?

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! সতীত্ব কি ক্রীড়ার সামগ্রী?
পঞ্চরূপে একত্বাববোধ,
স্বধর্ম্ম অক্ষত রেখে স্বামীত্ব আরোপ,
এই মনস্তত্ত্বে জাতির গঠন,
তায় তোমা সম পাত্রী; কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

(কুন্তীর পুনঃ প্রবেশ)

কুন্তী। কৃষ্ণ—কালী. কালী—কৃষ্ণ;
না—না যুধিষ্ঠির! বধ কর্—বধ
কর্ তুই, আমি যদি বেঁচে থাকি আরও,
আরও কি দেখিতে হবে!

যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদী, দ্রৌপদী! উন্মাদিনী মাতা,
করহ সান্ত্বনা দান। (প্রস্থান)

কুন্তী। আমি **যাব**, আমি তাঁরে ফিরায়ে আনিব;
দ্বাদশ বৎসর, ওহো! **দ্বাদশ** বৎসর!

দ্রৌপদী। সত্যবাক্ রাজা যুধিষ্ঠির,
সত্যবাচা কুন্তীদেবী পাণ্ডবজননী ;
বুঝিয়াছি কালের প্রকোপ,
আমারে করিতে হবে ভোগ।

কুন্তী। সতীলক্ষ্মী যাজ্ঞসেনী সম্পদসঙ্গিনী !
নহি উন্মাদিনী, অভাগিনী আমি।
পূর্ব্বকালে সুন্দ উপসুন্দ নামে—ছিল
দুই বীর—অনুপম সহোদরপ্রীতি,
প্রজাপতি তিলোত্তমা সুন্দরী সৃজিয়া
ধরিলেন সম্মুখে তাদের,
সপ্রমাণ হ'ল—নারী বিচ্ছেদের মূল।
সে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্মরণে
পূর্ব্ব হ'তে হ'য়ে সাবধান,
ব্যথা দিয়ে নববধূ প্রাণে,
তথাপিও ভবিতব্যে বাধা না পড়িল ;
বুঝিলাম—দৈব বুঝি প্রতিরুদ্ধ নয়।
(চিবুক ধরিয়া চুম্বন)

দ্রৌপদী। (গলবস্ত্রে প্রণাম করিতে করিতে)
জননী ! বধূ দাসী, যন্ত্রনিয়ন্ত্রিতা,
যেমন শেখাবে—শিখিবে সে সেইমত।

কুন্তী। পেয়েছি এমন রত্ন,
তাই না অপ্রতিহত—প্রকৃতিস্থ-মতি।
সতী মধ্যে হও গণ্যা করি আশীর্ব্বাদ,
কামনাবিহীন যাহা তাহাই সতীত্ব।

দ্রৌপদী। পারিব কি সে নারীত্ব গড়িয়া তুলিতে,
শুধু ধৈর্য্য, শুধু স্নেহ যেথা কাঞ্চনে সোহাগা ?

কুন্তী। তুমি পারিবে না ? যার শীর্ষস্থিত মণি
সিঁথির ঔজ্জ্বল্যে ম্লান, যার নয়নের

জ্যোতিঃ—চতুর্দ্দিকে করে মণ্ডল নির্ম্মাণ,
সেই লক্ষ্মী যজ্ঞলব্ধা বিধাতার দান
পঞ্চ পাণ্ডবের প্রাণে অমৃত সেচনে
করেছে অমৃতময় রাজ্যের বিস্তার,
তার সঙ্গে তুলনা কি হয় কাঞ্চনের—
মূল্য সনে বিনিময় যার ? লক্ষ্মী তুমি,
পাণ্ডবগৃহিণী, খাণ্ডবপ্রস্থের রাণী,
পৃথিবীর পূজনীয়া ধর্ম্মার্থসঙ্গিনী !
তোমারে কি দিব আর উপদেশ বাণী,
বিপন্না হইলে কভু ডাকিও শ্রীকৃষ্ণে
পারাবার-তরণীর তিনিই কাণ্ডারী।
যেথা ধর্ম্ম—সেথা জয়, যেথা জয়—ধর্ম্ম
সেথা বাঁধা, সাময়িক উত্থান পতনে
প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাহি হয়।

দ্রৌপদী। এইজন্য শ্বশ্রূও কাম্যা কুমারীজীবনে।

কুন্তী। গঠনের কালই যে মা ! কুমারীজীবন,
পরীক্ষা তো যৌবনসময়ে ; শৈশবের
শিক্ষা সমুদয় ফুটে ওঠে কাল ক্রমে।

দ্রৌপদী। সত্যকথা, বয়স্থা বধূর হয়—প্রতিপদে
লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ, মালিন্য ; অসমর্থে
শেখে সে করিতে ভাণ প্রকৃত ত্যজিয়া
রঙ্গমঞ্চে সম অভিনয়। পিতা, মাতা
স্বেচ্ছায় যদ্যপি লন এই ভার শিরে,
পুরস্কার তিরস্কার ভূষণ স্বরূপ,
পরিণতি—ভবিষ্যের সুখ্যাতি, গঞ্জনা।

কুন্তী। স্নেহৈকনিলয়া ! এর মধ্যে এত জ্ঞান ?
কেন যে বার্দ্ধক্যে গৃহ করে আকিঞ্চন,
এই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; এস গৃহে। (**প্রস্থানোদ্যম**)

দ্রৌপদী। পূজ্য সনে যত বেশী অবস্থান,
তত হয় জ্ঞান—শিক্ষার বিস্তার।

(কুন্তীর প্রস্থান ও দ্রৌপদীর অনুগমন)

তৃতীয় দৃশ্য।　　　　যমুনাতীর।

অর্জ্জুন। বিনাশি' সে ব্রাহ্মণের বিঘ্ন সমুদয়
লভি তাঁর বিজয় আশীষ,
তীর্থ পর্য্যটন আশে ভ্রমি নানাদেশে,
নানা মুনি দেবতার প্রসন্নতা সাধি'
নানা বিদ্যা অস্ত্রাগম করি আহরণ,
পঞ্চাপ্সরে গ্রাহরূপী অপ্সরাগণেরে
শাপ বিমোচনে করি মুক্তিদান, পশি
রসাতলে—উলুপীর সাথে পরিণয়ে
লভি বীরাঙ্গনা-পরিচয়; তারপরে
মণিপুরে চিত্রাঙ্গদা সনে—দীর্ঘকাল
করিয়া বিহার, লভিয়াছি পুত্ররত্ন
বভ্রুবাহনেরে; আনন্দের প্রস্রবণ
সে অনিন্দ্য নন্দন ত্যজিয়া, আসিয়াছি
প্রভাসে পুষ্কর তীর্থে, রামকৃষ্ণ সনে
হ'য়েছে মিলন; সঙ্কল্পও তীর্ণপ্রায়,
পূর্ণ হ'তে দেরী নাই দ্বাদশ বৎসর।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এত কাছে, এত নিত্য আনুগত্য,
তবু এত পর পর কেন বল দেখি?

অর্জ্জুন। কেন কৃষ্ণ! কি দেখিলে সহসা এমন?

কৃষ্ণ। যতই গোপন কর,
রৈবতক-উৎসব দিবসে
দেখিয়াছি ভদ্রা-প্রতি অনুরাগী তুমি।
শোন, দিই এক সুযুক্তি তোমারে,
স্বয়ম্বরে—কি জানি কি কার গলে দেয়
মালা, কায নাই ও সব ঝঞ্ঝাটে;
তার চেয়ে—ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে
তুমি কেন হরণই কর না, হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! তুমি সব পার।

কৃষ্ণ। জানি—যদিও অগ্রজ অগ্নিশর্ম্মা হবে,
তা' বোঝাতে—নীতি-বহির্ভূতও তো নয়?

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। আঃ, আবার কিন্তু কেন?

অর্জ্জুন। বলাৎকারে প্রেমের প্রতিষ্ঠা?

কৃষ্ণ। আহা, পরস্পরে অনুরাগী না হ'লে কি—

অর্জ্জুন। ভদ্রা অনুরাগী? ভদ্রা অনুরাগী?
এখনও বালিকা সে—কিছুই জানে না।

কৃষ্ণ। একি আর হাতে গড়া ফল, এ যে—
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ হে, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! আমি বহু বিবাহিত।

কৃষ্ণ। পুরুষের একাধিক বিবাহ গৌরব,
যদি নাহি থাকে সেথা সপত্নীবিদ্বেষ।

অর্জ্জুন। পুরুষের হাতে শাস্ত্র,
ইচ্ছামত করে সে রচনা!

কৃষ্ণ। শাস্ত্র বেদ, লঙ্ঘনীয় নহে সে আদেশ,
পুরুষের মুখ দিয়া বিধিরই নির্দ্দেশ

বিধিমত বিধি করিতে প্রতিষ্ঠা,—
যুগনিয়ন্তার মেরুদণ্ড হ'য়ে
কালের বক্ষেতে লক্ষ্য অঙ্কিত রেখেছে।

অর্জ্জুন। তথাপি—

কৃষ্ণ। পারি না তোমারে নিয়ে আর ; ছি, এখনও
এই বেশ, ফিরিতে কি হবে না স্বদেশ ?
করেছ যখন তুমি দ্বারকা প্রবেশ,
তখন কি ভোগ্য ভোজ্যে সন্তুষ্ট না ক'রে
ছেড়ে দিই সহজেই ? ওদিকে যে—
যজ্ঞপ্রিয় শ্বেতকী নামেতে রাজা,
মহেশ্বর-আরাধনা তরে
নিরন্তর যজ্ঞ ক'রে ধূম-উৎপীড়নে
স্থানীয় ব্রাহ্মণগণেও ঘটায়েছে ত্রাস,
দলে দলে দেশত্যাগী সবে, হোমানলে
আর কেহ নাহি চায় ঘৃতাহুতি দিতে।
নিরুপায় সে রাজা তখন,
রুদ্রেরই অপর মূর্ত্তি
দুর্ব্বাসারে করিয়া স্মরণ,
দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী অহোরহ ধূম উদ্গীরণে
সেই ব্রত সমভাবে বাহাল রেখেছে।
সর্ব্বভুক্ ত্রাহি ত্রাহি রবে—
জ্বালায় পীড়নে ব্রহ্মার শরণে গিয়া
আশ্রয় যাচিল, ব্রহ্মা দিল উপদেশ—
খাণ্ডব দহন কর, কিন্তু যখনই সে
হয় সমুদ্যত, দেবরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে
নির্ব্বাপিত করে তাহা অজস্র বর্ষণে।
ক্ষুব্ধ জ্বালা বেড়ে যায় দ্বিগুণ তখন,
যারে পায় তারে বলে নিবৃত্তি কারণ ;

এ সময়ে চাহ যদি দেবজয়ী নাম—
সুবর্ণ সুযোগ, লভ্য দৈব-অস্ত্রাদিও।

অর্জ্জুন। শুনেছি সে গভীর অরণ্য,—

কৃষ্ণ। রাজ্য বৃদ্ধিও কর্ত্তব্য রাজার ; বেশইতো—
এক ঢিলে দুই পাখী,
এক কার্য্যে বহু ফল! ওই দেখ,
ব্রাহ্মণের বেশে আসে বৈশ্বানর।

(অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। কৃষ্ণ রূপে তুমি কালী,
নর রূপে তুমি নারায়ন,
করি বহু অন্বেষণ
ধরিয়াছি একত্র উভয়ে।

কৃষ্ণ। ধরিলে কি হবে, দেবগণ সাথে
কে করিবে বিরোধ তা' ব'লে?

অগ্নি। ব্যর্থ আশে ফিরে যাব?
জ্বলিব কি সারাটা জীবন?
খাণ্ডবদহনে তৃপ্তি কিছুতে পাব না?

কৃষ্ণ। এ যে তব মহান্ আব্‌দার,
কোথা পাব শস্ত্রাদি তেমন?

অগ্নি। আমি দিব যোগ্য সকল উপকরণ।

কৃষ্ণ। দেবে?

অগ্নি। দোব ; বরুণের পাশ হ'তে
চক্র সুদর্শন, কৌমোদকী গদা,
পাশাস্ত্র, গাণ্ডীব, অক্ষয়তুণীরদ্বয়
সকলই দোব যথামত।

কৃষ্ণ। সখা! পিতৃসনে হইবে বিবাদ।

অর্জ্জুন। আশ্রিতরক্ষার তরে
পিতৃসনে বাঁধে যদি রণ,
ধনঞ্জয় না হবে কাতর,
না হবে নিরস্ত কভু শর বরিষণে।

কৃষ্ণ। কার্যকালে থাকিবে এ দৃঢ়তা অক্ষত ?

অর্জ্জুন। "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"।

কৃষ্ণ। স্থির ?

অর্জ্জুন। ধ্রুব, সত্য হৃষীকেশ! ক্ষত্রবংশে
জন্ম মোর, ক্ষত্রধর্ম্ম পালনীয়,
ক্ষত্রনীতি অনুসৃত পথ।

কৃষ্ণ। এই তো আমার যোগ্য সুহৃদের কথা ;
সখা! সখা!

অগ্নি। হইগে' প্রস্তুত ?

কৃষ্ণ। হওগে' প্রস্তুত বৈশ্বানর।
(একদিকে অগ্নি ও অপরদিকে উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।　　　　মন্ত্রণাকক্ষ।

দুর্য্যোধন ও শকুনি।

দুর্য্যোধন। মাতুল! তুমি তো সে দিন বলিলে অবাধে
রাজ্যভাগ দিতে তাহাদের, ছুঁচ হ'য়ে
ঢুকে—ফাল হ'য়ে বেরোয় যে দেখি!
হস্তিনা যে এত বড় রাজধানী,
খাণ্ডবপ্রস্থের কাছে তুচ্ছ—অতিতুচ্ছ
আজ। শুনিতেছি আরও নাকি
বিভূতিকারণ—খাণ্ডবদহনে তারা
উদ্যোগী হয়েছে, অসম্ভব হেন কার্য্য

সাধনে যদ্যপি কৃতকার্য্য হয়, মাতুল !
রাজ্য যাবে—মান যাবে—সব যাবে দেখি ।

শকুনি । ভয় কি, ভয় কি ! ধার্ম্মিক বলিয়া তারা
খ্যাত চরাচরে, ক্ষত্র ব'লে গর্ব্ব করে—
অহমিকা ধরে, দ্যূতে রণে পরাঙ্মুখ
পৃষ্ঠ প্রদর্শন, জানে তারা বিলক্ষণ
রাজধর্ম্ম—ক্ষত্রনীতি নয় ; সাধ্যমত
করিবে পালন, করিবে যতন জানি
পণরক্ষা তরে । কর তুমি
আহ্বান সমরে, কহিতেছি দৃঢ়স্বরে—
পরাজিত করিব নিশ্চয় ; রাজ্যক্ষয়ে—
বল্কলধারণে যেতে হবে বনবাসে,
অবশেষে দ্রৌপদীরে পণ্যরূপে রাখি
মাথাইব চূণ কালি ভর্ত্তা নামে জেনো ।

দুর্য্যোধন । তুমি তো বলিলে মনগড়া রচাকথা,
স্বপ্নে যথা দেখে লোক দ্যূলোক ভূলোক ।
এ দিকে যে রাজসূয় জল্পনা, কল্পনা,
আড়ম্বর, আয়োজন চলিতেছে অহোরহ
পৃথিবীপতির আখ্যা করিতে অর্জ্জন ।

শকুনি । দুর্য্যোধন ! মনে কর মুখ সার
শুধু মাতুলের ? কিন্তু আমি পূর্ব্ব হ'তে
বলিয়া দিতেছি—করুণায় আর্দ্র হ'য়ে,
কিম্বা যদি হৃদয়দৌর্ব্বল্যে,
প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণে কর দ্বিধা বোধ,
মাতুলের সাহচর্য্য কর পরিহার ।

দুর্য্যোধন । মাতুল ! মাতুল ! ক'রো না এমন কায,
ঋণ ও শত্রুর শেষ রাখিতে যে নাই
সত্য এ প্রবাদ, বড় ভুল করিয়াছি ।

শকুনি। প্রায়শ্চিত্তবিধিমতে—সুদে ও আসলে
এবার করিব তার মূল উৎপাটন ;
চাহ যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, দধীচির
অস্থি ল'য়ে—হইয়াছে যে পাশা নির্ম্মাণ,
উচ্চারণমাত্র সে প্রার্থনা—ফলপ্রসূ,
অভীষ্ট প্রদানে করে উল্লাস অপার।

দুর্য্যোধন। না, না, না মাতুল! থাক্,
অযথা ক'রো না হেন ফল অপচয়।

শকুনি। তবে নাকি বুদ্ধি নাই ?
মৌচাক ঘাঁটাই যদি অসময়ে,
হ'তে হবে দংশনের জ্বালায় অস্থির।
দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন! বাঁচায়ে দিয়েছ,
উত্তেজনাবশে—সত্যসত্যই
করিতাম যদি অপচয়,
রুষ্ট পাশা সর্ব্বনাশে হইত উদ্যত।

(কর্ণের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। এই যে অঙ্গদ! জরাসন্ধ, শিশুপাল
সকলের অভিপ্রায়,—

কর্ণ। এক।

দুর্য্যোধন। কৃতজ্ঞতা কেমনে জানাই,
ভাই সদা থাকে ভাই! (করবেষ্টন)

কর্ণ। রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তাব—
ভালই হ'য়েছে, সমগ্র রাজন্যবর্গ
যদি নত শিরে—করপ্রদ ব'লে
করেন স্বীকার, একচ্ছত্র অধিকার
হইবে স্থাপিত, অস্বীকৃত
নৃপতি মণ্ডলী—বিরুদ্ধে তুলিবে খড়্গ,

শত্রুশক্তি হ্রাস হবে, বৃদ্ধি পাবে
ঐশ্বর্য্য আপন।

দুর্য্যোধন। এই জন্য মন্ত্রণায় অন্যের সাপেক্ষ;
একাধিক মস্তিষ্ক যেখানে
একই উদ্দেশ্য ল'য়ে অবতীর্ণ ভূমে,
তখন সিদ্ধির স্তর নিকটেই আসে,
সহজও হয়, প্রাপ্য সম্মুখে বিরাজে।
(বিদুর প্রবিষ্ট হইবামাত্র কর্ণ ও দুর্য্যোধন
বিশ্লিষ্ট হইল, শকুনি একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল)

বিদুর। দুর্য্যোধন!
অতি বাড় বেড়ো না হে ঝড়ে পড়ে যাবে!
এরি মধ্যে ভুলে গেলে জতুগৃহদাহ?

দুর্য্যোধন। নিভৃতে মন্ত্রণাকক্ষে—

বিদুর। উত্তম; কিন্তু ভাল করিলে না। (প্রতিনিবৃত্ত)

দুর্য্যোধন। মাতুল! ভাল মন্দ আসে উপদেশ দিতে।

শকুনি। ঠিকই তো, রাজা যদি না হবে এমন!

দুর্য্যোধন। পোষ্যে দিলে প্রশ্রয় নিয়ত,
এইমত দুর্ব্বিসহ হয়।

কর্ণ। কর ক্ষোভ পরিহার,
ধৈর্য্য সম্পদের সার।

দুর্য্যোধন। তা ব'লে কি সর্ব্বংসহ সবাই জগতে?
জানে না সে দাসীপুত্র, ভীষ্ম-অনুগ্রহে
উদ্বাহ তাহার, আসে সে দংশিতে শিরে
রাজস্কন্ধপ্রধানে?

শকুনি। ধন্বন্তরি হতেছে উত্থিত, থাম—থাম।

দুর্য্যোধন। তুমি বলতো হে মাতুল!
অন্যায়—অনধিকারে—

(ভীষ্মের প্রবেশ ও শকুনির উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন)

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। পিতামহ!

ভীষ্ম। সাম, দান ভেদ, দণ্ড
রাজ্যরক্ষা মূল বটে;
কিন্তু অযথা তা করিলে প্রয়োগ,
ফল তার বিপরীত ঘটে।
মেঘে মেঘে হ'লে সঙ্ঘর্ষ
বারিপাত হয় সত্য,
কিন্তু বায়ুবেগ হইলে প্রবল,
দেখা দেয় বজ্ররূপে তাহা।

দুর্য্যোধন। পিতামহ!

ভীষ্ম। প্রতিবাদ করিতে যেয়ো না, উপদেশ
দিতেও আসিনি; শুদ্ধ মাত্র কর্ত্তব্যানুরোধে
"পঞ্চাশো হর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এই নীতি
উপেক্ষা করিয়া, অতি বৃদ্ধ এ বয়সেও
এখনো রয়েছি রাজ্যে প্রস্তর সদৃশ।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! কেন হেন আক্ষেপ বচন,
করি নাই উপেক্ষা তোমায়; কিম্বা কভু
বিদ্বিষ্ট ভাবিয়া—বিপরীত ভাব হৃদে
করিনি পোষণ। রাজ্যের বিপদ হ'লে
এখনি যাহার—যেতে হবে ছুটিয়া সকাশে,
নিতে হবে পরামর্শ সৎ,—

ভীষ্ম। বুঝিয়াছি—করিয়াছ বিজ্ঞতা অর্জ্জন।

(সঙ্গীতের ঝঙ্কার)

নেপথ্যে। কে তুমি লুকিয়ে আছ কাহার অন্তরালে !
স্পর্শে কাহার ঘট্‌বে চেতন
মুক্ত বেণী, মুক্ত বাঁধন,
উঠ্‌বে ফুটে বিমল জ্যোতিঃ
নিবিড় কুহক জালে !!
(বিলীন হইয়া গেল)

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন ! বুঝিলে কি কিসের ইঙ্গিত ?
(দুর্য্যোধন শিহরিল)
যাকে পায় যেথানে যেমন,
যে ভাবে যে বোঝে—
তার কাছে ঠিক সেইমত,
কোথাও মুদ্‌গর—কোথা বা অমৃত ;
যুগের দর্পণ—সার সঙ্কলন।

দুর্য্যোধন। পিতামহ ! পিতামহ !

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন। চাহ যদি মঙ্গল আপন,
এখনও হও সাবধান। (প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। জীবন্তে নরক, জীবন্তে নরক ! কর্ণ, কর্ণ !

কর্ণ। ভাই, ভাই, উত্তেজনা বিপদের মূল,
বিশ্রামান্তে স্বীয় ভুল বুঝিতে পারিবে।
(দুর্য্যোধনকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। খাণ্ডববন।

অগ্নি। করিয়াছি হস্তক্ষেপ ঘোর দুঃসাহসে,
কি জানি কি ঘটে বিপর্য্যয় !
জয় পরাজয়ে নাহি করি ভয়,
ভয় এই—যদ্যপি না হয় সিদ্ধি।

এ বুভুক্ষা জাগায়েছে শ্বেতকী আমায়,
করেছে পীড়িত—"বিষস্য বিষমৌষধং"
খাণ্ডবদহন বিনা নাহি প্রশমন।
পুরঞ্জয়! সাধ্যমত চেষ্টা কর তুমি,
ধনঞ্জয় সহায় আমার;
তোমার সাহায্যে শত দেবতা মণ্ডলী,
পার্থের সাহায্যে একা কৃষ্ণ মহারথি।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কই চক্র, কোথা কৌমোদকী?

অগ্নি। অর্জ্জুন কোথায়?

কৃষ্ণ। দ্বার রক্ষা করে।

অগ্নি। নিরস্ত্র হইয়া? দাও শীঘ্র পাঠাইয়া।
(ত্বরিতপদে প্রস্থান ও পুনরাগমন)
এই লও সুদর্শন, কৌমোদকী গদা।

কৃষ্ণ। বারিপাতে কোনরূপ ক্ষতি নাহি হয়?

অগ্নি। হইতেছে ক্ষুধার নিবৃত্তি,—কি তৃপ্তি!

কৃষ্ণ। নিবিড় জলদ জালে ছেয়েছে আকাশ,
নিঃশেষে দহন কর, চক্রে করি রোধ।
(কৃষ্ণের প্রস্থান)

অগ্নি। আঃ, কি তৃপ্তি! অসীম অনন্ত তৃপ্তি!
বহুকাল সঞ্চিত ব্যথায়
আজি পূর্ণাহুতি। দুর্ব্বাসা! দুর্ব্বাসা!
নিরন্তর উত্তাপ সংযোগে
আমারে করেছ ক্ষুণ্ণ, নিজেও হ'য়েছ
ক্রোধী, ফলভাক্ স্ব স্ব কর্ম্মে সবে।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। চলিয়াছে বহুচেষ্টা, প্রতিরোধে
বদ্ধ পরিকর, অনিবার্য্য যুদ্ধ বৈশ্বানর!

অগ্নি। আমিও তো উপযোগী অস্ত্র সমুদয়
রাখিয়াছি আহৃত করিয়া। বীরবর!
আরোহণ করি এই কপিধ্বজ রথে
অক্ষয়তূণীরদ্বয় পৃষ্ঠেতে বাঁধিয়া
গাণ্ডীব লইয়া করে হও অগ্রসর,
পাশাস্ত্রনিকর কর প্রতিক্ষেপ। (তথাকরণ)

অর্জ্জুন। তুমি কিন্তু ক্ষান্ত নাহি হও,—
অবহেলে কর উদর পূরণ, অবশিষ্ট
কিছু নাহি রেখো। (সরথ প্রস্থান)

অগ্নি। যে দৃঢ়তা দেখেছি সেদিন,
আশঙ্কা দূরের কথা, বুঝিয়াছি—
বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি নাহি হবে মোর।
পরম উল্লাসে আজ ভোজনে নিরত,
নিবৃত্ত কি সহজে হইব? আঃ, কি তৃপ্তি!
কা'রা যায় বহির্ভূত হ'য়ে? মনে কর—
অত্যধিক ভোজনেতে চৈতন্য বিলুপ্ত?
কি বলিছ?—তুমি নাগশিশু? অব্যাহতি
চাও? যাও। অপর সকল? মন্দপাল
ঋষিহস্তে—অপুত্রতা নিবন্ধন
পুত্ররূপে পালিত চারিটী পক্ষী? যাও।
তুমি? ময় নামে দানব—আশ্রিত?
শিল্পকর? অর্জ্জুনেরও নেছ অনুমতি?
মুক্তি চাও? যাও। ছয় প্রাণী হইল নির্গত।
উঃ, কি ভীষণ অন্ধকার, ভীম জলধর

নিরন্তর ঢালে বারিপাত, অর্জ্জুনের
শরজাল বিতান সদৃশ—সমাবৃত
রেখেছে অরণ্য, সর্ব্বথা নিরুপদ্রব,
ধন্য আমি, পূর্ণ আমি আজ।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও বৈশ্বানর!
উত্তপ্ত অনল শিখা স্পর্শিছে গগন,
কক্ষভ্রষ্ট গ্রহতারাগণ,
রণে ক্ষান্তি দিতে তারা কিছুতে চাহে না

অগ্নি। কে এসেছ ঘটাতে ব্যাঘাত ?
আঃ কি তৃপ্তি! অবিরাম,—অপর্য্যাপ্ত!

ইন্দ্র। বৈশ্বানর! বৈশ্বানর!
অর্জ্জুনের প্রতি প্রীতিবশে
ঘটায়ো না দেবতার দুর্গতি এমন;
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, করি নিবারণ,
বন শব্দ বিলুপ্ত ক'রো না।

অগ্নি। গোত্রভিৎ! পক্ষচ্ছেদ করেছ তাদের
মূলে ছিল প্রজার সন্তোষ, পাছে
ধ্বংস হয়—শস্য, অন্ন, জীবিকা জীবের।
আর আজ কি কারণে এসেছ এখানে
বনভূমি করিতে রক্ষণ ?

ইন্দ্র। বন ও নগর,
পরস্পর সম প্রয়োজন;
সন্ন্যাস, গার্হস্থ্য যথা শীর্ষে অবস্থিত।

অগ্নি। পর্ব্বতও কি নাহি ছিল তাপসের স্থান ?

ইন্দ্র। অগ্নি! অগ্নি! অপরাধী যদি কেহ হয়,

বিনা শাস্তি—বিনা প্রত্যাঘাত,
পার না কি আলিঙ্গনে বাঁধিতে তাহারে ?
কৃপা ক'রে—করি অনুরোধ—
ক্ষান্ত হও এ প্রচণ্ড দবদাহ হ'তে।

অগ্নি। আমি স্বাধীনতাহীন,
যাও কৃষ্ণার্জ্জুন পাশে, কি দিব উত্তর !

ইন্দ্র। অগ্নি স্বাধীনতাহীন ?

অগ্নি। কৃতজ্ঞতা সর্ব্বোচ্চে বিরাজে।

ইন্দ্র। তবে দেখি প্রার্থনা নিষ্ফল ; গিয়াছিনু
কৃষ্ণার্জ্জুন পাশে, কহিল তাহারা যেতে
অগ্নির সকাশে ; অগ্নিও যদ্যপি করে
প্রত্যাখ্যান, দেবতার মুখপানে চেয়ে
না রাখে তাহার মান—

অগ্নি। বিরোধিতা ছেড়ে,
সন্ধির কারণে কেন এত লালায়িত ?
অর্জ্জুন সম্মতি বিনা আমি নিরুপায়।

ইন্দ্র। এই তবে শেষ উত্তর বুঝিব ?

অগ্নি। এই শেষ ; আশ্রিতরক্ষার তরে
পিতারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে অর্জ্জুন
অকপটে ক'রেছিল যে ভীম প্রতিজ্ঞা,—

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

ইন্দ্র। পুত্র পাশে পরাজয় লভিতে আমার
তিলমাত্র লজ্জা নাই,
সে যে মোর আত্মা হ'তে জাত।
পুত্র ! পুত্র ! পরম সন্তুষ্ট আমি ;
জীর্ণে করি পরিত্যাগ—নূতন প্রতিষ্ঠা,

পুরাতন বস্ত্র যথা করি পরিহার
নূতনে আদৃত করে কৃতীসমবায়।

অর্জ্জুন। হ'ল ভাল—রণক্ষেত্রে পিতৃপরিচয়।

কৃষ্ণ। তা ব'লে অসতী মনে ক'রো না কুন্তীরে,
পার্থ-পরিচয়ে ঘৃণা এনো না অন্তরে।
পাণ্ডুদেহে ইন্দ্রের সঞ্চার,
ভিন্ন দেহ স্পর্শে নয়,—ইহাই দেবত্ব—
চির উজ্জ্বল, অভ্রান্ত ;
কখন যে কেবা অধিষ্ঠাতা ! এরি জন্য
একছত্র—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে বিধাতা।

ইন্দ্র। পুত্র ! ত্যজ্য আমি করিতাম তোমা,
যত্তপি বিরুদ্ধবাদী না হ'তে আমার।
অগ্নিরে করনি রক্ষা আশ্রয় প্রদানে,
সৃষ্টিরে করেছ রক্ষা, এ যে চিরন্তন—
দেবতা গ্রহণ করে খাদ্য অগ্নিমুখে।

অর্জ্জুন। পিতা ! পিতা !

ইন্দ্র। সুযোগ্য তনয় ! পশুপতি করি
আরাধনা, পাশুপত-অস্ত্র কর লাভ,
ত্রিলোকবিজয়ী নাম লভ ধরাতলে।

অর্জ্জুন। জ্ঞান-কৃত অপরাধ মার্জ্জনীয় নয়,
কেবা বলে—কে প্রচারে এ স্থির সিদ্ধান্ত ?
প্রবাদ প্রবাদই সম সদা ভিত্তিহীন।
পিতা !

কৃষ্ণ। কিন্তু দেবরাজ ! করহ স্বীকার—
রাখিবে পুত্রের সনে সৌহার্দ্দ্য সতত ?

ইন্দ্র। তুমি যদি কর আজ্ঞা,—

কৃষ্ণ। এ নহে আমার আজ্ঞা,
বিধিপুত শাস্ত্রের নিদেশ ;
"প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ"
রয়েছে এখনো ইহা অন্তঃপুর মাঝে,
মাতা—কন্যা, শ্বশ্রু—বধূ পরিচয়ে।

অর্জ্জুন। পিতা! পিতা! পশুপতিপ্রীতি
পাই বা না পাই, দেবতা-সমষ্টি পিতা,
পেয়েছি তাঁহার প্রীতি,
এই পুণ্য আশীর্ব্বাদ ঐশ্বর্য্য আমার।

অগ্নি। আমিও সানন্দে বৎস! সর্ব্বান্তঃকরণে
কহিতেছি পূর্ণ তৃপ্তি আশ্বাসবচনে,
পাঁচদিন অহোরাত্র জ্বালায়ে অনল
নির্দ্দিষ্ট খাণ্ডবদাহ হ'য়েছে সম্পূর্ণ।
ওই শেষ দীপ্ত শিখা তার,
ধূম নাই, শুধু কান্তি—শুধুই ঔজ্জ্বল্য।
(চতুর্দ্দিক্ জ্বলিয়া উঠিল)

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! দেবজয়ী সখা!

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আশ্রিতবৎসল!

ইন্দ্র। ওহো! আমি পিতা, সার্থক্ পুত্রের পিতা।

অগ্নি! আমি ধন্য, পূর্ণ, সঙ্কল্পাবসিত!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।　　　　　　　　　　স্ফটিক গৃহ।

দুর্য্যোধন। (বস্ত্রপ্রান্ত উত্তোলন করিয়া প্রবেশ করিতে করিতে)
কি আপদ? আমি জেগে, না ঘুমিয়ে?
জলভ্রমে বস্ত্রপ্রান্ত করি' উত্তোলন,
সারা গৃহ কোনরূপে করি অতিক্রম;
কি অদ্ভুত শিল্পের চাতুর্য্য!
এখনো এমন শিল্পী রয়েছে ভারতে!
(শীর্ষে আহত হইয়া)
ওহো-হো-হো, উন্মুক্ত কবাট বোধে
নির্গত হইতে গিয়া—হইলাম
আহত মস্তকে; একি ঐন্দ্রজাল!
কিম্বা আমি মতিভ্রান্ত?—প্রতিপদে
হতেছি লাঞ্ছিত? এবার নিশ্চয় জল। (পদপ্রান্তে মার্জ্জন)
না—না, পূর্ব্ববৎ ভ্রম। (সহসা পড়িয়া
গিয়া বস্ত্রাদি সিক্ত হইল) এ হে হে হে!
সিক্ত হ'ল বস্ত্র সমুদয়, প্রতারিত
হ'তেছি নিশ্চয়, নির্ব্বোধ জানিয়া মোরে
বিদ্রূপ কারণে—নিশ্চয়ই বিদ্রূপ,
ওই উচ্চ হাসি সভাস্থ জনের,
পরোক্ষে এ অপমান!

যুধিষ্ঠির। কেন ভাই, দ্বার খুঁজে পাও নাই ব'লে?

দুর্য্যোধন। সভা মনে ক'রে আসিতেছি আমি,—

যুধিষ্ঠির। এ সকল প্রতিবিম্ব তার,
সভাস্থ নৃপতিবর্গ অবস্থিত দূরে;
রাজসূয় যজ্ঞে মোর—
তুমি যদি না আসিতে, ব্যর্থ হ'ত ভাই।

দুর্য্যোধন। কিন্তু এই আশ্চর্য্য স্ফটিক গৃহ
কে করিয়া দিল নির্ম্মাণ—সুদৃশ্য ?

যুধিষ্ঠির। বিস্মিত হ'য়েছ বুঝি ?

দুর্য্যোধন। (ঈর্ষাজনিত ভাব কোনরূপে গোপন করিল)

যুধিষ্ঠির। তুমিও তো প'রেছ খুব মসৃণ কাপড় !

দুর্য্যোধন। (স্বগতঃ) ধ'রে ফেলে দিয়েছে বুঝি !
(প্রকাশ্যে কিছু নয় ভাব প্রকাশ করিয়া)
শিল্পীর নৈপুণ্য সত্য ঈর্ষা উৎপাদক।

যুধিষ্ঠির। ঐশ্বর্য্যে যে করিবে না—তাহা বেশ জানি,
তাইতো আমার ভাই ! পথ ভুলে হেথা।
(একগাল অনুচ্চ হাস্যে আপ্যায়ন)

দুর্য্যোধন। কিন্তু এ কৃতিত্ব কার,
প্রতিপদে ভ্রমাত্মক জ্ঞানের সঞ্চার ?

যুধিষ্ঠির। দেখা পেলে পুরস্কার দেবে ?
ময় নামে দানব—খাণ্ডব দাহে
আত্মদাহ হ'তে লভিয়া নিষ্কৃতি,
প্রীত হ'য়ে অর্জ্জুনের প্রতি
স্বীয় শিল্প নিদর্শনস্বরূপ এমন
সভাগৃহ করেছে নির্ম্মাণ ; শোন নাই—
সে আহবে পরাজিত দেবতামণ্ডলী ?

দুর্য্যোধন। (স্বগতঃ) অর্জ্জুন, অর্জ্জুন, শুনিতে শুনিতে
বাল্যাবধি বীরত্ব তাহার,—এখনও
সেই সে অর্জ্জুন। (প্রকাশ্যে) শুনেছি সকল,
কুরুবংশ গৌরবের উচ্ছ্রিত পতাকা।

যুধিষ্ঠির। এই জন্য ভাই চাহে সহকর্ম্মী ভাই।

দুর্য্যোধন। সূর্য্যোদয় সাথে সাথে
জীব কথা কর্ম্মে নিমগন,

সেইমত শুভবার্ত্তা করিলে শ্রবণ
আত্মীয় স্বজন —যে যেখানে আছে
আনন্দে উৎফুল্ল হয় সুখস্পর্শ লভি।
পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি আমি—
হেন ভাই না আসিলে রাজসূয়ে মোর
বৃথা হ'ত যজ্ঞ আয়োজন ;
যজ্ঞ বুঝি উপলক্ষ্য শুধু,
উদ্দেশ্য সেথায় মুখ্য প্রীতিসম্মিলন ;
এই প্রীতিই যজ্ঞেশ্বর—পূর্ণ নারায়ন।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। পূর্ণত্ব বিরাজ শুধু কালের প্রতাপ
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির ; এর স্থান
জন-মন,—ধরেছে মানব নাম যারা।

যুধিষ্ঠির। তুমিও এখানে এলে ?
কে দেখিবে নিমন্ত্রিতগণে,
আপ্যায়নে কে করিবে সন্তুষ্ট তাদের ?

অর্জ্জুন। মৌখিক আলাপ আপাত মধুর,
বালুকায় অট্টালিকা যথা ;
সেই সে শাশ্বত ধন,
কৃষ্ণ যেথা করিছে বিরাজ।

যুধিষ্ঠির। সে কি কথা হে অর্জ্জুন!
সমাগতে অভ্যর্থনা—

অর্জ্জুন। অভ্যর্থিত হইয়াও কতিপয় রাজা
জরাসন্ধ, শিশুপাল আদি
হইয়া বিরুদ্ধবাদী—

দুর্য্যোধন। (স্বগতঃ) সুবিখ্যাত সকলেই বিদ্বিষ্ট, বিদ্রোহী।
(প্রকাশ্যে) হাঁ, বড় ভুলে গেছি বলিতে আসিবামাত্র

নিমন্ত্রণ—দ্যূতক্রীড়া করিতে তোমার
সহভ্রাতা—দ্রুপদনন্দিনী।

যুধিষ্ঠির। দুর্য্যোধন! অক্ষক্রীড়া যদ্যপি দোষের,
তথাপি এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া
নাহি চাহি ক্ষত্রধর্ম্মে পরাম্মুখ হ'তে।
বিশেষতঃ তুমি ভ্রাতা,—আহ্বান তোমার
অবহেলে ব্যথা দিলে প্রাণে, পরকালে
সঞ্চিত বেদনা ল'য়ে যেতে হবে সাথে।

দুর্য্যোধন। কুরুলক্ষ্মী যাজ্ঞসেনী সঙ্গিনী করিয়া
ল'য়ে যেতে যেন ভুল নাহি হয়; নিমন্ত্রণ
সবাকার, পিতারও একান্ত ইচ্ছা—

যুধিষ্ঠির। বারবার কেন দুর্য্যোধন?
পর নহে পাণ্ডব তোমার;
বিদুরের মুখে পূর্ব্বে শুনেছি এ কথা।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মবুদ্ধি কিবা এ বিষয়ে?

যুধিষ্ঠির। একছত্র আধিপত্য কোথা এ জগতে?
দুইপথ প্রকৃতির সাথে;
তা ব'লে বিষণ্ণ হ'য়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ
ছিন্ন মেঘ সম বিনাশেরই মূল।

অর্জ্জুন। যজ্ঞ হবে রণাঙ্গন?

যুধিষ্ঠির। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি প্রীতিসম্মিলন,
অপ্রিয় যে, দূরে যাবে আপনা হইতে।

অর্জ্জুন। কিন্তু এই ধূম—তুষাবৃত অগ্নিকণা
ঘন ঘোর কুজ্ঝটিকা করিবে সৃজন।

যুধিষ্ঠির। হয় যদি ভবিষ্যৎ সত্যই এমন,
প্রারব্ধ কহিতে পণ্ড সঙ্কোচ হ'য়ো না,
কর্ম্মবন্ধ এই মানব জীবন।

অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! কৃতিত্বের শিখরে উঠেছ,
নানা দেশ জাত রত্ন আহরণে
করেছ খাণ্ডবপ্রস্থ সার্থক্য মণ্ডিত,
সাজায়েছ রাজ্যলক্ষ্মী অপূর্ব্ব ভূষণে
অনন্তসাধন অনুপম উপচয়ে ; বেশী কি বলিব,
আমিও হ'য়েছি ধন্য ভ্রাতৃসমবায়ে।
এস দুর্য্যোধন!
কৌরবগৌরব হোক্ লক্ষ্য আমাদেরও।

(দুর্য্যোধনসহ যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান)

অর্জ্জুন। স্নেহ ও সারল্য আজ একত্র হ'য়েছে,
বিশ্বাসে বিস্তৃত বক্ষঃ জ্যেষ্ঠ অগ্রজের।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! তুমি হেথা এখনো নিশ্চেষ্ট?—
কর দিতে অসম্মত যারা, তা'দিগকে
বশ্য না করিলে ব্যর্থ হবে রাজসূয়—
জেনেও নিশ্চেষ্ট? লইয়াছি
জ্যেষ্ঠ-অনুমতি, ভীমেরে পাঠায়ে দিছি
মগধরাজ্যেতে, তুমি চল—চকিতে সে
কার্য্য—করি সুসম্পন্ন, ফিরি অচিরায়।

অর্জ্জুন। তাঁর সঙ্গে এই মাত্র—

কৃষ্ণ। বৃথা বাক্যব্যয়ে অবসর নাই, শীঘ্র এস।

(অস্ত্রাদিসহ বিদুরের প্রবেশ)

এই যে বিদুর! আসিয়া পড়েছ,
শীঘ্র দাও অস্ত্রসমুদয়।

(অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ সহ অর্জ্জুনের প্রস্থান)

বিদুর। বাকি শিশুপাল,—ভীষ্মাদেশে যুধিষ্ঠির
যজ্ঞারম্ভে কৃষ্ণে বরণে উদ্যত হ'লে,
কটুবাক্যে ভীষ্মে, কৃষ্ণে আক্রমিবে পশু,—
বলি হবে সেই ক্ষণে সুদর্শনে তার। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। হস্তিনার রাজপথ।

বিদুর। পারি না, পারি না আর সহিতে সে দৃশ্য,
মুহুর্মুহু অক্ষশব্দে কম্পিত মেদিনী;
রাজ্য গেল, মান গেল, গেল ভ্রাতৃগণ,
অবশেষে দ্রৌপদীরেও পণ রূপে রাখি
কি মহা অশনি পাত হ'ল বিনা মেঘে।
দুঃশাসন করে আকর্ষণ, আর্ত্তস্বরে
দ্রুপদনন্দিনী—বিবস্ত্রা হ'বার ভয়ে
করিছে চীৎকার ওই,
ঊর্দ্ধমুখে চক্ষুর্দ্বয় করি আবরণ,
কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ লজ্জানিবারণ!
সে দৃশ্য দেখিতে চক্ষে হৃৎকম্প হ'ল,
পলাইয়া আসিলাম তাই; তথাপি সে
দৃশ্য যেন—পাছে পাছে ধেয়ে,
শব্দমাত্রে বীভৎসতা জাগায়ে অন্তরে
হ'তেছে প্রত্যক্ষ যেন সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া।
চারিভ্রাতা নতশির,—দিক্‌পাল সম
বীর—নীরবে দণ্ডায়মান,
যুধিষ্ঠির ম্লানমুখে ধরণীর পানে
চেয়ে আছে একদৃষ্টে, মুক্তাবিন্দু সম
ঝর ঝর ঝরিতেছে বারি, ধৃতরাষ্ট্র
কহিছে চীৎকারি—সঞ্জয়! সঞ্জয়!
কোন্ পক্ষ জয়ী হ'ল—কহ, শীঘ্র কহ।

শকুনিও করিছে উল্লাস, দুর্য্যোধন
উন্মাদ আনন্দে। ভীষ্মদেব সে সংবাদে
ধৃতরাষ্ট্রপাশে গিয়া করে অনুরোধ—
ক্ষান্ত হও, রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা ক'রো না,
ছারখারে দিও না হস্তিনা।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। শুনিল না, শুনিল না তবুও মিনতি,
রে বিদুর! ধ্বংসমাত্র সার হ'ল দেখি।
পুনরায় বসিয়াছে পাশা ল'য়ে করে,
এবারেতে পণ—বনবাস দ্বাদশবৎসর,
তৎসনে অজ্ঞাতবাস আরও বৎসরেক।

বিদুর। ঐ, ঐ পুনঃ বিজয় উল্লাস,
গগন বিদীর্ণ হয় অট্ট অট্ট হাসে।

(পৃথ্বীর প্রবেশ)

ভীষ্ম। কে তুমি, কোথায় যাও চঞ্চল চরণে?

পৃথ্বী। আর আমি কি করিব, কি ল'য়ে থাকিব?
ভবিষ্যের কালানলে আকুলিত প্রাণ,
উৎকণ্ঠিত প্রজাকুল, নির্ব্বাণ আভাষ।

(বিপরীত পথে বেগে প্রবিষ্ট কৃষ্ণে বাধা দিয়া)

আর কোথা যাবে অবসান পথে?
কি দেখিবে সেথা গিয়ে?

কৃষ্ণ। কেন, কেন, দ্রৌপদী আহ্বান শুনে
আসিতেছি আমি যে ছুটিয়া।

পৃথ্বী। অলক্ষ্যে থাকিয়া—রমণীর সারভূত
করিয়াছ লজ্জা নিবারণ, এই ঢের।

কৃষ্ণ। নির্ব্বাসনও অবসিত

পৃথ্বী। শীঘ্র হবে, সঙ্গোপনে হবে,
তাই ভিন্নপথে সবে করেছে প্রয়াণ।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্র! কুরুলক্ষ্মী দিলি বিসর্জ্জন?
ভিন্ন রাজ্যেও নাহি হ'ল আশার পুরণ?

বিদুর। তাত! শোকাবেগ কর সম্বরণ,
অদৃষ্টলিখন কভু খণ্ডনীয় নয়।

ভীষ্ম। বিদুর! বিদুর! এ যে নিজহাতে গড়া।

কৃষ্ণ। পারি নাই রক্ষিতে তাদের,
প্রিয় শিষ্য ভক্তগণে দ্যুতক্রীড়া হ'তে,
কারণ—ছিলাম সৌভনগরে আবদ্ধ
দৈত্যাধম শাম্বে বধ করিতে তখন।
রাজসূয় যজ্ঞ হ'তে পরাবৃত্তি কালে
প্রদ্যুম্নেরে পরাজিত শুনি, তৎক্ষণাৎ
হইলাম—ব্যাঘ্র সম ধাবিত তৎপ্রতি,
বধিলাম মূঢ়মতি উদ্ধত-আচারী।

পৃথ্বী। কিন্তু এই ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব
কি ভাবে কাটাবে কাল, কি অবলম্বনে,—

কৃষ্ণ। তারজন্য কোন চিন্তা নাই; ধর্ম্মরাজ
যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হইলে, দিবাকর—
অরণ্য প্রবেশ পূর্ব্বে দিবে এক থালী
পূর্ণ র'বে প্রার্থনীয় ভোজ্যেতে সকলি,
যাবৎ সে ধর্ম্মপ্রিয়া পতিব্রতা নারী
না বসিবে ভোজনে আপনি। সে সময়ে
বেদব্যাস—প্রতিস্মৃতি বিদ্যা নাম্নী
অপূর্ব্ব সম্পদ, অব্যর্থ যা ফলপ্রদ
প্রীত হ'য়ে যুধিষ্ঠিরে করিবে প্রদান,
যে বিদ্যাপ্রভাব [illegible] যুধিষ্ঠির হ'তে

অর্জ্জুন লভিয়া জয়ী হইবে সর্ব্বত্র ;
এমন কি পশুপতি পর্য্যন্ত সন্তোষি
পাশুপত-অস্ত্র লাভে হইবে সমর্থ ;
স্বর্গজয়ে যশোরাশি শীর্ষেতে ধরিবে,
তোমারি গৌরব পৃথি ! করিবে বর্দ্ধিত।

পৃথী। চাহিনা গৌরব হেন—যাহে পুত্রগণ
শ্রান্তি, ক্লান্তি, উদ্বেগসমূহে—আপনারে
জর্জ্জরিত ক'রে, অনশনে—ভূশয়নে—
ভূষণবিহীনে র'বে প্রচ্ছন্ন গহনে।

কৃষ্ণ। বৃথা এ আক্ষেপ পৃথি ! তা' না হ'লে
জেনে শুনে যুধিষ্ঠির—নারী, পাশা,
মদ্য ও মৃগয়া—মহা অনর্থের মূল,
কেন রত হবে স্বীয় বিবেকে পাসরি ?
কেনই বা দুর্নীতিরে নীতি ব'লে নিয়ে
ভাগ্যের বিপক্ষে করিবে এ অভিযান ?

পৃথী। এখনো যদ্যপি তারে—

কৃষ্ণ। বৃথা চেষ্টা , সত্যভ্রষ্ট হবে না পাণ্ডব।

পৃথী। কিন্তু এই দ্রৌপদীর মুক্তবেণী—
দুঃশাসন সমাকৃষ্টা সম ভুজঙ্গিনী,
বস্ত্রপ্রান্ত সিক্ত আঁখিজল—
প্রবল বন্যার ধারা বহি অনর্গল,
রেখে গেল তপ্ত, কৃচ্ছ্র, তীব্র অভিশাপ ;
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে ঠিক এইমত
ধার্ত্তরাষ্ট্রকুল যাহে হইবে বিপন্ন।

ভীষ্ম। বিপন্ন কি, সন্ধি যদি নাহি করে,
অনুমান—সর্ব্বস্বান্ত, সবংশে নিধন।

বিদুর। কুরুবর্য্য ! কি বলিছ নপ্তা যে সকল।

ভীষ্ম। বিদুর! বিদুর! অনুরক্ত রাজভক্ত!
প্রত্যাখ্যাত হইয়াও
ভোল নাই রাজ্য-হিতৈষিতা?

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) এই সব মহাত্মারা অকপটে যদি
রাজ্যভিত্তি ধ'রে রাথে সবলে স্বাধীনে,
কুরুক্ষেত্র রণজয় হবে কি সহজ?

পৃথ্বী। কিবা হেতু চিন্তাকুল হে বিশ্বসারথি?

কৃষ্ণ। পৃথ্বি! পৃথ্বি! মুক্তিপথে হবে কি সাক্ষাৎ?

ভীষ্ম। মুক্তিদাতা মুক্তি ল'য়ে যগুপি দাঁড়ায়,—

কৃষ্ণ। পিতামহ! পিতামহ!

ভীষ্ম। কেন কৃষ্ণ! এথনো ছলনা?

বিদুর। ছলনা যে অঙ্গের ভূষণ।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মৈকনিলয়! ধৃতরাষ্ট্রে পারনি ত্যজিতে?
পাণ্ডুপক্ষে যোগ দিলে, অর্পিলে মন্ত্রণা
ধার্ত্তরাষ্ট্রহানি হয় পাছে, তাই
অনুনয়ে হাতে ধ'রে ফিরায়ে এনেছে।

(গীত)

নেপথ্যে। কে তুমি লুকিয়ে আছ কাহার অন্তরালে?
স্পর্শে কাহার ঘটবে চেতন
মুক্ত বেণী—মুক্ত বাঁধন
উঠ্‌বে ফুটে বিমল জ্যোতিঃ
নিবিড় কুহক জালে॥
এযে—নয়কো আশা, নয়কো স্বপ্ন,
নয়কো দূরে, নয়কো ভগ্ন,
স্নিগ্ধ সজীব সুখের সৌধ
সাথী সখা সমকালে॥

ভীষ্ম। সেই গান ;—
যেই গান দিয়েছিল দুর্যোধনে ভীতি,
সেই গানই আজি পুনঃ প্রকাশিছে প্রীতি ;
পাত্রভেদে একই সৃষ্টি ধরে রূপান্তর।
কে যায়, কে যায় গেয়ে ছায়াদেহে হেন ?

কৃষ্ণ। প্রকৃতির গান ইহা ;
বায়ু হ'তে উদ্ভব ইহার, বায়ু সাথে
স্থিতি, বায়ুসেবীমাত্রে জাগায় উদ্বোধ।

ভীষ্ম। কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! চৈতন্য-আধার !

কৃষ্ণ। চৈতন্যই জীব সমুদয়।

ভীষ্ম। কি ভ্রান্ত আমরা, তথাপি খুঁজিয়া মরি।

পৃথ্বী। কিন্তু এই নিষ্পিষ্ট আবর্ত্তে,
সীমাহীন ঘাত-প্রতিঘাতে—

কৃষ্ণ। পৃথ্বি ! পৃথ্বি !
স্বীয় হাতে রচে জীব ধ্বংসের প্রাকার।
পিতামহ ! ফিরে যান,
দেখা হবে রণাঙ্গনে পুনঃ পাণ্ডুগণে।

ভীষ্ম। ফিরে যাব, ফিরে যাব,
আমি কবে হব মুক্তিপথের পথিক ?

বিদুর। ভীষ্মতেও বৈক্লব্য এমন ! হা অদৃষ্ট !
(বিদুরসহ ভীষ্মের, কৃষ্ণসহ পৃথ্বীর প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।　　　　কাম্যকবন।

অর্জ্জুন। বারবার কেনই বা এত অনুরোধ,
কেনই বা সমবেত কাতর মিনতি ?

পঞ্চগ্রাম মাত্র ভিক্ষা নাই বা হইল,
নাই বা পেলাম স্থান বাস-উপযোগী ?
ব্যাসদেব পাঠালেন মৈত্রেয় মুনিরে,
অপদস্থ হ'য়ে তিনি দুষ্ট দুর্য্যোধনে
বিনিময়ে ফিরিলেন অভিশাপ দিয়ে—
উরুভঙ্গে মৃত্যু তোর ভীমসেন হাতে।
সে নাকি মুনির বাক্যে করি অবহেলা
সে সময়ে করেছিল উরুকণ্ডুয়ন।
ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত—বনবাসে
থাকিতে হইবে—সত্যে বদ্ধ যুধিষ্ঠির,
তবে কেন এ হীনতা বুঝিতে না পারি।
মহেশ্বরপ্রীতিতরে সরস্বতীতীরে
দীক্ষা সম জ্যেষ্ঠাগ্রজ দিলেন যতনে
প্রতিস্মৃতি নাম্নী বিদ্যা দেবলব্ধ ধন ;
কায়মন একত্র করিয়া—পূজিতেছি
রাতুল চরণ, বিশ্বনাথ কৃপা লাভে।
কয়দিন হ'তে মূক নামেতে দানব
উপদ্রব করে নিত্য শূকরের বেশে,
আজি তারে বধিব নিশ্চয়।

[শরাসনে শর আরোপণে প্রস্থান]

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। হইতেছে ঘোর যুদ্ধ কিরাত-অর্জ্জুনে,
লক্ষ্য বন্য-বরাহ সেথায় ; উভয়ের
মধ্যে কেহ হয় না নিবৃত্ত, শূন্য শর,
শূন্য অস্ত্রসমুদয়,—অদ্ভুত সে রণ ;
কাতারে কাতারে দেবগণ—অন্তরীক্ষে
করিছে দর্শন, পলপাত নাহি হয়।

ক্ষান্ত অস্ত্রে, মল্লযুদ্ধে হ'য়েছে ব্যাপৃত,
তথাপি ত্যজিতে কেহ চাহে না স্বীকার।
তাই কি অর্জ্জুন পক্ষ ত্যজিতে নিষেধ
করেছিল কেশব আমারে? দেখি গিয়ে।
[ইন্দ্রের প্রস্থান]

(নতমুখে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। হইল গাণ্ডীবী নাম নিরস্ত এখানে,
যে গাণ্ডীব—খাণ্ডব পর্য্যন্ত দাহে
হয়নি নিষ্ফল, যে গাণ্ডীব ধৃতি মাত্র
ইন্দ্রাদিদেবতা পরাজিত, নত শির,
আজি এ কিরাত বীর কোন্ শক্তি বলে
অক্ষয়তূণীরও শূন্য করিল আমার?
ধর্ম্মরাজ! এরি জন্য
পশুপতি করিতে অর্চ্চনা,
পাঠাইয়েছিলে মোরে কাম্যক অরণ্যে?
শূন্য শরাসনে ফিরিতে হইল আজ।
কিন্তু কি অদৃষ্ট! কি মহা ধিক্কার!
হেরি শ্রান্ত, পিপাসিত,—করি অনুগ্রহ
ক্ষণেকের তরে দিল লভিতে বিশ্রাম।
কিন্তু যেবা নির্য্যাতিত—ঘৃণ্য এ জগতে,
বিশ্রাম কোথায় তার? পরাজিত বুঝি
নাহি বোঝে বিশ্রান্তি কখনো। মৃত্যুঞ্জয়!
পূজি নাই রাজীব চরণ, অতিক্রান্ত
দিবাভাগ, ব্যর্থ করে পুষ্প আহরণে
রচিয়াছি যেই মাল্য, পরাজিত ব'লে
হবে না আদর বুঝি তার! কিন্তু তুমি
আশুতোষ, সমবোধ জিত ও অজিতে;

তাই এ কম্পিত করে দুঃসাহস ভরে
অর্পিনু চরণ তলে—দীন উপহার।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি হয় বোধ, নিরন্তর
ঘৃণা মনে পরাজিত আমি। নাহি জানি—
কেবা এ কিরাত, নাহি জানি কি উপাস্ত
তার, প্রাণপাত পরিশ্রমে—বিশ্বস্তরে
বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে নারিনু।
তথাপি বুঝিব,—ক্ষত্র ব'লে পরিচিত,
ক্ষত্রগর্ব্বে উদ্দীপিত—

(কিরাতের প্রবেশ)

কিরাত। জানি তুমি সব্যসাচী, জানি তব
করদ্বয়ে ক্ষিপ্রতা সমান, জানি তুমি
নারায়ন নররূপে ভূমে।

অর্জ্জুন। একি, কে আপনি ?
আমার অর্পিত মাল্য হেরি তব গলে ?

কিরাত। কে বলিল এ মাল্য তোমার,
অনুরূপ হ'তে নাই আর ?

অর্জ্জুন। তবে কি বরাহ মাত্র উপলক্ষ্য হেথা !

কিরাত। এরি মধ্যে সাব্যস্ত এমন—করিলে কি
পরাজয় চিহ্ন শিরে করিয়া ধারণ ?

অর্জ্জুন। কখনো না, কখনো দিব না লক্ষ্য,
যে হও সে হও তুমি কহিনু নিশ্চয়।

কিরাত। যার গলে মাল্য দিতে সাহস করনি,
তার সনে চাহ পুনঃ বাদ-বিসম্বাদ ?

অর্জ্জুন। কে তুমি মায়াবী ! মায়াবশে
মম ইষ্টে করি অপহৃব,

কিরাত। নহে অপহ্নুতি ; বুঝিলাম ভক্ত অতি,
ভক্তিসারে কর নাই আক্রোশ পাষাণে ;—
চাহ নাই শত্রুনিসূদন,
চাহিয়াছ সন্ধেয় আপন ;
পাশুপত অস্ত্র লাভ উদ্দেশ্য প্রধান,
প্রীত আমি—করহ গ্রহণ।

অর্জ্জুন। পাশুপত অস্ত্র হ'তে লক্ষ্য আমি চাই,
নাহি চাহি শুনিবারে দ্বিতীয় বচন।

কিরাত। একান্তই এ সুখী জীবন—

অর্জ্জুন। অন্য সুখ নাহি জানি,
সুখ সেই একমাত্র লক্ষ্য আহরণ,
কিম্বা লক্ষ্য হেতু আত্মবিসর্জ্জন।

কিরাত। ধনঞ্জয় ! তুষ্ট আমি প্রতিজ্ঞা শ্রবণে ;
যুগ-উপযোগী এই জাগ্রত উত্থানে
বুদ্ধি ও বিবেকে নাহি পদতলে দলি
শেখ নাই গড্ডলিকা প্রবাহে চলিতে,
এই জন্য ভক্ত বড় ভগবান্ হ'তে।
এরি জন্য লভে জন্ম—
নররূপে নারায়ন প্রতি যুগে যুগে।
লহ তব অভীষ্ট বরাহ,
পরাজিত পশুপতি—

অর্জ্জুন। শঙ্কর ! শঙ্কর !

চতুর্থ দৃশ্য। অমরাবতী।

চিত্রসেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুরম্য যে গৃহ,
নির্দ্ধারিত অর্জ্জুনের বাসস্থান রূপে ;
ইন্দ্রাদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী ললনা

উর্ব্বশীরে গৃহ মধ্যে দিয়া—আসিতেছি
সংবাদ অর্পিতে ; হাব, ভাব, লাস্য, লীলা
নানাবিধ চাতুরী প্রয়োগে, অনিন্দ্য সে
রূপ লাবণ্যের ফুল্ল উপবন রচি,
ডুবায়ে রেখেছে তারে বিহ্বল নয়নে।
বিভোরা সে নর্ত্তকী রঙ্গিনী—প্রণয়িনী—
উন্মাদ আগ্রহে কণ্ঠলগ্নাভিলাষিণী
চির জ্যোৎস্না সম হাসির ফোয়ারা ল'য়ে
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অঙ্গে সুধা ঢেলে দিয়ে
চোখের পাতায় চায় ঘুমায়ে রাখিতে।
দেখে যেন মনে হ'ল—সৃষ্টি কাল হ'তে
এমন নাগর কভু পায়নি জীবনে,—
যৌবনের পিপাসিত আকাঙ্ক্ষা-সমাধি।
সন্তুষ্ট অতিথি, যাই ত্বরা ক'রে,
উৎকণ্ঠিত দেবরাজ আছে অপেক্ষায়। [প্রস্থান]

(উর্ব্বশীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কেন, কেন মাতা! শাপ দাও মোরে ?

উর্ব্বশী। ক্লীব হ'য়ে রবি' তুই।

অর্জ্জুন। একি, একি হেন অশ্রাব্য নিদেশ ?
(কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন)

উর্ব্বশী। যোগ্য তোর, যাচিকার না রাখিলি মান,—

অর্জ্জুন। একি হেন অযথা আরোপ ?
একি হেন বিসদৃশবাণী—

উর্ব্বশী। সাধ্যায়ত করিনু প্রয়াস,
পুরুষ হইয়া তুই নারী-মনোভবে
নারিলি তুষিতে, ধিক্ তোরে। (প্রস্থান)

অর্জ্জুন। পুরুবংশ উদ্ভব যাহ'তে—
সেই আদ্যা জননী মোদের
দিয়ে গেল অভিশাপ দুর্ভর শিরস্কে।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। বৎস! আতিথ্যের হয় নাই ত্রুটি?

অর্জ্জুন। কিন্তু পিতা! অভিশপ্ত আমি; শাপক্ষয়—

ইন্দ্র। ভালই হ'য়েছে; ত্রয়োদশ বৎসর প্রারম্ভে
বিরাটের গৃহে যবে বৃহন্নলা রূপে
উত্তরার গৃহশিক্ষক হইয়া
করিবে অজ্ঞাতবাস, সে সময়ে
নপুংসক ব'লে— দিতে হবে স্বীয়মুখে
আত্মপরিচয়, বৎসরান্তে শাপক্ষয়,
তা' না হ'লে অন্তঃপুর প্রবেশাধিকার
নাহি ঘটে, নাহি হয় উত্তরা শিক্ষিতা।
পাঠায়েছি প্রতিনিধি লোমশ মুনিরে
সন্ধি আশে দুর্য্যোধন পাশে,
দেবতা সমষ্টিগত প্রচ্ছন্ন আদেশ।

অর্জ্জুন। কেন আর অভিশাপ করিতে সঞ্চয়
কৌরবের গৃহে কর অযথা প্রেরণ,
যে ভূমি কলঙ্কহীন—পূত পদরজে
কেন সেথা কর ধ্বংশ-অঙ্কুর বপন।

ইন্দ্র। দেবতার কার্য্য পূর্ব্বে সাবধান করা;
তারপরে শোকাকুল যুধিষ্ঠির পাশে
সুখময় তব বার্ত্তা করিলে প্রদান
উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্যের হবে অবসান,
মুনিজন সমাগম এতই সফল।
তুমি হেথা আরও কিছুকাল—অবস্থানে

গন্ধর্ব্ব সকাশে—শিক্ষা কর মায়াযুদ্ধ,
সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য, গীত, বাদ্যেরও কৌশল।

অর্জ্জুন। নহে ইহা বনবাস, স্বর্গবাস মোর।

(ইন্দ্রের প্রস্থান ও অর্জ্জুনের অনুগমন)

পঞ্চম দৃশ্য। দ্বৈতবন

যুধিষ্ঠির। ভীম! ভীম!

ভীম। কিছুতে না, কিছুতেই
শুনিব না তোমার বচন।

যুধিষ্ঠির। এসেছিল ঘোষযাত্রা করিতে দর্শন
সহ যত কৌরব রমণী,
কর্ণ ও শকুনি আদি বন্ধুবর্গে মিলি!

ভীম। এসেছিল ঐশ্বর্য্য দেখাতে
বনবাসী পাণ্ডুগণে সহ সেনাসঙ্ঘ.
দুর্য্যোধন সসাগরা পৃথিবীর রাজা।

যুধিষ্ঠির। শুধু তাও নয়; এসেছিল জানিবারে—
ভিক্ষাজীবি পাণ্ডুর সন্তান,
এখনও পূর্ব্ববৎ শক্তিমান কি না?
এসেছিল সুযোগ খুঁজিতে—

ভীম। তবে?

যুধিষ্ঠির। তথাপি সে পুরুবংশে জাত,
পৌরব কৌরব ব'লে আমরাও খ্যাত;
কৌরব রমণী—বন্দিনী গন্ধর্ব্ব পাশে,
নেতা তার শৃঙ্খলিত, আর হেথা মোরা
নিশ্চেষ্ট হইয়া—রহিব উদর মাত্র
করিতে পূরণ?—সে যে ভ্রাতা, ভীম!

ভীম। হোক্ ভ্রাতা।

(অর্জ্জুনের বেগে প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এসেছিল এইমাত্র কৌরবের দূত
ধর্ম্মরাজ! করিবারে সাহায্য প্রার্থনা।

যুধিষ্ঠির। ভীম! ভীম! একে ভ্রাতা, তদুপরি
শরণাগত সে; অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
শীঘ্র যাও, রক্ষা কর তারে।

ভীম। না—না, কিছুতেই যাইতে দিব না,
শত্রুকে— (বাধাদান)

অর্জ্জুন। মধ্যম অগ্রজ! নহে শত্রু, ভ্রাতা—ভ্রাতা।
[মুক্ত হইয়া প্রস্থানোদ্যম]

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। নির্য্যাতন—নির্য্যাতন,
(শুনিবামাত্র অর্জ্জুন দণ্ডায়মান)
সকলের পক্ষে সম জ্বালাকর,
শীঘ্র যাও—কর নারীর উদ্ধার। (অর্জ্জুনের প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণা! মহত্ত্ব কি স্বর্গেই নিবদ্ধ?

ভীম। আমি কিন্তু বিস্মিত পরম;
ধর্ম্মরাজ! যে কুল-ললনা হয় নাই
ঘরের বাহির, তার হাত ধ'রে
পরিচয় দিতে আজ—

যুধিষ্ঠির। ভীম! ভীম! আজ যদি তুমি বদ্ধ হ'তে?
(বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপে ভীমের প্রস্থান,—
সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদীর বহির্গমন)
অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ রণ—দ্রৌপদীর
এ নির্ব্বাক্ গমনে সূচিত। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

[গাহিতে গাহিতে পৃথ্বীর প্রবেশ]

(গীত)

পৃথ্বী। পুণ্য মধুর নিরমল প্রেম
অনলে নিহিত সদৃশ এ হেম,
চিত্তচকোর মন্থন ধন
পরম নির্বৃতি চরম সার !
এযে পারাবার, এযে পারাবার, এযে পারাবার।
চন্দ্রমা বটে জোছনা আধার
তারও আছে ক্ষয়—সে হয় আঁধার
মাণিক্যও মূল্যে বিক্রীত হয়
দানেতে পুণ্য সঞ্চয় !
কিন্তু এ প্রেম অক্ষয়,—দুর্লভ, চির দুর্জ্জয় !!
বিদ্যাও দানে কমে না সত্য
ম্লান হয় বিনা ধার !
কিন্তু এ প্রেম হয় না বিকৃত
হয়ও যদি নিরাধার !!

যুধিষ্ঠির। কে আপনি ?

পৃথ্বী। আমি পৃথ্বী।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণে আমি করিনু আহ্বান,
কিবা হেতু তব পদার্পণ ?

পৃথ্বী। বেছে লও কোন্ দিক্ নেবে।

যুধিষ্ঠির। বুঝিলাম ভ্রাতৃচ্ছেদও অনিবার্য্য ;
কিন্তু সাম্যে যদি হয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ?

পৃথ্বী। যাহা হইবার নয়,—

যুধিষ্ঠির। হইবার নয় ?

পৃথ্বী। হইবার নয়। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। ভীম! ভীম! আঘাত করিলে
প্রত্যাঘাত সহিবারে হয়; তথাপি—

(অর্জ্জুন, চিত্রসেন, ভীম ও শৃঙ্খলিত দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ!

যুধিষ্ঠির। একি, খোল নাই বন্ধন এখনো? (বন্ধন মোচন)

অর্জ্জুন। সখা চিত্রসেন! বিনা যুদ্ধে ভ্রাতৃপ্রেম
রাখিতে নারিনু, ক্ষমা কর মোরে।

চিত্রসেন। জানিতাম দুর্য্যোধনে
ভ্রাতা ব'লে আমিও গাণ্ডীবী!
যেই দিন মিলিয়াছি বন্ধুত্ব বন্ধনে;
কিন্তু তার অত্যাচার—
দুর্ব্বিনীত ব্যবহার সহিতে না পেরে
দিছি ব্যথা জন-সখা পাণ্ডবের মনে,
তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী আমি।
কিন্তু এই দুর্ব্বিসহ—বিনা অনুমতি
অধিকার স্থাপন-আকাঙ্ক্ষা,—
বলাৎকারে পরগৃহে লুণ্ঠন প্রবৃত্তি,—

যুধিষ্ঠির। দুর্য্যোধন! এখনো সংযম শেখ,
এখনো অসৎ সঙ্গ করি পরিহার—
পরচর্চ্চা, পরনিন্দা হ'তে ক্ষান্ত হও,
পরবশ, পরমত দূরে ঠেলে রাখ,—
গর্ব্বোদ্ধত বচন প্রণালী—

ভীম। একবার ধর দেখি অন্তর সম্মুখে
একখানি স্বচ্ছ—প্রশস্ত দর্পণ,
প্রতিবিম্ব পড়ুক্ তাহাতে,
দেখ স্বীয় নগ্ন মূর্ত্তি—
কি কালিমা কলুষিত—জলন্ত নরক!

মনে কর—চিরদিন এইভাবে যাবে,
মনে কর যৌবনান্তে বার্দ্ধক্য না পাবে,
মনে কর এক মাঘে শীত অবসান ?
এখনো সে দ্যূতক্রীড়া—অপমান—

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হও মধ্যম পাণ্ডব !
হ'তেছে কম্পিত দেহ, বাক্যের জড়তা,
বিলম্বিত শ্বাস, রক্ত আঁখি,
তীব্রতা স্বরের, ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

যুধিষ্ঠির। দুর্য্যোধন ! নারী সাথে করিতে ভ্রমণ
ইচ্ছা আছে, শক্তি নাই করিতে রক্ষণ ?
তুমি কি একাই এই অপমান
মনে কর নীরবে সহিছ ? পাণ্ডবের
গাত্রচর্ম্ম—পেয়েছ কি গণ্ডারের ?
বনবাস বাজে নি অন্তরে,
যত এই নীচ মূর্খতায় ; নরাধম !

চিত্রসেন। তারতরে অনুতপ্ত, ক্ষমাপ্রার্থী আমি।

যুধিষ্ঠির। জানি ভাই ! সজ্জনের শোভাই বিনয় ;
কিছু নাই এমন এখানে,
যা' দিয়ে বান্ধবে করি যোগ্য সম্বর্দ্ধনা।

চিত্রসেন। রয়েছে হৃদয় অনাবিল,
তার চেয়ে বড় আর কি সম্ভব ? আসি
তবে ভাই,—প্রয়োজনে করিও স্মরণ। (প্রস্থান)

ভীম। কোথা কর্ণ, বন্ধু তব ?

দুর্য্যোধন। পলায়িত।

ভীম। বীর, তাই বন্ধন দশায় ?

যুধিষ্ঠির। এসেছিল অর্জ্জুন সময়ে,
তাই প্রাণ ল'য়ে ফিরিলে সময়ে ; এস সবে।

দুর্য্যোধন। পথ মধ্যে সৈন্য-সামন্তেরা সব—

যুধিষ্ঠির। আমোদেও প্রয়োজন সৈন্য-সামন্তের ?

ভীম। এসেছিলে ঘোষযাত্রা করিতে দর্শন,
হ'ল বটে—উপযুক্ত আমোদ প্রমোদ।

দুর্য্যোধন। আসি জ্যেষ্ঠাগ্রজ। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। এস ভীমার্জ্জুন। এই মোর রাজ্যভিত্তি,
এই মোর অত্যাজ্য সম্পদ। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। বিরাট।

সৈরিন্ধ্রী বেশে দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। প্রতিজ্ঞাত পূর্ণ হ'তে এক মাস বাকি,
বিরাট ভবনে আছি সৈরিন্ধ্রীর বেশে ;
স্থান দিতে কিছুতে চাহেনি, কাল রূপই
কারণ তাহার। রাণী সুদেষ্ণার ভয়,
পাছে রাজা অনুরক্ত হয় ; নিয়তই
থাকি অন্তরালে—রাজদৃষ্টি হ'তে দূরে।
কিন্তু রাজশ্যালক কীচক—দেখিয়াই
পাপলালসার বশবর্ত্তী হ'য়ে,
ভগ্নী পাশে অভিপ্রায় করিল প্রকাশ ;
ভগ্নীও স্নেহের বশে—ব্যর্থ হবে জেনেও
কুপ্রস্তাবে হলেন সম্মত। দেখালামও
ভয়, যদ্যপি সে করে বলাৎকার
গন্ধর্ব্ব পতির হস্তে নিশ্চয় বিনাশ ;
শুনিল না, উপেক্ষা করিল, ব্যর্থ আশে
পদাঘাত করিল আমারে। সূপকার
বল্লভ বল্লভে—পশিয়া রন্ধন গৃহে
জানালাম আকুল বেদনা ; নারী দেশে

আমারি শয্যার পরে করিয়া শয়ন,
পশিলে সে কীচক অধম—মল্লযুদ্ধে
বিনাশিল তারে ; করিনু প্রচার আমি
গন্ধর্ব্ব আসিয়া রাত্রে করেছে এ কায।
সে সংবাদে ক্ষিপ্তপ্রায় উপকীচকেরা
শব সনে—আমাকে বন্ধন করি
নিয়ে গেল নিভৃত শ্মশানে, অনুগামী
সুপকার—একাই করিল নাশ সবে।
বীরশূন্য বিরাট নগরী—আমি তার
কারণ জানিয়া, আদেশ করিল রাণী—
এই দণ্ডে ত্যজ মোর পুরী ; পদে ধরি
সকাতরে বলিনু তাঁহারে—আর ত্রয়োদশ দিন
দিন মোরে অনুমতি রহিতে এখানে।

(বল্লভবেশী ভীমের প্রবেশ)

ভীম। খুব সঙ্গোপনে, অতি সাবধান ;
আমা হ'তে এ কার্য্য যে হ'য়েছে সাধন
ঘৃণাক্ষরে—না হয় প্রচার যেন।
আমি যে বল্লভ—সেই সে বল্লভ,
চলিলাম রন্ধন গৃহেতে।
[একদিকে ভীম ও অন্যদিকে দ্রৌপদীর প্রস্থান

(বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বারবার পরাজিত ত্রিগর্ত্তাধিপতি
বীরশূন্য বিরাটে নেহারি, আসিয়াছে
দুর্য্যোধন-অনুমতি ল'য়ে—পুনঃ রণে
গোধন হরিতে ; বিপন্ন বিরাট রাজা
বাধা দিতে অগ্রসর এ বৃদ্ধ বয়সেও।
এ দিকেতে দুর্য্যোধন সুযোগ বুঝিয়া

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি সকলে মিলিয়া
আক্রমিতে আসিতেছে সমৃদ্ধ বিরাটে।
অন্যদিকে জয়দ্রথ বধে
উত্তেজিত ধার্ত্তরাষ্ট্র বাহিনী সকল—
পাণ্ডবেরে চতুর্দ্দিকে করে অন্বেষণ।
নানা বন, নানা দেশ হ'তে প্রত্যাগত
দূত মুখে অবগত হ'য়ে—দুর্য্যোধন
নিশ্চয় জেনেছে—নির্ম্মূল পাণ্ডব কুল।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। অন্তঃপুরে আস্ফালন করিছে উত্তর
একাই সে দুর্য্যোধনে করিবে নিপাত,
ছিন্ন ভিন্ন করিবে অরাতি।

অর্জ্জুন। চল, যাই, বৃদ্ধ রাজা উপস্থিত নাই ;
বিশেষতঃ রাজ্যের রক্ষক—সে কীচক
আমাদেরই হাতে হয়েছে বিনষ্ট,
পূর্ব্ব হ'তে সুযোগ বুঝিয়া—

দ্রৌপদী। দুর্য্যোধনই সুযোগ বুঝিয়া—আসিয়াছে
আক্রমিতে, তুমি আবার কি সুযোগ পাবে ?

অর্জ্জুন। আসিয়াছে ?

দ্রৌপদী। শুনিলাম এইমত তো,
সারথি অভাবে নাকি—

অর্জ্জুন। আমি তার সারথ্য করিব, বিলম্বেতে
হ'তে পারে অনিষ্ট মহান্, এস যাই।
[অর্জ্জুনের প্রস্থান ও দ্রৌপদীর অনুগমন]

(বিরাটের প্রবেশ)

বিরাট। আসিলাম সুশর্ম্মারে বিতাড়িত ক'রে ;

শুনিতেছি পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনও নাকি—
গোধন সম্পত্তি মোর করিতে কবল,
রাজ্যপ্রান্তে সসামন্ত উপস্থিত আজি।
উত্তর যদিও গেছে, তথাপি সাহায্যে তার—

(কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। না—না মহারাজ! যাইতে হবে না;
বৃহন্নলা এ আহবে সারথি যখন,
তখন নিশ্চয় হবে রণ জয়,
নির্ভয়—নিশ্চিন্ত হ'ন। আমি জানি—
গন্ধর্ব্ব সমরে ছিল এই বৃহন্নলা
পার্থের সারথি, জয়ী হ'য়ে দ্রুতগতি
এল ব'লে তারা। আসুন না—ততক্ষণ
দ্যূতক্রীড়া ক'রে করি চিত্তের বিশ্রাম;
এ বৃদ্ধ বয়সে এত—

বিরাট। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!
সত্যবাক্ তুমি পেয়েছি প্রমাণ,
রণযাত্রা পূর্ব্বে ব'লেছিলে মোরে
বিজয়ী হইয়া আমি ফিরিব অচিরে;
তখন বিশ্বাস হয় বচনে তোমার।
চল—একান্তই যদি অভিপ্রায়। [উভয়ের প্রস্থান]

(দ্রৌপদীর পুনঃ প্রবেশ)

দ্রৌপদী। কি অনর্থ,—কাণ্ডবিপর্য্যয়!
খেলিতে খেলিতে, দূত আসি দিল
সমাচার—হইয়াছে গোধন-উদ্ধার,
দুর্য্যোধন পরাজিত রণে। সে কারণে
উভয়ের বাদ বিসম্বাদে, কঙ্ক মুখে

বৃহন্নলা-সুখ্যাতি শুনিয়া—রুষ্ট রাজা
পুত্রের গৌরব হানি হ'তেছে বুঝিয়া
নাসিকায় অক্ষসহ মুষ্টির আঘাতে
রক্তপাত করিল নিমেষে, আর্য্যপুত্র
হস্ত আবরণে করিল নিরোধ তাহা,
পাছে হয় ধরাপৃষ্ঠ তপ্ত—কলঙ্কিত।
ওই এল ফিরিয়া উত্তর, কে বিজয়ী
গৌরবাধিকারী—শুনি অন্তরাল হ'তে।　[প্রস্থান]

(বিরাট ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

বিরাট। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ভাই! আমি বৃদ্ধ,
পুত্র প্রতি স্নেহবশে হয়েছি অবাধ্য।

যুধিষ্ঠির। তার জন্য কোন শঙ্কা নাই; কিন্তু কেবা
সেই সুরসেনা, অযাচিতে যে আসিয়া
করিল উদ্ধার—বিরাটের গোধন সমষ্টি?
আর শমীবৃক্ষে ছিল—অস্ত্রশস্ত্র বাঁধা,
কহিল উত্তর এ সকল, বিচিত্র কি নয়?

বিরাট। আসুক্ সে বৃহন্নলা,
আদ্যোপান্ত শুনি তার পাশে—

যুধিষ্ঠির। না, না মহারাজ! কায নাই
আসিয়া তাহার; দেখে যদি রক্তপাত মোর,
ক্রুদ্ধ সে অতীব—অনর্থ ঘটিতে পারে।

বিরাট। আরও সে বলিল না, আসিবে সে
সুরসেনা—দুই একদিন মধ্যে?
অপেক্ষায়ই থাকা যাক।
(দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়া জলপূর্ণ ভৃঙ্গার দিলে
যুধিষ্ঠির নাসিকা প্রক্ষালনে নিযুক্ত

সপ্তম দৃশ্য। গঙ্গাতীর।

কর্ণ আপন মনে বিচরণশীল, শকুনি ও তৎপশ্চাতে শ্যেনের প্রবেশ।

শ্যেন। তোমায় করি নমস্কার;
তোমার পেটে এমন বুদ্ধি
জান্‌লে ছাড়ি কি আর!
তোমার পায়ে নমস্কার, তোমার পায়ে নমস্কার!!
ঘোম্‌টা খুলে দেখ্‌তে গেলে বিভূত কিমাকার!!
নামটী যেমন কর্ম্ম তেমন মন্ত্রণাতে পারাবার!!
কি জানি ভাই সঙ্গে আছি কর্‌বে লোকে ছি!
ঢুক্‌তে গেলে গাঁয়ের মাঝে পড়্‌বে ঢিঢি কার!

শকুনি। কি হে শ্যেন?

শ্যেন। লোকে সব রাস্তায় বলাবলি কর্‌ছে এ কেমন ধারা দু'বার পঁয়তাড়া ভাজ্‌লে না, দু'বার তলোয়ার খ সান দিয়ে নিলে না, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দু'চার বার ক না, দু'বার চুলের মুঠি ধ'রে ঝাঁকানি দিলে না, বার তুমি একদিকে দাঁড়াও—ও একদিকে দাঁড়া চেঁচিয়ে লোক যড়ো কর্‌লে না, অমনি রণজয়?

শকুনি। ওহে, এ গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ, হাতের তলোয়ার হাতে থাক্‌তেই দু'খণ্ড হ'য়ে খপ্‌ ক'রে ভেঙ্গে পড়্‌লো। ক্যালিয়ে চেয়ে রইলুম, পালাই পালাই ডাক্‌ ছ শুন্‌লুম আমরা হেরে গেছি।

শ্যেন। শোনা কথায়ই বিশ্বাস ক'রে চলে এলে? যুদ্ধে তো এর আগের বারেই হেরে এলে হে?

শকুনি। কি জানি ভাই, সব যেন গন্ধর্ব্বেরই পালা যেদিকেই যাই—গন্ধর্ব্ব।

শ্বেন। ওরা সব মায়া জানে, মায়া জানে ; ঐ যে, ঐ দিকে কে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে ! পালা, পালা। (উভয়ের প্রস্থান)

কর্ণ। পরাজয়—যেইদিকে যাই,
একে তো ধিক্কৃত হ'য়ে—বাল্য হ'তে
অর্জ্জুনের সাথে—জিগীষায় জয়লাভে
সমর্থ হ'লেও, পরক্ষণে নিরাকৃত,
প্রত্যাহৃত হ'য়েছি সর্ব্বত্র। দাতা! দাতা!
চতুর্দ্দিকে শুনি দাতাকর্ণ নাম,
পুত্রশির করিয়া ছেদন—দাতাকর্ণ
নাম করিয়াছি ক্রয় ; রথী বলেও পরিচিত,
তথাপি উপর্য্যুপরি এই পরাজয় !
অর্জ্জুন ব্যতীত কেবা হেন শক্তিধর ?
দুর্য্যোধন করিয়াছে ভুল,
নিশ্চয় জীবিত তারা ; নতুবা বিরাট মধ্যে—
হ'তে পারি পরাজিত গন্ধর্ব্বের পাশে,
তা ব'লে বিরাট মধ্যে,—অথচ বিরুদ্ধে
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন,
ধার্ত্তরাষ্ট্র বিরাট বাহিনী।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। তুমি ভাই ! হেথায় একাকী ?
তুমি যদি হও বিমর্ষ এখনি,
অশনিপ্রপাত জ্ঞান দুর্য্যোধনশিরে।

কর্ণ। তার জন্য কোন চিন্তা নাই,
দুর্য্যোধন সঙ্গ তবু কভু না ছাড়িব।

দুর্য্যোধন। শুনেছ কি—পাণ্ডব তাহারা,
বিরাট যাদের কাছে—

কর্ণ। বুঝেছিও বটে !

দুর্য্যোধন। সেথা বাসুদেব আদি মিলিত হইয়া
করিছে চক্রান্ত ঘোর রণ আয়োজন ;
কিন্তু তারা প্রতিশ্রুত ছিল—
ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে হইলে দর্শন,
পুনঃ যাবে ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস।

কর্ণ। এ প্রশ্নের উত্থাপন করেছিল দ্রোণ,
কিন্তু ভীষ্মদেব করিয়া গণনা
সেখানেই দিলেন উত্তর, সাতদিন
হ'য়েছে অধিক—ত্রয়োদশ বর্ষ হ'তে।

দুর্য্যোধন। শুনিয়াছি অভিমন্যুসনে—উত্তরার
হ'য়েছে বিবাহ, উভয়ে সম্বন্ধসূত্রে
সম্বদ্ধ এখন। আমি আর বিলম্ব না
ক'রে—হই সৈন্য-সংগ্রহে তৎপর।

কর্ণ। তা ব'লে আমার কাছে আসিতে হবে না।

দুর্য্যোধন। নিশ্চিন্ত ?

কর্ণ। নিশ্চয়ই ; পুনরুক্তি বাতুলতা।

দুর্য্যোধন। আসি তবে। [প্রস্থান]

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। অঙ্গরাজ! কুরুপক্ষে থাকে যদি বীর—
ভীষ্ম, কর্ণ উভয়ই দুর্দ্ধর্ষ।

কর্ণ। এরি মধ্যে পক্ষাপক্ষ হ'য়েছে নির্ণয় ?
কৃষ্ণ কোন্ পক্ষে শুনি ?

কৃষ্ণ। কুরু ও পাণ্ডব—তুল্য বন্ধু মোর।

কর্ণ। তবু আছে কিছু বৈ কি !

কৃষ্ণ। তাই যদি জান, তবে জিজ্ঞাসা কেন বা ?
আসিয়াছি জিজ্ঞাসিতে ধনুর্দ্ধর !

পাণ্ডব কি অপরাদ্ধ এত
যার সনে বৈরতা নিয়ত ?
জান কি তাহারা—কে তোমার ?

কর্ণ। আমি অধিরথ-রাধার তনয়,
প্রয়োজন এত কি আমার—
কেবা সে পাণ্ডব—কি সম্বন্ধ তার সনে ?

কৃষ্ণ। অনুরোধ রাখ হে ধীমান্ !
কুন্তী গর্ভে জন্ম তব, পাণ্ডবেরা ভ্রাতা।

কর্ণ। কি কহিলে,—কুন্তীদেবী জননী আমার !

কৃষ্ণ। বিস্ময়ের কিছু নাই ; কন্যাকালে
দুর্ব্বাসারে করিয়া সন্তুষ্ট, লভি বর—
দিবাকরে করিয়া আহ্বান, পেয়েছে এ
অপূর্ব্ব সন্তান—কুন্তীদেবী দেবী সমা।

কর্ণ। এ সময়ে কিবা ফল—
জন্মকথা করিয়া প্রকাশ ?
আজন্ম রাধেয় ব'লে হ'য়ে পরিচিত,
নীচ বংশে জাত ব'লে—সমাজে ঘৃণিত,
ধিক্কৃত শিক্ষার স্থলে দ্রোণাচার্য্য পাশে,
প্রত্যাহৃত অধিগত বিদ্যা সমুদয়
জামদগ্ন্য ক্ষিপ্ত রোষে, আর আজ তুমি
অন্তর্যামী ! এসেছ জানাতে, পাণ্ডবেরা
সহোদর ভ্রাতা ? চতুরতা পাও নাই খুঁজে ?

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) সাধে কি এসেছি,
আছে যে একাঘ্নী অস্ত্র তব পাশে ;
অর্জ্জুনের প্রতি তব—সমধিক ক্রোধ।
হয় সেই অস্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে,
নতুবা লইতে হবে আয়ত্তে তোমারে !

কর্ণ। নীরব কি—বেদনা জাগিল ব'লে ?

কৃষ্ণ। ফিরে যাব ?

কর্ণ। ত্যজ্য যে—ত্যজ্যই থাক্।

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) জানি তুমি নরোত্তম। [প্রস্থান]

(কুন্তীর প্রবেশ)

কুন্তী। বৎস !

কর্ণ। কে, জননী ?—(হস্তাবরোধে অশ্রুবরিষণ)

কুন্তী। পাইয়াছ যদি পরিচয়,

কর্ণ। মাতা হ'য়ে পার নাই
এতদিন দিতে পরিচয়, আর আজ—
জননী ! জননী ! ফিরে যাও—ফিরে যাও,
সূতপুত্র আমি—রাধা মোর মাতা।

কুন্তী। বৎস ! অভিমানে ত্যজি গর্ব্বধারিণীরে—

কর্ণ। গর্ব্ভে ধ'রে যেই মাতা
দিতে পারে পুত্রে বিসর্জ্জন,—

কুন্তী। ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্ মোরে,
চল্ তুই জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজা হ'বি চল্।

কর্ণ। প্রলোভনে চাহ তুমি পুত্রের আস্বাদ ?
মাতা !

কুন্তী। ভ্রাতৃ অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে পারিবি ?

কর্ণ। মাতা পারে পুত্রে বিসর্জ্জিতে, আর আমি
তাঁর গর্ব্ভজাত পুত্র, আমি পারিব না
ভ্রাতারে বধিতে ?

কুন্তী। তবে ফিরে যাই ! (প্রস্থানোদ্যম)

কর্ণ। না,—না মা ! করিনু স্বীকার,
অর্জ্জুন ব্যতীত আমি
কারও অঙ্গে করিব না অস্ত্রের আঘাত !

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।　　　　কক্ষ।

ধৃতরাষ্ট্র উপবিষ্ট, ব্যাসদেবের প্রবেশ।

ব্যাসদেব। কুরুরাজ!

ধৃতরাষ্ট্র। তাত?

ব্যাসদেব। অলৌকিক এ ক্ষমতা; চক্ষুরত্ন নাই,
কিন্তু অনুভবে বুঝিবার এত শক্তি
কার? শব্দ মাত্র করিয়া শ্রবণ,

ধৃতরাষ্ট্র। তাত! কিবা হেতু আগমন?

ব্যাসদেব। আমি বৃদ্ধ, পূজ্য তোমাদের,
আশা করি—আমার নির্দ্দেশ,—

ধৃতরাষ্ট্র। কি এমন আজ্ঞা, যার তরে
ইতস্ততঃ—এ হেন সঙ্কোচ?

ব্যাসদেব। অম্বিকা নন্দন তুমি জ্যেষ্ঠ সবাকার,
বিচার বুদ্ধিতে সদা রাজন্য অগ্রণী;
পঞ্চভূত ল'য়ে এ প্রপঞ্চ,
পঞ্চবায়ু ল'য়ে এই প্রাণ,
প্রাণিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ পশু ও মানব;
বুদ্ধিবৃত্তি উভয়তঃ আছে, অল্প ও অধিক।
অল্প ব'লে—ইচ্ছামত বাঁধি তাহাদের,
গ্রাম্য যারা; কিন্তু বন্যে হেরি
ধরি বিপরীত পথ—কালান্তক
বিপদ গণিয়া। কিন্তু যারা সেইমত
বাগুরাদি পাশে—অস্ত্র আদি
প্রতিরোধ যোগ্য উপাদানে

ধৈর্য্য ও সাহসভরে করে আক্রমণ,
বজ্রও তখন—মেঘসম পলায়নে
দ্রুত—দূরে রন্ধ্রান্বেষী আত্মরক্ষা তরে।
কিন্তু নহে এত হেয় পাণ্ডব সেনানী,
পশুবিধি—সেথা হবে বলীয়ান্।
সংযমে বাঁধিয়া বাঁধ আসিয়াছে তারা
অজ্ঞাত আবাস হ'তে পুনঃ হস্তিনায়,
এ হস্তিনা চিরদিন বিজিত গৌরবে।
অনর্থক প্রজাক্ষয়ে জ্বালি কালানল,
রাজ্যের ঋদ্ধতা হানি—

ধৃতরাষ্ট্র। তাত!
একাদশ অক্ষৌহিণী যাদের সেনানী,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, জয়দ্রথ আদি
এ রাজ্যের যারা নিত্য বান্ধব—হিতৈষী,
স্পর্শ করে সীমান্ত তাহার,
শুধু বা পাণ্ডব কেন, সমগ্র জাতিও যদি
নির্ভীক হুঙ্কারে—বাধা দিতে আসে
ফিরে যেতে হবে তাকে শিরস্ত্রাণ রেখে।
মাগধ, কেকয়, মদ্র, পারস্য, কাম্বোজ
নানা দেশজাত বীর পণে বদ্ধ সবে
এ মহা আহবে দিতে প্রাণ অকাতরে।

ব্যাসদেব। ধৃতরাষ্ট্র! বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ তুমি;
দম্ভ বাণী করি পরিহার, রক্ষা কর
এই ভূমি রক্তাক্ত প্রবাহে।
ভূমিতে সৃজন হয় সব, ভূমিতেই
হয় পুনঃ লয়, করি অনুনয়—
সেই ভূমি রাখ শুদ্ধ; যাহা চাও দিব,
চক্ষুরত্ন চাও, বল—তাও দিতে

কুণ্ঠিত না হব, তথাপি—তথাপি রাখ
বরেণ্য এ ভূমি,—চূর্ণ গর্ব্ব সবাকার,
চিরন্তন জ্যোতির আধার, রাখ—রাখ।

ধৃতরাষ্ট্র। তাত! দেখিতেছি অঙ্গকান্তি তব,
নিষ্টপ্ত সুবর্ণ সম—

ব্যাসদেব। করহ স্বীকার,
চক্ষুরত্ন পাবে—করহ স্বীকার।

ধৃতরাষ্ট্র। তাত!

ব্যাসদেব। দেখিতেছি দুনিমিত্ত সকল চৌদিকে,
এখনো নিরস্ত হও, প্রাপ্য ধনে
করি অবহেলা—

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কুরুরাজ!

ধৃতরাষ্ট্র। কে, কৃষ্ণ?—পাণ্ডবের সখা?

কৃষ্ণ। করিতেছি সমর্থন এ যুক্তি আমিও।

ব্যাসদেব। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, নহ তুমি পাণ্ডবের সখা,
তুমি দীনবন্ধু, বিশ্বনাথ, জগত পাবন,—

কৃষ্ণ। বেদময়জীবিতসর্ব্বস্ব! বেদবেত্তা!

ব্যাসদেব। শোন কুরুপতি! হস্তিনার রাজা! পৃথিবীর
সমস্ত ভূপতি তব করতল গত,
পদানত—সর্ব্বভূমি সম্রাট্ আখ্যায়।
চাহ যদি পরিণাম,
চাহ যদি ফলাফল করিতে দর্শন,
বিশ্বাস যদ্যপি কর আমার বচনে,
কণ্ঠস্থিত মাল্য তব নিদর্শন রূপে
সাক্ষী রাখি বিশ্ববন্ধু বিশ্বের সমক্ষে
প্রত্যক্ষ দেখায়ে দিই কালের ভ্রূকুটী।

ধৃতরাষ্ট্র। শুনিতেছি বায়স চীৎকার, অনুভবে
বুঝিতেছি শিবাদল বিহরে দক্ষিণে,
বজ্রনাদে ভেঙ্গে পড়ে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী,
চন্দ্র, সূর্য্য সমকালে কক্ষভ্রষ্ট হয়।

ব্যাসদেব। নহে অনুভব. করহ প্রত্যক্ষ—
মাল্য যদি শুষ্ক হয়,—

ধৃতরাষ্ট্র। শুষ্ক মাল্য,
পর্য্যুষিত গন্ধ বুঝিতেছি ঘ্রাণে ; তাত !

ব্যাসদেব। অবহেলে ক'রো না নির্ব্বাণ,
নির্ম্মিত যা —সত্ত্ব উপাদানে,—
ভীষ্মের মহান্ ত্যাগে চির প্রাণময়।

ধৃতরাষ্ট্র। তাত ! দেখিতেছি বীভৎস কঙ্কাল,
শূন্য এ পৃথিবী, শূন্য অন্তরীক্ষ সম
যুদ্ধ অন্তে শ্মশানের কাল প্রতিচ্ছায়া।

ব্যাসদেব। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও এখনো রাজন্ !
তৈলপূর্ণে দীপ শিখা জ্বালায়ে রাখিতে
সকলেই পারে, কিন্তু তৈল আহরণে
অন্ধকার অমানিশা ভেদিতে নিমেষে,
প্রবাহিত জনসঙ্ঘে জাতীয় তরঙ্গে
ভেদ দণ্ডে নাহি ধ্বংসি শান্তির বৈচিত্র্য—

(দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র এ ভূমি।

শকুনি। (জনান্তিকে) তুমি বল ভাই ! তুমি বল, বৃদ্ধ যদি
মায়া মমতায়—কি জানি কি ক'রে বসে !

কৃষ্ণ। পিতৃব্য ! বিফল প্রার্থনা তবে ?

ব্যাসদেব। ধৃতরাষ্ট্র ! চলিলাম মোরা।

শকুনি। ঠিক হয়েছে, জোঁকের মুখে নুন, ঠিক হয়েছে।

ব্যাসদেব। ধৃতরাষ্ট্র! মনেও ক'রো না, এসেছিল
পাণ্ডব দুয়ারে, ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে
যাপিতে জীবন, এসেছিল অক্ষম বলিয়া
সাম্রাজ্যের অংশ নিতে শির নত করি।

(ব্যাস ও কৃষ্ণের প্রস্থান)

শকুনি। ভায়া! হ'য়েছিল আর কি,
দুর্য্যোধন না এলে—

ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু ইহা ভাল নাহি হ'ল।

শকুনি। ভালই হয়েছে ভায়া! ভালই হয়েছে।

দুর্য্যোধন। বিনা যুদ্ধে যদি দিব সাম্রাজ্য তাদের,
সন্ধি যদি হবে অভিপ্রেত,
কেন তবে রণ আয়োজন? কেনই বা
এ ব্যূহ গঠন, একাদশ অক্ষৌহিণী
করিয়া সংগ্রহ, নব নব এ প্রণালী
করিয়া উদ্ভব, কিবা ছিল প্রয়োজন—
প্রারম্ভেই যদি দিব প্রারব্ধ অনলে!

ধৃতরাষ্ট্র। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ
কিবা অভিমত করিছে পোষণ?

শকুনি। সবায়ের একমত ভায়া! সবায়ের একমত,
লালায়িত, রণবাদ্য হতে যতটুকু দেরী।

ধৃতরাষ্ট্র। সত্য কথা—আসে নাই যাচিতে পাণ্ডব,
আসে নাই বৃথা কপট কেশব,
পাছে অর্দ্ধ পথে ক্ষান্ত হয় রণ,
পাছে সন্ধি কথা হয় উচ্চারণ,
তারই এই মূল উৎপাটন, কেশব—কেশব?
(শশব্যস্তে) দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন!

লক্ষ্য মাত্র দ্রুপদ নন্দন, কুলগর্ব্ব
ভীষ্মদেবে—বহু ভাবে দেখেছি নাড়িয়া,
অটল প্রতিজ্ঞা তাঁর দুর্দ্ধর্ষ, দুর্ব্বার।

শকুনি। এখনো বাঁধেনি রণ, এখনো বাঁধেনি
রণ! দুর্য্যোধন! অন্ধ পিতা সমর বিমুখ,
তথাপি দেখিছ তাঁর উত্তেজনা কত?
মুখ রেখো—মুখ রেখো।

দুর্য্যোধন। ওই বাজে সমর দুন্দুভি,
আকাশ, পৃথিবী করি সম বিকম্পিত।
(লম্ফ প্রদানে গমনোদ্যম)

শকুনি। তোমার বক্ষঃখানা ঠিক রেখো।
(ত্বরিত পদে দুর্য্যোধনের বক্ষে হস্তার্পণ ও উভয়ের প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয় সঞ্জয়!

(সঞ্জয়ের প্রবেশ)

দ্বিতীয় দৃশ্য কুরুক্ষেত্র।

ভীষ্ম। ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে অন্যায় জেনেও
রাজপক্ষ করিনু আশ্রয়; একদিকে
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমাবেশ,
আমি বৃদ্ধ—সেনাপতি তার; অন্যদিকে
সপ্ত অক্ষৌহিণী—কেশব নায়ক;
যদিও সে অস্ত্র না ধরিতে প্রতিশ্রুত,
তথাপি সে চতুরতা করিতে নির্ভিন্ন
পারিব কি সাধ্যমত প্রয়াস পেলেও?
জরাজীর্ণ এই দেহ, স্নেহার্দ্র হইয়ে
হবে না তো অকর্ম্মণ্য স্থৈর্য্য সম্পাদনে?
নাতিগণে সম্মুখে নেহারি, পারিবে তো

যথাকালে—সম ভাবে বরষিতে বাণ ?
প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জ্জুন সমরে, দেবজয়ী—
পাশুপত অস্ত্র বলে বলী, কৃষ্ণ সখা—
সারথি তাহার, আমি প্রতিযোদ্ধা তার।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। পিতামহ! স্ফীত বক্ষঃ হেরি এ কেশরী ;
আশা করি—স্পর্শ মাত্র রণাঙ্গন
এই দীপ্তি দ্বিগুণ উদ্যমে, ভিন্ন করি
অরিব্যূহ,—ভীতি উৎপাদনে তা'দিগকে
পলায়নে করিবে প্রেরিত। এখনও
এই শক্তি—একাকী অনল শিখা উদ্গীরণে
উৎক্ষিপ্ত করিতে পারে সমবেত বাধা,
ছারখারে দিতে পারে আশা-অভিযান।

ভীষ্ম। মুখে বলা খুবই সহজ ; দুর্য্যোধন!
দেখ নাই অর্জ্জুনের রণ, কৃষ্ণ যেথা
কশাঘাতে সারথ্য করিছে, ভাব নাই
একবারও—কত শক্তি নিয়ে সে গাণ্ডীবী
অবতীর্ণ ধরাধামে নর-নারায়ন।

দুর্য্যোধন। ভীষ্ম ও কি করে নাই ভীতি উৎপাদন
এককালে রাজগণে কাশীরাজ গৃহে ?
ভার্গব সমান বীর—অবরোধে
দাঁড়ালে নির্ভীক কণ্ঠে ছাড়িয়া হুঙ্কার,
সে আদেশ করি প্রত্যাহার, পরাজয়ে
মসিরেখা—দেয়নি গৌরবে তার ?

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! ফিরে যাও,
কার্পণ্য করিয়া আমি করিব না রণ,
যতক্ষণ শাণিত শায়ক
করিবও না পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

দুর্য্যোধন। কতদিনে পারিবেন বধিতে পাণ্ডবে ?

ভীষ্ম। অজেয় পাণ্ডব।

দুর্য্যোধন। অজেয় যত্তপি, কেন তবে সৈনাপত্যে—

ভীষ্ম। কে তোমার হবে সেনাপতি ?

দুর্য্যোধন। বহু রথী রয়েছে আমার, এক কর্ণ—

ভীষ্ম। কর্ণ ? অর্দ্ধরথ যেবা ?

দুর্য্যোধন। আপনার উদ্ধত বচনে—করেছে সে
অস্ত্রত্যাগ, যাবৎ না—

ভীষ্ম। তুমি যাও, একমাসে বধিব তাদের।

দুর্য্যোধন। একমাস ? কর্ণ পারে পাঁচ দিনে তাহা।

ভীষ্ম। অশ্বত্থামাও বলেছিল
দশ দিনে করিবে সংহার ;
কর্ণ পারে পাঁচ দণ্ড দাঁড়াতে সম্মুখে ?
দুর্য্যোধন ! ত্যজি এই বাগ্ আড়ম্বর
কর্ম্মক্ষেত্রে হও অগ্রসর, কর্ম্ম যেথা
একমাত্র রণ ; সম্মুখে উন্মুক্ত অসি—[ভীষ্মের প্রস্থান]

(কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ)

শকুনি। হইয়াছে উত্তেজিত, খুবই উত্তেজিত !
বৃদ্ধ হ'লে কি হয়,
সহস্র বিপক্ষ যোদ্ধা রক্তাক্ত শোণিতে
ভূমিতলে লুণ্ঠিত নিমেষে ; একদিনে
রণজয়,—কি ভয়—কি ভয় ! (করতালি ও নৃত্য)

দুর্য্যোধন। কি বলিছ মাতুল ! তুমি যে উন্মাদ হ'লে ?

শকুনি। হব না উন্মাদ, হব না উন্মাদ ?
দুর্য্যোধন সসাগরা পৃথিবীর রাজা !
এল ব'লে, পাণ্ডবেরা এল ব'লে

দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ,
মার্জ্জনা চাহিতে দ্বারে অপরাধী সম।

দুর্য্যোধন। মাতুল! রঙ্গ রাখ; শিয়রে শমন,
তেমন আশ্বাস দিতে ভীষ্মও পারেনি।
অঙ্গরাজ! আমি ভাল করি নাই?
তোমার কি মত?

কর্ণ। কি?

দুর্য্যোধন। লইয়াছি নারায়নী সেনা? একদিকে
কৃষ্ণ, অন্যদিকে অর্ব্বুদ সেনানী?

কর্ণ। আমি তোমা দিতেছি আশ্বাস,
রণজয় নিশ্চয় করিব।

দুর্য্যোধন। পাঁচ দিনে?

কর্ণ। নিশ্চয়ই; এক আছে প্রবল অর্জ্জুন,
একাগ্নী যখন আছে করিনা সে ভয়ও।

দুর্য্যোধন। কিন্তু তুমি করেছ যে পণ,—ভীষ্মও তো
না করিবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন,—তবে—তবে?

কর্ণ। রণজয় উদ্দেশ্য যেখানে—

শকুনি। হইয়াছে বৃদ্ধের লালসা
নাম নিতে সমর বিজয়ী; থাক্—থাক্।

নেপথ্যে। সঞ্জয়! সঞ্জয়!

তৃতীয় দৃশ্য।　　কুরুক্ষেত্রের অপর প্রান্ত।

যুধিষ্ঠির। যুদ্ধারম্ভে ভীষ্মদেবে করিয়া প্রণতি,
ল'য়ে অনুমতি—লভি জয় আশীর্ব্বাদ,
সমর-উন্মাদ হ'য়ে হানিতেছি শর,

বধিতেছি নিরন্তর শত্রু সমুদয়।
আত্মীয় স্বজনে হেরি যুদ্ধার্থী প্রথমে
অবসাদে ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ত্যজিয়া
সমরে নিরস্ত্র হ'য়ে কহিল কেশবে—
চাহিনা রুধির লিপ্ত স্বরাজ্য উদ্ধার।
কৃষ্ণ তারে নানাবিধ প্রবোধ অর্পিয়া
উত্তেজিত ক'রেছে সমরে, ভীমসেন
গম্ভীর হুঙ্কারে গর্জ্জিছে নিপাতি শত্রু,
অযুত অসংখ্য বীরে ধূল্যবলুণ্ঠনে।

(বেগে ভীমের প্রবেশ)

ভীম। করিতেছি পণ—উরুভঙ্গে দুর্য্যোধনে
করিব নিধন,—শিরে বাম পদাঘাত,—
দুঃশাসনে রণস্থলে বক্ষঃ বিদারণে
উত্তপ্ত শোণিত পান রাক্ষস সদৃশ।

যুধিষ্ঠির। হইয়াছে রণোন্মত্ত; (প্রকাশ্যে) বিশ্রামে কিঞ্চিৎ
মস্তিষ্ক শীতল কর, তারপরে—

ভীম। বিশ্রাম, বিশ্রাম নাই; সেই অপমান,
সেই জ্বালাময় অন্তর্দাহ—দুঃশাসন-
কেশ-আকর্ষণ হ'তেছে প্রত্যক্ষ ওই,
ওই সেই দ্রৌপদী ক্রন্দনে— [বেগে প্রস্থান]

(কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। রচিয়া গারুড়ব্যূহ
করেছিল দুষ্প্রধর্ষ শত্রু আক্রমণ,
কোনমতে সে চাতুর্য্য হয়েছে নিষ্ফল।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ক্রুদ্ধ হ'য়ে তুমি কেন ধাও
পিতামহে? পিতামহে আমি যে বধিব?

কৃষ্ণ। না অর্জ্জুন! করিতেছি রক্ষা তোমা,
রাখিতেছি আবরণে—অন্তরালে ব'লে
পিতামহ শরক্ষেপে বিঁধিছে আমারে
দুঃসহ, শাণিত, তীক্ষ্ণ, তীব্র দাহকর;
ওঃ! (কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। এতই উন্মত্ত, দেখিতে পেলেনা মোরে;
ঐ, ঐ ভীম করিছে মথিত, সহ নৃত্য
নিখাতকদলীবৎ শত্রু সৈন্য রাশি।
ঐ, ঐ দুর্য্যোধন—ভীষ্ম প্রতি পুনঃ পুনঃ
করে অভিযোগ; ঐ, ঐ সব ছিন্নশির—
কবন্ধ আকার, লুটায় ধরণী বক্ষে;
নিশ্চিন্ত কোথায়, কার, কে বা এ জগতে!
[যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান]

(ভীমের পুনঃ প্রবেশ)

ভীম। মকর ও শ্যেনব্যূহে কিছুতে হ'ল না,
পুনঃ তাই আজি বিরচি মণ্ডলব্যূহ
পর্ব্বত সদৃশ রোধি গতি আমাদের
দাঁড়াইয়া পিতামহ কালান্তক যম;
আমরাও প্রতিরূপ বজ্রব্যূহ রচি
বজ্রনাদে গদাঘাতে পশি অরি কুলে
নাশি অশ্ব, গজ, রথ, সৈন্য সমুদয়
করিতেছি দুর্য্যোধন-হৃদয় কম্পিত।
ঐ, ঐ, দুর্য্যোধন—পিতামহে রোষ ভরে
মুহুর্মুহু শ্লেষবাণী করিছে প্রয়োগ;
ঐ, ঐ পিতামহ জলদ গম্ভীর স্বরে
দিতেছে উত্তর তার—বুঝিতেছি
অনিবার,—তথাপি না যদি পারি—
বৃদ্ধ আমি,—ক্ষম অপরাধ।

ঐ, ঐ পিতামহ—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে করে পুনঃ
পণ, সমবেতে শিখণ্ডীরে কর নিবারণ,
হয় আমি—না হয় পাণ্ডব
শীঘ্র হবে অপসৃত ধরণী হইতে। [প্রস্থান]

(কৃষ্ণার্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! নয়দিন ব্যাপী—হইতেছে
যুদ্ধ অবিরাম, না আছে বিশ্রাম কারও।
গাঙ্গেয় অপূর্ব্ব মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
রচিয়া সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহদ্বারে স্থিত,
আজি যদি না করি নিহত—

কৃষ্ণ। কি বলিছ, কারে তুমি করিবে নিহত?
ইচ্ছা মৃত্যু যেবা এ জগতে, বিনা তাঁর
ইচ্ছা উৎপাদন—সমরে পতন, কভু
কি সম্ভব? পিতৃবরে অজেয় যে তিনি।

অর্জ্জুন। তবে জেনে শুনে এই রণ আয়োজন,
অকারণ হাস্যাস্পদ—

কৃষ্ণ। এস নিই তার আশীর্ব্বাদ—সাধ যদি
থাকে রণজয়ে, মৃত্যুর উপায় তাঁর—
তাঁরই পাশে হই অবগত।

অর্জ্জুন। সেকি কথা?

কৃষ্ণ। অতীব নিগূঢ়;
যুদ্ধ অন্তে রাত্রিকালে করিব সাক্ষাৎ।
এখনও সন্ধ্যা হ'তে রয়েছে বিলম্ব,
শরক্ষেপে হ'য়ো না বিরত।

অর্জ্জুন। এ নিশিত তীক্ষ্ণ বাণ,
কতদিন সহিব কেশব?

কৃষ্ণ। অবসন্ন হ'য়োনা গাণ্ডীবী! হান প্রতি বাণ,
হোক্ সূর্য্য অবরোধ! (উভয়ের বেগে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।　　　　　　　　কুরুক্ষেত্র।

রথারূঢ় ভীষ্মের প্রবেশ ও দুর্য্যোধনের আগমন।

ভীষ্ম। শোন দুর্য্যোধন!
পুনঃ পুনঃ অহেতুক করি আক্রমণ,
বিরক্ত—ব্যথিত তুমি করিছ আমারে;
যাও ফিরে, পুনঃ পণ—
না আসে শিখণ্ডী যদি সম্মুখে আমার,
করিব পাণ্ডবকুল সমূলে নির্ম্মূল;
সমগ্র দেবতা যদি নিবারিতে আসে,
তথাপি নিস্তার নাই; পৃথ্বি! পৃথ্বি!
স্থির হও, আজি শেষ দিন।
হয় ভীষ্ম—না হয় পাণ্ডব বধ।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! উত্তম প্রস্তাব;
সমগ্র কৌরব শক্তি—ব্যর্থ আজি তার,
শিখণ্ডীরে নাহি পারে বাধা দিতে যদি। [বেগে প্রস্থান]

(রথোপরি কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। পিতামহ! স্বীয়মুখে মৃত্যুর উপায়
কহিয়াছ গতরাত্রে পাণ্ডব সকাশে,
পাণ্ডবও সচেষ্ট আজ পালিতে আদেশ।

ভীষ্ম। এত কাছে, এত কাছে? এস নেমে
দেবতা মণ্ডলী, কর রোধ ভীষ্মের শায়ক,
সাধ্য নাই একা কৃষ্ণ কিম্বা গাণ্ডীবীর।
(মুহুর্ম্মুহু বাণ বরিষণ)

কৃষ্ণ। রক্ষা নাই, রক্ষা নাই,
ক্ষাত্রধর্ম্ম হইল বিচ্যুত ;
রথগতি ফিরাইতে হ'ল।

ভীষ্ম। কোথায় ফিরাবে? ভীষ্ম যাবে সাথে সাথে ;
না আসে যগ্যপি সেই নররূপা নারী
দেখিব তোমারে আজ পারের কাণ্ডারী ;
দেখিব তোমার প্রিয় শিষ্য ধনঞ্জয়
কেমন অপরাজেয় শক্তিবলে বলী ?

কৃষ্ণ। না, না পিতামহ ! আবার ধরিনু অস্ত্র ;
আত্মরক্ষা করিতে সে বার,
এবার বধিতে তোমা ;
যতক্ষণ আছে করে চক্র সুদর্শন,
কখনো দিব না আমি বধিতে অর্জ্জুনে।

ভীষ্ম। কেমন ?—
করেছিলে প্রতিজ্ঞা না দুর্য্যোধন পাশে
না ধরিবে অস্ত্র কভু কৌরব বিপক্ষে ?
করায়েছি ভঙ্গ সেই পণ—সার্থক জীবন।

অর্জ্জুন। কি করিছ ! কি করিছ !
পিতামহ নিক্ষিপ্ত শায়ক
সকলই সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত করিছে মোদের,
আর মোরা অহোরহ বাণ বরিষণে
সাধ্যমত জ্যা-আকর্ষণে—একটী ও কি
পারি না সকাশে তাঁর অর্পিতে অঞ্জলি ?
সকলই বিফল হ'ল, কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !
ভগ্ন রথ ও বুঝি হয়।

ভীষ্ম। সূর্য্যদেব ! ক্ষান্ত হও,
তোমারেও অস্তাচলে যাইতে দিব না,
বধিতে না পারি যদি সভ্রাতা অর্জ্জুনে।

লহ কৃষ্ণ ! লহ উপহার ;
রাখ তব অর্জ্জুনে জীবিত।

নেপথ্যে। সত্যব্রত !

ভীষ্ম। ব্যর্থ মোর করিলি শায়ক ; (অস্ত্রত্যাগ)
ওই আসে শিখণ্ডী সম্মুখে।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কপটের চূড়ামণি !
কপটতা করিয়া আশ্রয়,
নারীকে সম্মুখে ধরি চাহ রণ জয় ?
সেই মুখ, সেই স্বর, সেই সে জিগীষা,
সেই সে ক্রোধান্ধ দৃষ্টি, ঈর্ষা জ্বালাময়ী
জন্মান্তর করিয়া গ্রহণ, ভোলে নাই
অপহৃতি কাশীরাজ গৃহে ; নর রূপে
পরিচিত হ'লেও সমাজে, আমি কিন্তু
দেখিতেছি—সেই নারী, পূর্ব্বকৃতবৈরি—
কাশীরাজসুতা স্বয়ম্বৃতা জ্যেষ্ঠা অম্বা।
দুর্য্যোধন ! দুর্য্যোধন ! অন্ন ঋণ মুক্ত
আজ শান্তনু নন্দন, অনুযোগ তরে
আসিতে হবে না আর পিতামহ ব'লে ;
চলিল সে অস্তাচলে জনমের মত।

নেপথ্যে। সঞ্জয় ! সঞ্জয় !

কৃষ্ণ। ছেড়ো না তথাপি ভীষ্মে,
যতক্ষণ নাহি হয় শরশয্যা তাঁর।

ভীষ্ম। পূর্ব্বজন্মে ছিল আশীর্ব্বাদ, নাহি হ'ল
ক্ষত্র হ'য়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শিতে ; কিম্বা
পরাজয় শুনিতে হ'ল না। পিতা ! পিতা!
শান্তনু ! শান্তনু !

পঞ্চম দৃশ্য। কুরুক্ষেত্র।

কৃষ্ণ। অন্যায় সমরে ভীষ্মে করিয়া নিপাত,
অভিশাপ লভিল অর্জ্জুন—গঙ্গা দেবী
হ'তে, নরকে করিতে হবে বাস;
উপায় তাহার—অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে
স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে
মৃত্যু যদি হয়, হবে ক্ষয় ইহকালেই;
পতিব্রতা পত্নী তা' উলুপী—যথাকালে
করিবে সাধন। কিন্তু এই অসম্ভব
হ'ত কি সম্ভব—অস্ত্র ধরিব না ব'লে
কর্ণ যদি না করিত প্রতিজ্ঞা এমন?
একাঘ্নী যে রয়েছে এখনো। সংশপ্তকে
নিয়োজিত মোরা, যুধিষ্ঠিরে বন্দী তরে
সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য করিছে প্রয়াস,
চক্রব্যূহ করেছে নির্ম্মাণ,—অভেদ্য সে
অভিমন্যু বিনা। সে আহবে—দিল প্রাণ,
সপ্তরথি হইয়া বেষ্টিত—সুকুমার
ষোড়শ বর্ষীয় বীর কৃষ্ণ-ভাগিনেয়।
শুনি সে বিষম লোম হর্ষণ—কাহিনী,
মৃত্যুর কারণ—ব্যূহদ্বার-অবরোধী
পাপী জয়দ্রথে করিতে নিধন, পণে
বদ্ধ ধনঞ্জয়,—সূর্য্যাস্ত না হ'তে কল্য
বধিব নিশ্চয়—পুত্রঘাতী সে অধমে।
সে প্রতিজ্ঞা করিতে নিষ্ফল, দ্রোণাচার্য্য
রাখিয়াছে আবরি তাহারে, পথ ছাড়
অনুনয়ে—গুরুপাশে মাগে সে করুণা।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! নাহি দিল গুরু অনুমতি,
বিনা বধ তাঁর—সকলি নিষ্ফল ;
আশ্রিত রক্ষার্থে তিনি বদ্ধ পরিকর।
ব্রহ্মবধ—গুরুবধ কেমনে বা সাধি ?

কৃষ্ণ। অশ্বত্থামা হত ইতি—অস্ফুট স্বরেতে
গজ উচ্চারিয়া, পুত্রশোকে বিহ্বল করিয়া,
তাঁরেও করাতে হবে অস্ত্র ত্যাগ রণে ;
সে সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন শীর্ষচ্ছেদে তাঁর
লবে প্রতিশোধ পূর্ব্বকৃত পিতৃ-অপমান ;
তোমারও সন্ধান—জয়দ্রথ হবে বধ।
এস মহারথ! সেইকাল উপস্থিত এবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

(দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। আর নয়, আর নয়, ক্ষান্ত হও রণে।

দুর্য্যোধন। পিতৃবধ অপমান—প্রতিশোধ নাহি
নিতে চাও ? কি শীতল রক্তের প্রবাহ,
বুঝিতে না পারি আমি।

অশ্বত্থামা। মহারাজ! আপনারই মঙ্গল কারণ,
বলিতে হ'তেছে হেন অসঙ্গত বাণী।

দুর্য্যোধন। জয়ী পক্ষ সন্ধি সর্ত্তে সম্মত কি হবে ?

অশ্বত্থামা। আমি পদে ধরি সম্মত করাব।
তথাপি এ রাজবংশ—
যুধিষ্ঠির পরম উদার, লভ তার
সমীপে আশ্রয়।

দুর্য্যোধন। পাদুকা লেহন ? ক্ষত্র হ'য়ে
পৃষ্ঠ প্রদর্শন ? না—না গুরুপুত্র!
হেন অনুরোধ করোনা আমারে ;

কর্ণে আমি সেনাপতি করি—

অশ্বত্থামা। ভীষ্মদেব দশদিন, পিতা পাঁচদিন
নিরন্তর যুদ্ধ ক'রে—যে পাণ্ডবে
বধিতে নারিল,—কর্ণ সেথা কি করিবে ?

দুর্য্যোধন। কর্ণই বা কি বলিবে আমায় ? আছে তার
একাঘ্নী সহায় ; একা সে অর্জ্জুনে যদি
বধ করা যায়—জয় সুনিশ্চয়।
সে যে বাল্যের সুহৃদ্, যৌবনে সহায়,
তার দানই যে আমার পৃথ্বীশ্বর খ্যাতি।
এস বীর !— [উভয়ের প্রস্থান]

(রথোপরি কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। যুধিষ্ঠির আসিছে সমরে, কিন্তু লক্ষ্য
প্রধান অর্জ্জুন ; ভীমপুত্র ঘটোৎকচ
করিয়াছে দুর্য্যোধনে ভীম আক্রমণ,
আর্ত্তনাদ ছাড়িতেছে ওই।

(দুর্যোধনের পুনঃ প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। রক্ষা কর, রক্ষা কর আবাল্য সুহৃৎ !
বিনা ঐ একাঘ্নী প্রহার,—ঐ,—ঐ

কর্ণ। আমি যে রাখিয়া দিছি অর্জ্জুনের তরে।

দুর্য্যোধন। থাকি যদি বেঁচে, তবে তো অর্জ্জুন, ঐ,—ঐ—

কর্ণ। তাই হোক্, রাজ ইচ্ছা হউক সম্পূর্ণ। (একাঘ্নী নিক্ষেপ)

দুর্য্যোধন। ভাই ! ভাই ! রক্ষা তুমি
করিলে আমারে,—এ ঋণ অপরিশোধ্য।

কর্ণ। তৎপরক্ষায় না পেলাম তিলেক সময়
অন্ত অস্ত্র করিতে সন্ধান, বুঝিলাম—

বিধি বাম—বিধি বাম ; এস রাজা !
যুদ্ধ ক্ষান্তি সহজে হ'ল না। (উভয়ের প্রস্থান)

(রথোপরি কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সখা ! সখা ! হইয়াছে রণজয়।

অর্জ্জুন। কি রকম ?

কৃষ্ণ। এরি জন্য বলেছিনু—
নাহি হ'তে উপস্থিত কর্ণের সম্মুখে ;
হইয়াছে একাগ্নী নিষ্ফল, উদ্দেশ্য সফল।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। একাগ্নী নিষ্ফল বটে,
কিন্তু হইয়াছি আহত বিষম।

অর্জ্জুন। শিবিরে ফিরিয়া যান।

যুধিষ্ঠির। আমি কিন্তু রহিলাম অপেক্ষায়,
কর্ণবধ শুনিতে ত্বরায়।
[একদিকে কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভিন্নদিকে যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান]

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। সত্য বটে,—অমিত বিক্রম
এই রাধার নন্দন. হেন রণ
দেখিনি জীবনে ; কিন্তু তাও গেল,
জয় আশা তিরোহিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে
ক্ষীণ হল জীবনের ও আশা ; এইমাত্র
আসিতেছি দেখে—রথ চক্র করিয়াছে গ্রাস।

(দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। হা বাল্য সুহৃদ্ !
এও আজ হইল দেখিতে।

অশ্বত্থামা। কি হবে আর অনুশোচনায়,
আসুন শিবিরে। (উভয়ের প্রস্থান)

নেপথ্যে। সঞ্জয়! সঞ্জয়!

ষষ্ঠ দৃশ্য। কক্ষ।

উপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র ও দণ্ডায়মান সঞ্জয়।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! সঞ্জয়! আরও কি শুনিতে বল?
সেই কর্ণ হইল নিহত, যেই কর্ণ
বীরগণে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধন তরে
চিত্রাঙ্গদ রাজধানী রাজপুরস্থিত
স্বয়ম্বর সভা হ'তে রাজভগ্নী হরি'
স্থাপিল হস্তিনারাজ্যে লক্ষ্মী সমা যেবা,
জরাসন্ধ যার রণে সন্তুষ্ট হইয়া
মালিনী নগরী শ্রেষ্ঠ করিল প্রদান,
অঙ্গদেশ অধিপতি, চম্পার শাসক,
বিশ্বশ্রেষ্ঠ বীর খ্যাতি লভিল জগতে;
যে বীর-বৃষভ—বৃষভ সদৃশ কারেও
না করিত কদাপি ভ্রূক্ষেপ;
দেবগণ মধ্যে যথা ইন্দ্রের প্রাধান্য,
শরবর্ষী মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ সেইমত;
যেইজন দুর্য্যোধন উন্নতি কারণ
সমগ্র রাজন্যবর্গে করপ্রদ করি
শীর্ষস্থিত মণিচয় উপহার দিয়া
পৃথিবীপতির আখ্যা করিয়াছে দান,
সেই বীর নিহত দ্বৈরথ যুদ্ধে—
একথা কি বিশ্বাস্য সঞ্জয়?

সঞ্জয়। সপ্তদশ দিন হইল অতীত
কুরুক্ষেত্রে সম ভাবে চলিয়াছে রণ,
কাল অষ্টাদশ দিন, শল্য সেনাপতি।

ধৃতরাষ্ট্র। আর শল্য! বলেছিনু বার বার তারে
কাল রণে কায নাই আর, শুনিল না;
একে একে বসিয়াছি বিসর্জ্জন দিতে
শত পুত্রে কুরুক্ষেত্রে নিজেরি প্রমাদে।

সঞ্জয়। ক্ষান্ত হ'ন, এ পশ্চাৎ অনুতাপ—
দগ্ধমাত্র করিবে সুকৃতি, ধৈর্য্য আদি
সত্বসার—বিকৃতিতে হবে পরিণতি।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! সঞ্জয়! বার্দ্ধক্যের অবলম্বন
একমাত্র সন্তানই জগতে, শূন্যরাজ্যে
আর কি করিব? প্রজাশূন্য—পুত্রশূন্য
রাজ্যই শ্মশান, আমি সেই শ্মশানের—
অন্তিম স্মারক, ভূপ্রোথিত দণ্ড সম
শোচনীয়—দীন।

সঞ্জয়। এরি মধ্যে অমঙ্গল কেন, দুর্য্যোধন
গিয়েছে সমরে—গদা করে,
বলভদ্র হ'তে যেই শিক্ষা লাভ।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! সঞ্জয়! মৈত্রেয়ের অভিশাপ
নাহি কি স্মরণে? উরু ভঙ্গে সে আমার—

সঞ্জয়। কুরুরাজ! দূত এসে দাঁড়াল দুয়ারে।

(দ্রুত প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র। ঐ, ঐ বুঝি সংবাদ আসিল,
ফুরাইল সব; সঞ্জয়! সঞ্জয়!

(সঞ্জয়ের প্রবেশ)

সঞ্জয়। সপুত্র শকুনি—পশুবৎ
হ'য়েছে নিধন, সে যে কি বীভৎস,
শোচনীয় সহদেব হাতে—
ঐ, ঐ পুনঃ সাঙ্কেতিক দূত আগমন।

(পূর্ব্ববৎ প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! বিদুর! হা পিতৃব্য!
প্রত্যক্ষ দেখেও আমি শুনিনি তখন ;
অন্ধ বুঝি বুঝেও বোঝে না। সঞ্জয়! সঞ্জয়!
উৎকণ্ঠায় শুষ্ক কণ্ঠ মোর ; মুহুর্ম্মুহু
এই যে আতঙ্ক এই বুঝি জীবন্তে নরক।

(সঞ্জয়ের পুনঃ প্রবেশ)

সঞ্জয়। শল্যও নিহত, অশ্বত্থামা সেনাপতি।

ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র! ধৃতরাষ্ট্র! এখনো শুনিবে?—

সঞ্জয়। আরও দুঃসম্বাদ, শ্রান্ত দুর্য্যোধন—
বিশ্রামার্থে উপস্থিত দ্বৈপায়ন হ্রদে।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! সঞ্জয়! পাষাণ—পাষাণ,
আরো যদি কিছু থাকে, শুনাও—শুনাও—
নির্ভয়ে শুনাও, ধৃতরাষ্ট্র সতত প্রস্তুত।
সঞ্জয়! সঞ্জয়!—পুনঃ কোথা যাও?

সঞ্জয়। পুনরায় সমাগত দূত। (প্রস্থানোদ্যম)

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন! ঐ, ঐ বুঝি
শেষের সংবাদ;—সঞ্জয়! সঞ্জয়!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।		শিবির।

দ্রৌপদী। বিড়ম্বিত এ জীবন,
নারী প্রাণ কত সহে আর ?
এইমাত্র যে বেণী সংহার
উরু ভঙ্গে সাধিলেন মধ্যম পাণ্ডব,
উত্তেজিত গুরুপুত্র সঙ্গোপনে পশি
ঘুমন্ত সে শিশুগণে বিনাশি নিশীথে
সঙ্কটে সঙ্কটবাদ সাধিল আবার,
হায় প্রাণ কত সহে আর ?

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। ভদ্রে, শুনিয়াছি অত্যাচার ;
ক্ষত্রিয় কি এত বীর্য্যহীন,
এত ভীরু, এত হীন সার
প্রতীকার করিতে নারিবে !
গাণ্ডীবী কি রয়েছে ঘুমন্ত,
গাণ্ডীবী কি ভুলেছে সকলি !
কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, করিতেছি আমিও শপথ,
ব্রহ্মশক্তি রুদ্ধ করি বদ্ধ করি তারে
আনিব তোমার দ্বারে করিয়ে অতিথি,
নাহি পারি তাহা যদি—

দ্রৌপদী। অভিমন্যুবধে কাতর অন্তর,—

অর্জ্জুন। সেই শল্য উৎপাটিত হয়নি এখনও,
পায় নাই যোগ্যশাস্তি কৌরব সেনানী,
রাজ্য প্রাপ্তি দেয় নাই সান্ত্বনা তেমন,
তদুপরি এ লোম হর্ষণ,

জুগুপ্সিত সংঘটন, নীতি বহির্ভূত,
শ্রবণেরও যা অতীত—সহিতে তা' হবে ?
কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, শোন মোর শেষ কথা ;—
সেইদিন তব শোক অপনীত হবে,
সেইক্ষণে পাবে তুমি যথার্থ আশ্বাস,
যখন সে আততায়ী শরণার্থী হ'য়ে
দাঁড়াবে আনত নেত্রে ভূমি-লগ্ন-মুখে—

দ্রৌপদী। ক্ষান্ত হও তৃতীয় পাণ্ডব,—

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হব ? বীর ভোগ্যা তুমি না দ্রৌপদী ;
তব মুখে হেন উক্তি হেয়, ভিত্তিহীন,
লক্ষ্যবেধী অর্জ্জুনের নহে কি কলঙ্ক ?
বিলম্ব না সহে আর,
চলিলাম রুদ্ধশ্বাসে উন্মাদ আগ্রহে,
উন্মুক্ত করিতে ঘৃণ্য চৌর্য্য অপরাধ,
শাঠ্য নীতি—ছলে বলে শত্রুর নিধন।

দ্রৌপদী। যেও না, যেও না,—করি নিবারণ,
রণোদ্যমে ক্লান্তবপু—

অর্জ্জুন। অশ্বত্থামা ! অশ্বত্থামা !— (প্রস্থান)

দ্রৌপদী। কালানল জ্বলিল আবার, অনল কি
কভু নিভিবার ? গান্ধারীর শত পুত্রে
করিয়া নিহত, পিতামহ ভীষ্মদেবে
নিরন্তর শরাঘাতে করিয়া শায়িত,
এখনো কি হয় নাই ধরণী শীতল ?
এখনো কি পাপ রাশি করিয়া সঞ্চয়
পাণ্ডুকুল গৌরব অঙ্কুর—

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদী! ধৈর্য্যই বিপদে শান্তি, শোকেতে সান্ত্বনা,
আত্ম-প্রীতি জাগরূকই নিয়তই বিধি।

দ্রৌপদী। অন্তর্যুদ্ধে নিয়তই স্থির,
নাম তাই যুধিষ্ঠির,
নির্ব্বিকার, অপ্রমত্ত, সংযত, শঙ্কর।
স্বামী! (কিয়ৎপরে) এরি মধ্যে সব উত্তেজনা
থেমে গেল অমৃত পরশে,
শান্ত, সৌম্য সংসর্গের এমনই প্রভাব,
এইজন্য হোমান্তেই দধিক্ষেপ বিধি।

যুধিষ্ঠির। প্রিয়ে! বাৎসল্যের সজীব পরশ
অন্তরেতে ঘন ঘন হয় অনুভূত;
এ যেন মথিত সুধা, পুলক সিঞ্চন,
কায়াহীন বায়ুস্পর্শ মলয়, সুগন্ধি।
দাম্পত্যের হেন গ্রন্থি অবিচ্ছিন্ন, পূত,
ধরাতলে স্বর্গের সমষ্টি,—
যাগ, যজ্ঞ সমুদয় সমবায় হেথা।
সুখ বুঝি দুঃখেরই সংঘাতে,
মন্থনেই অমৃত উদ্ভব।

দ্রৌপদী। হেন স্বামী নারী ভাগ্যে সদা অভীপ্সিত,—
সংসার সুখেরই তার,
চির অবিক্ষোভ যেথা সতত বিরাজ;
এ স্নেহ বন্ধন—মনোরম, পারগামী।
কিন্তু এক বিপদ বিষম
নূতন আকারে আসে গ্রাসিতে পাণ্ডবে;
উত্তেজিত তৃতীয় পাণ্ডব, ব্রহ্মবধেও
হবে না কাতর—হয়েছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ যেথা সারথি দ্রৌপদী,
আবেদন, নিবেদন নিষ্ফল সেখানে।

জান না কি—রণারম্ভে গাণ্ডীবী যখন
আত্মীয় বান্ধবে হেরি বধ্যের আসনে,
সময়ে নিবৃত্ত হ'য়ে কাতর বচনে—
শরক্ষেপে অক্ষম জানালে,
জনার্দ্দন কিছুতে তা' শুনিল না কাণে।

দ্রৌপদী। তথাপি, তথাপি স্বামী!
যা হ'তে শিখেছ শস্ত্র,
যা হ'তে হয়েছ রথী,
যা হ'তে এ ক্ষত্রগর্ব্ব রেখেছ অম্লান,
যা হ'তে সার্থক নাম স্বরাজ্য স্থাপনে,
তাঁরই জীবনজাত গৌতমীনন্দনে
বধ' যদি অশ্বত্থামা ধনে, হবে না কি
হীন বল—পরপারের সম্বল?
পুত্র শোক কত যে দারুণ, কেহ যেন
নাহি করে ভোগ; স্বামী!
যেমন করিয়া পার কর নিবারণ,—
কর রোধ দীর্ঘশ্বাস তার;
উত্তরার গর্ভেতে এখনও—

যুধিষ্ঠির। চল প্রিয়ে!
হাতে ধ'রে ল'য়ে যাই ইন্দ্রিয়ের পারে,
পরপারে—পারের কাণ্ডারী
যেথায় রয়েছে হরি মায়ার পশ্চাতে।
বুঝিলাম—কাছে পেলে পাওয়া নাহি হয়,
পেতে গেলে—আত্মজয়ই পরম নির্বৃতি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য নদীতীর।

নিভৃতে অর্দ্ধোপবেশনে শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। কুরুকুলে পাণ্ডুকুলে ঘটায়ে বিচ্ছেদ,
লোকে বলে—দুটী কুলই করিনু নির্ম্মূল।
(হাসিয়া) আমি কি কারণ তার?
পৃথিবী যে পাপ ভার সহিতে পারে না;
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ করিতে পূরণ
নিরন্তর বক্ষোভেদি ভক্ষ্যের সৃজনে,
নিত্য নব উপাদানে উপবন সম
সাজাইয়া প্রকৃতিরে বিবিধ ভূষণে,
আশা, তৃষ্ণা, হাহাকার তবুও ঘোচে না।
দুর্য্যোধনে কেবা নাহি জানে; কি অভাব
ছিল তার,—একছত্র পৃথিবী ঈশ্বর;
পৃথ্বীখ্যাত যত যোদ্ধা, রথী, মহারথি
সকলেই তার পক্ষ—তার অনুরাগী;
তথাপি কেন যে তার মূলোচ্ছেদ!
কেনই বা পাঞ্চালীর পঞ্চরত্ন পাত?
পক্ষপাতই যদি উদ্দেশ্য হইবে,—
ঠিকই তো কেনই বা বলিবে না লোক!
সুভদ্রা নন্দন—কৃষ্ণ ভাগিনেয়
অভিরাম অভিমন্যু বংশের অঙ্কুর—
তাও যাবে, তাও যাবে; আমি কি করিব?
নারী! মারী! তুমি যদি রক্ষা নাহি কর,
তৃণ সম স্রোতে ভেসে যাও,—
পৃথিবীর রক্ষা ভার তোমারই উপর।

(অশ্বথামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। গুপ্তঘাতে শিশুবধে হেন বিভীষিকা !
রাজ প্রীতি করিতে সাধন,
উরুভঙ্গ উত্তেজনা না করি দমন—
করিলাম এ অকার্য্য, প্রায়শ্চিত্ত
নাহি তার, সাথে সাথে দগ্ধ অনুতাপ।
পালাবার নাহি স্থান, তিল মাত্র
না আছে বিশ্রাম, পাপ পরিণাম
সন্তর্পিত পাদক্ষেপ—অলস কম্পন !
সমাগত তৃতীয় পাণ্ডব.
নাহিকো নিস্তার ; আছে এই
শেষের সম্বল—যজ্ঞ উপবীত,
তথাপি, তথাপি প্রাণ রক্ষণীয় সদা।
[আচমনান্তে দণ্ডবৎ অবস্থান]

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কি প্রচ্ছন্ন শক্তির আবেশ !
অবশ হইয়া আসে কায়, ধনুর্ব্বাণ
মুষ্টি হ'তে খ'সে প'ড়ে যায়, এতই কি
নিরুপায়, এতই কি নিঃসহায় ; কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ। (আত্ম-প্রকাশ করিয়া)
ছেড়ো না, ছেড়ো না তবু, আততায়ী বধে
ব্রহ্ম বধ পাপ নাহি হবে,—এইমাত্র
দ্রৌপদীরে বলিয়া এসেছ, দ্রোণপুত্রে
ক্ষমা নাই—

অর্জ্জুন। অক্ষম, অক্ষম আমি, শক্তিহীন ;
ব্রহ্মতেজ করিতে দমন, অধিকৃত
শস্ত্রবিদ্যা অপারগ মোর,
ব্যর্থ মন্ত্র আস্ফালন। হে ব্রহ্মণ !

কৃষ্ণ। ধৈর্য্য ধর; ক্ষত্রিয়ের পলায়ন,
পরাজয় দ্বিতীয় মরণ, যুদ্ধ বিনা
অন্য ধর্ম্ম নাই, উন্মুক্ত এ স্বর্গদ্বার,—
যেবা সুখী—সেই পায় এই অধিকার।

অর্জ্জুন। আমিও এ গঙ্গাজলে করি আচমন,
করিতেছি পণ—ফিরিব না রণস্থল হ'তে।

কৃষ্ণ। পার্থ তুমি, শিষ্য তুমি মোর।

অর্জ্জুন। ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মতেজ বড়ই ভীষণ!

কৃষ্ণ। তথাপি কাম্যই রণ।

অর্জ্জুন। এ যে কি জ্বলন,—অনির্ব্বাচ্য, সর্ব্ব অঙ্গ
আবৃত করেছে, অতি কাছে—অতি কাছে।

অশ্বথামা। ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মতেজ কোথা মোর আর,
শব্দ মাত্রে পরিণত, হৃতসার,—
কীট দষ্ট, নির্ব্বাপিত সুপ্ত শিশুবধে।

কৃষ্ণ। অলক্ষ্য এ রণ—হইতেছে অনুক্ষণ,
নহে দৃশ্য শুধু, দৃষ্টি মনোরম,
হ'তেছে আবহমান কালের আবর্ত্তে।

অশ্বথামা। করিয়াছি ভুল, মহাভুল;
তুমি কি জান না—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান,
প্রবঞ্চনা, রমণীহরণ,
গুপ্তঘাতী, শিশুনাশী
আততায়ী আখ্যা ধরে শাস্ত্রীয় বিধানে।
এই মাত্র সুপ্ত শিশু বধে
নিজ হাতে ব্রহ্মতেজে নির্ব্বাপিত করি,
শরণ্য হইতে গিয়া বিপন্ন হ'য়েছ,
নিজেই হ'তেছ দগ্ধ নিজেরি প্রতাপে।

অর্জ্জুন। এতক্ষণে ধরেছি তোমারে,

কোথা যাবে নীচাশয় !
নিজ মুখে অভিব্যক্ত করেছ নীচতা।
ব্রাহ্মণ অবধ্য জেনেও করিয়াছি পণ,
কি শাস্তি এমন দিব ?—কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ। কর বাক্য-অনুযায়ী কায।

অর্জ্জুন। উষ্ণীষ হইতে মণি করিনু হরণ,
শীর্ষজাত কেশ মুষ্টি সহ ;
পাশে বদ্ধ করি এবে ব্রাহ্মণ অধমে,
নিয়ে যাই কৃষ্ণাপাশে কৃত কর্ম্মফলে।

(উভয়ের প্রস্থান)

কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! তব অপরাধ—
অতিরিক্ত দুর্য্যোধন প্রীতি ;
এই যুদ্ধ বর্ণাশ্রমে করিয়া আঘাত
প্রজাক্ষোভ করিছে সৃজন, ক্ষুব্ধ প্রজা
সমুচ্ছ্রিত পতাকারই গর্ব্ব সংহারক।
কুরুক্ষেত্র রণ—আমারি কারণ,
কৌশলে হনন করি অভিমন্যু ধনে
কৌরব পাণ্ডব বংশ করেছি নিধন।
পাণ্ডু কি কৌরব নয় ? এ কি শুধু
অতীত সংগ্রাম ? উত্তরার অংশে যেই বীজ
রাখিয়াছি করিয়া গোপন,
আমার কলঙ্ক হবে তখন মোচন,
যখন—

(বিদুরের প্রবেশ)

কি বিদুর ! হাসিতেছ কেন ?
ধর্ম্মরূপে শূদ্রে ধ'রে রাখিয়াছি ব'লে ?

বিদুর। দেখিতেছি লীলা লীলাময়,
সন্ন্যাস হইতে বড় সংসার আশ্রম
কত রূপে অঙ্কিত করিছ।

কৃষ্ণ। আমি করিতেছি ?

বিদুর। মাণ্ডব্যের অভিশাপে
শূদ্র রূপে লভেছি জনম,
তুমি কি কারণ নও হে মধুসূদন ?

কৃষ্ণ। তুমি ও কথা বল ? চোর্য্য অপরাধে
না হ'লে মাণ্ডব্য ধৃত, মাণ্ডব্য না
ধর্ম্মচ্যুত হলে,—শূদ্র শিরে না ধরিলে
ধর্ম্ম কোথা রহিত বিদুর ?
আমিও কি ধর্ম্মচ্যুত নয় ?
সারথ্য করিব ব'লে কৌরব সমরে
ধরি নি কি অস্ত্র আমি ভীষ্মের বিপক্ষে ?
ধর্ম্মচ্যুত নহে কেবা এ ধরায়,
চাণক্যের মহানীতি—সকলেই
সব জানে নয়, আমিও মানব,
মানবেরই মধ্যে করি বাস,
অন্তঃসার মানবের শ্রেষ্ঠত্ব যেটুকু
তাহাই সম্বল মোর, সেথায়ই আসন,
অযোধ্যা কি স্থান বিশেষের নাম ?
গোপ কি জাতির আখ্যা ?—বিদুর !

বিদুর। এত'তেও হাসিব না ? কুরুক্ষেত্র রণে
শত শত বীরের নিধনে, করুণা না
উপজিয়ে—দিগ্বিজয়ী হাসি প্রস্রবণে
রেখেছ জাগ্রত জীবে,
আর আমি না হেসে রহিব ?
চতুর ! ভক্তরে করিলে বড়

স্বীয় মান, আত্মশ্লাঘা হইবে সুগম,
হেন রাজনীতি, ভাণ, অভিনয়
না বুঝিবে যদ্যপি বিদুর,

কৃষ্ণ। চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, ত্বক্ ও জিহ্বার
হইয়াছে সর্ব্বত্র অসাড়, তুমি যতই কর—
দ্বারকায় ফিরিবার হয়েছে সময়।

বিদুর। সত্যই তো ; ষোড়শ সহস্র গোপী
রয়েছে সেথানে, সমস্বরে করে আবাহন,
উত্তর অয়নে ভীষ্মে না করি তর্পণ,
না করিলে পলায়ন,
কুঙ্কুম আবীর ল'য়ে হোলী খেলা
কে খেলিবে সেথানে এমন ?

কৃষ্ণ। বিদুর !
সুচতুর নট নাম তবুও গেল না ;
এত কঠোরতা নিয়ে, কপটতা দিয়ে
স্বায়ত্ত শাসনে করি সাম্রাজ্য স্থাপন,
অনুযোগ—দোষারোপ শুনিতে শুনিতে
কর্ষণেই কৃষ্ণ নাম সার্থক ভূষণ।

বিদুর। প্রতিপলে প্রলয়ের সূত্রপাত হয়,
বিরুদ্ধের সমাবেশ না আসিয়া যদি
বাধা দেয় ভাবস্রোতে ; কর্ম্মযুগ হ'তে
ভাব যুগ—এত ভয়াবহ, এত স্রোতস্বান্।

কৃষ্ণ। (সবিস্ময়ে) বিদুর !

বিদুর। লীলাময় !

কৃষ্ণ। কি বলিছ ?

বিদুর। হিংসাস্রোতঃই হিংসা নয়,
অর্জ্জুনেরে উপদেশ ছলে

নানারূপে বিবৃতি করেছ, বুঝিলাম—
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র এই সে অন্তর।

কৃষ্ণ। বিদুর! (টানিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যম)

বিদুর। কেন, আমি কিসে অপরাধী?

কৃষ্ণ। যেখানেই জাতির গঠন,
অন্তর প্রতিষ্ঠা, রাজনীতি—
বর্জ্জনীয় তাহা।

বিদুর। নিদ্রিতও শোনে, মৃতও চীৎকার করে,
তাই তার প্রশান্তি কারণ—

কৃষ্ণ। ছিঃ।—(শ্রীকৃষ্ণের টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। কক্ষ।

উত্তরা। ডালি দিয়া জীবিত সর্ব্বস্বে
হৃত রাজ্য হইল উদ্ধার;
আকাঙ্ক্ষার সর্ব্ববিধ বাঁধ
ভবিষ্যের একমাত্র স্নেহের পুতলি।
স্বামী! সপ্তরথী হইয়া বেষ্টিত,
বীরত্বের পূর্ণ গর্ব্বে হ'য়ে উদ্ভাসিত,
উত্তরার সাধ শুধু অসম্পূর্ণ রাখি
চলে গেলে পূর্ণোদ্যমে চির পূর্ণ লোকে।
শূন্য প্রাণ পড়ে থাক্ মোর,
অন্ধকারে—হাহাকারে দীপশিখা ধ'রে।
ওতো নয় সপ্তরথী—সপ্ত সে সমুদ্র;
একটী সমুদ্র হ'তে চন্দ্রের উদ্ভব,
আমার এ পূর্ণচন্দ্র সপ্ত সমুদ্রের
আলোড়নে—সংমন্থনে চির কীর্ত্তি শুভ্র;
সে চন্দ্রের আছে ক্ষয়,

ষোলকলা ষোলটী দেবতা
পর্য্যায় ক্রমেতে করে পান,
রাহুগ্রস্তে হ'য়ে যায় ম্লান, আর
আমার এ চাঁদ—অক্ষয় অনন্তস্পৃষ্ট,
অস্তমিত নাহি হয় কভু ; চিরদিন
সমভাব, নিপীড়নেও থাকে সমুজ্জ্বল।
একি, কার এই অদৃশ্য আঘাত,
রুদ্ধ, তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, আমার এ
গর্ভস্থ শিশুরে চায় করিতে বিনাশ ?
অবলা, আশ্রয়হীনা বিধবা যে আমি।
স্বামী ! স্বামী !

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। লোকনিন্দা ভূষণ আমার,—কত দিক্
করি পরিহার ? লোকতঃ যদ্যপি কটু—
ভাগিনেয়বধু সনে নিভৃতে আলাপ,
তথাপি যে কেমন স্বভাব ? উত্তরা !

উত্তরা। কপটকে আর বিশ্বাস করি না।

কৃষ্ণ। উত্তরা !

উত্তরা। তুমি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী, জেনে শুনে—

কৃষ্ণ। উত্তরা ! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া)
সর্ব্বজ্ঞত্বই অপরাধ মোর।
(একদৃষ্টে মুখপ্রতি চাহিয়া, স্বগতঃ)
নারী, পরাভূত আমি তব পাশে।
(প্রকাশ্যে) উত্তরা ! প্রার্থনীয় কিছুই কি নাই ?

উত্তরা। কি বলিব, কি এক প্রচ্ছন্ন শক্তি—

কৃষ্ণ। বুঝিয়াছি,—দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত শকতি—

উত্তরা। স্মৃতিও বিলুপ্ত হবে!

কৃষ্ণ। আর কি প্রার্থনা নাই?
ঐহিক সমস্ত সুখে দিয়া জলাঞ্জলি,
আর্য্য নারী—আর্য্য প্রতিভার পুণ্যমূর্ত্তি!
হেন তেজস্বিতা—দৃঢ় চিত্তা, একাগ্রধ্যায়িনী,
সুপবিত্রা, বিজয়িনী—

উত্তরা। (উদ্দেশ্যে, স্বগতঃ) স্বামী!

কৃষ্ণ। স্বামী সনে আত্মত্যাগ সে অতি সহজ;
কিন্তু এই আমরণ—
কৃষ্ণ করে যুগ সৃষ্টি?
নারী শক্তি কিছু নয়?

উত্তরা। আত্মশক্তি মূলে যেগো! তোমারি করুণা।

কৃষ্ণ। উত্তরা! পুত্র তব হবে সর্ব্বজয়ী,
আসমুদ্র হিমাচল পৃথিবী শাসনে।

উত্তরা। এই জন্য হৃষীকেশ!
তোমার সান্নিধ্য লোক করে আকিঞ্চন। (পদানত)

কৃষ্ণ। এরি জন্য গৌরব আমার,—
সতী পূজা সৌভাগ্য অর্জ্জনে।
বিশ্বে যদি শক্তি কিছু থাকে,
গঙ্গা সম সুপবিত্রা এই তেজস্বিতা;
এর কাছে পরাভূত নিখিল ঐশ্বর্য্য।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! শুনিলাম তুমি
দ্বারকায় যেতে সমুদ্যত,
এ সময়ে কিছুতেই যাওয়া নাহি হয়;
উত্তরার নিরাশ্রয় আতপ্ত জীবনে,

পাণ্ডুকুলে কুলহীন দুস্তর সাগরে
ফেলে দিয়ে চলে যদি যাও,
কুরুকুল গৌরব ভাস্বর—অতীতের
বংশধর উপবাসে র'বে নাকি চেয়ে—
অমৃত এ জল বিন্দু আশে,
কুরুক্ষেত্র রণে দৃপ্ত—অতৃপ্ত লালসা ?

কৃষ্ণ। থাকিতে এ আর্য্যমাতা, আর্য্য অন্তঃপুরে
জাগরিতা ব্যাঘ্রী সম আবরি শাবকে,
সাধ্য কি সেথায় পশে
শ্যেনদৃষ্টি সতত লোলুপ ?—যুধিষ্ঠির !
এই সাম্য, সপ্রফুল্ল উদার নীতিতে
চির পূজ্য, পুণ্যশ্লোক রাজা যুধিষ্ঠির
সুবিখ্যাত আর্য্যগ্রন্থ ভারতেতিহাসে।
এ ভারত গাথা নহে অতীতের ছবি,
প্রত্যক্ষ, জাগ্রত, দীপ্ত, ফলিত সর্ব্বত্র।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ ! ফলাফল করিয়ে নির্ভর
কর্ম্মক্ষেত্রে হ'য়ে অগ্রসর, নাহি হ'ল
তোমারে দর্শন, নাহি হ'ল আত্ম পরিচয় ;
কুরুসূর্য্য ভীষ্মদেবে অন্যায় সমরে
নিপাতি শিখণ্ডী দৃষ্টে জাগায়ে বিতৃষ্ণা,
এ গৃহ বিবাদ জ্বালি দ্বিগুণ উদ্যমে
সেইতো রাজ্যেরি অঙ্কে ফিরিতে হইল,
সাক্ষীরূপে রেখে শুধু উত্তরা জননী
ব্রতক্ষামা, শুচিস্নাতা এ ব্রহ্মচারিণী।
চোখে রেখে অকীর্ত্তির এই নিদর্শন,
কীর্ত্তিশুভ্র সিংহাসন লাভ,
এত কি গৌরবময় ?
যেথায় আদর্শরূপে প্রখ্যাত ভুবনে—

রাজ্য ত্যাগে ভ্রাতৃস্নেহ রেখেছিল রাম,
যেথা শিবি রাজা করেছিল দান
কপোতের প্রাণ—স্বমাংস কর্ত্তনে,
সেথা ক্ষত্রগ্লানিরূপে দিয়ে পরিচয়
করিলাম ভাল অভিনয়।

কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির!
সংসার আবর্ত্তে ভাসে তৃণসম নর,
জয় পরাজয় কে করে নির্ণয়;
তুমি আমি নিমিত্ত কেবল।

যুধিষ্ঠির। এ বড় কঠিন।

কৃষ্ণ। নররাজ! তুমিও কঠিন বল?

যুধিষ্ঠির। প্রত্যেক চরণক্ষেপ ভয়ের কারণ;
বুঝিয়া চলিতে যদি হয়, বোধ হয়—
শশকেরও গতি মানে পরাজয়।

কৃষ্ণ। সত্য যুধিষ্ঠির,
স্থিরতাই অগ্রগামী, সর্ব্ব উর্দ্ধে স্থিত।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। এ স্থৈর্য্যের অধিকারী কূটস্থ চৈতন্য।
এরই নাম পরমাত্মা, অব্যয়, অচিন্ত্য।

যুধিষ্ঠির। এরি জন্য প্রণম্য হে তুমি।

কৃষ্ণ। এরি জন্য কুরুপক্ষ না করি আশ্রয়,
পাণ্ডুপক্ষে যোগদান—দাসত্ব আমার।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! লিপ্ত আর নাহি কর পাপে,
নীচ হ'তে অতি নীচ দাসত্ব আখ্যায়।

কৃষ্ণ। আমি যে ধর্ম্মের দাস, কর্ম্মের সেবক।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। সমাগত উত্তর অয়ন, ভীষ্ম উক্তি
করহ স্মরণ ; ইচ্ছামৃত্যু মহারথি
অস্ত্রত্যাগ সনে—করেছেন অভিব্যক্তি
মৃত্যু তাঁর উত্তর অয়নে। দলে দলে
আসিতেছে মহর্ষি মণ্ডলী, ভীষ্ম তীর্থে
পুণ্যরাশি করিতে সঞ্চয়, মনে হয়—
পূতস্পর্শে অবসিত কুরুক্ষেত্র রণ।
দুরন্ত সে অক্ষক্রীড়া পণে
কুরুলক্ষ্মী দ্রৌপদীর বস্ত্রের হরণে—
যে যজ্ঞের হ'য়েছিল মহা অধিষ্ঠান,
ভীষ্ম বধে উদ্‌যাপন তার।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন কি উপনীত সেথা ?

বিদুর। উভয় পক্ষীয় বীর সম্মিলিত জানি।

কৃষ্ণ। বিনা গাণ্ডীবীর
রসাতল উৎক্ষিপ্ত সলিল,
নাহি হবে সমাধি ভীষ্মের ;
এরি জন্য কুরুপক্ষে নেতৃত্ব তাহার,—
এরি জন্য ধনঞ্জয় সর্ব্বাপেক্ষা বীর।

যুধিষ্ঠির। তাই কি কৌরব পক্ষ আশ্রয় কারণ ?

কৃষ্ণ। বীর চাহে সমযোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বী রণে ;
ভীষ্মের নিশিত ক্ষিপ্র বাণের সম্মুখে
দাঁড়াইবারও শক্তি যদি ধরে—একমাত্র
প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুন আমার। বৃদ্ধ ব'লেই
বীর্য্যহীন নয়, যদ্যপি সে উভয় বীরের
অনর্গল বাণের প্রহারে—সূর্য্যগতি
হইত নিরোধ, ধ্বংস হ'য়ে যেত' জীব।

বিদুর। তাই স্থিতি রক্ষার কারণ
অর্জ্জুনের সাথে সখ্য, সারথ্য তোমার।

যুধিষ্ঠির। কতরূপে থাক যে কোথায়।

কৃষ্ণ। আসি মা এখন, দেখা হবে সময় অন্তরে।
(একদিকে উত্তরা ও অন্যদিকে সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।　　　　রণাঙ্গন।

(শরশয্যাশ্রিত ভীষ্ম, উভয় পার্শ্বে মহর্ষিবর্গ সমাসীন)

ভীষ্ম। আমি বৃদ্ধ, পূজ্য, পিতামহ,
পরম সাদরে—পাণ্ডুবীরগণে
অজস্র অজস্র বাণ উপহারে
বীরের কাঙ্ক্ষিত শয্যা করেছে রচিত।
দেখিলাম পিতামহ প্রীতি, দেখিলাম
আগ্রহ তাদের, দেখিলাম ক্ষিপ্রহস্তে
বাণ বরিষণ, সন্তুষ্ট পরম,
ভূমিস্পর্শ করিতে হল না,
বৃদ্ধের সম্মান তারা অক্ষত রেখেছে।
(উদ্দেশ্যে) কর্ণ! বিমর্ষ হয়ো না, শিখণ্ডীয়ে
বাধা দিতে পার নি বলিয়া,
হেয়জ্ঞান ক'রো না নিজেরে।
আমি জানি বীরত্ব তোমার,
অর্জ্জুন বিজয়ী বটে কৃষ্ণের কাপট্যে;
কিন্তু তব সম বীর খুব কম দৃষ্ট হয়।
ধৈর্য্যগুণে অদ্বিতীয় তুমি, শস্ত্রগুরু
দ্রোণাচার্য্য—তোমাকেই কৃতার্থ মানিয়া,
রাধাসুত ব'লে দিল খেদাইয়া,
প্রবঞ্চিয়া সমন্ত্রক শস্ত্র শিক্ষা দানে।
তারপর ক্ষত্রান্তক রামে—গুরুরূপে

করিয়া আশ্রয়, সহিষ্ণুতা পরীক্ষার
দেছ পরিচয়, শলভে উদ্ভিন্ন করি
উরুদেশ—রক্তস্রোত বহায়ে দিয়েছে,
তথাপি হওনি ক্লান্ত—পাছে তিনি
নিদ্রাভঙ্গে অসন্তুষ্ট হন। কর্ণ, কর্ণ,
পিতামহে কর জল দান। কই কৃষ্ণ,
কোথা বা অর্জ্জুন, এখনো এল না?
যুধিষ্ঠিরও সঙ্কীর্ণতা প্রশ্রয় দিতেছে?

(কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির ও বিদুরের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কেন পিতামহ, এই যে এসেছি মোরা।

ভীষ্ম। কিবা হেতু অধোমুখে?
করেছি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ? কপট!
ইচ্ছা হয়—শরশয্যা হ'তে উঠি পুনরায়
আক্রমণ করি—নর নারায়নে;
অস্ত্রত্যাগ করেছি যদিও,
তথাপি এমন—প্রতিদ্বন্দ্বী পাব না যে আর।
দেহে বল রয়েছে এখনো,—এখনও—

(আক্রমণোদ্যত)

কৃষ্ণ। পিতামহ!

ভীষ্ম। এতটা বিলম্ব ক'রে আসিতে কি হয়?

কৃষ্ণ। পিতামহ!

ভীষ্ম। আহত কি হইয়াছ এত?

কৃষ্ণ। পিতামহ!

ভীষ্ম। এখনো কি পেতেছ যন্ত্রণা?

কৃষ্ণ। পিতামহ!

ভীষ্ম। বুঝেছি বক্তব্য,
কিছু নাহি প্রার্থনা আমায়;

অন্তিম শয়নে—সেই দৃশ্য পড়িছে স্মরণে,
সেই যুদ্ধ—চন্দ্র, সূর্য্য, সকম্পিত
রাহু গ্রাস সম, সেই সে সময়ে
বিপন্ন অর্জ্জুনে হেরি ক্রুদ্ধ হ'য়ে যবে,
উত্তরীয় স্খলিত হতেছে—
তথাপি হানিছ বাণ,
করিতেছ চক্রের সন্ধান,
সেই সে আরক্ত মুখে ভীষ্মে অভিযান—

কৃষ্ণ। পিতামহ!

ভীষ্ম। না—না কেশব, সে তো ক্রোধ নয়,
সে যে তব ভীষ্ম প্রতি অপার করুণা;
আমি বৃদ্ধ, শিষ্য তব,
আমারে যশের চক্ষে উন্নত আঁকিয়া,
স্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে—পাপের পশরা
স্বীয় শিরে করিয়া বহন, জনার্দ্দন!
দেখায়েছ ভক্ত বাৎসল্যের চরম,—
সেই ভক্ত প্রীতি হোক্ অন্তিম সম্বল।

কৃষ্ণ। পিতামহ! হোক্ তবে প্রলয় দুর্ব্বার,—

বিদুর। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ক্ষান্ত হও, অতীতের গাথা!

কৃষ্ণ। পিতামহ! পরাজিত আমি সেই রণে,
শুধু কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে? না আসিত যদি
শিখণ্ডী সেখানে, ত্রিপুর দহনে যথা
গোরূপা পৃথিবী, হত সেই মত সবই,—
অবশেষে পরাজয়ও অদৃষ্ট লিখন।

ভীষ্ম। জয় পরাজয় সম জ্ঞান যার,
হোক্ সেই অন্তিম সম্বল।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ!

ভীষ্ম।
ভারত ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য এ রাজ্য তোমার।
ওঃ, বড় তৃষ্ণা, কর্ণ! কর্ণ!

নেপথ্যে। পিতামহ! এই যে এনেছি জল।

ভীষ্ম। বিনা ভোগবতী করিয়া খনন,
এ তৃষ্ণার নিবারণ কভু কি সম্ভব?
অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। পিতামহ! বাণ বিদ্ধ করি রসাতল,
উত্থিত সলিল হোক্ তৃষ্ণা নিবারক। (তথাকরণ)

কৃষ্ণ। বিশ্বভয় করিতে মথন
ছিল ভীষ্ম—ভীষ্ম নামে রাজ্য সংস্থাপক,
যুধিষ্ঠির! রাজ্য রক্ষা ধর্ম্মের খ্যাপক।

যুধিষ্ঠির। দুর্য্যোধন করেও তো প্রজাগণ
পরম সন্তুষ্ট ছিল,
আমি কি নূতন আর করিব বিধান?

কৃষ্ণ। কি করিবে—ভীষ্মের আদেশ; দুর্য্যোধন!
মনে পড়ে,—একদিন দুর্ব্বাসা আসিলে
আতিথেয়ে সন্তুষ্ট করিয়া চেয়েছিলে
বর—পাণ্ডব নিধন? সেই সে দুর্ব্বাসা
যুধিষ্ঠির সন্নিধানে উপনীত হ'লে,
যুধিষ্ঠির হাস্য মুখে প্রত্যভিবাদনে
সন্তোষে সন্তোষ নিল সর্ব্বস্ব মানিয়া।

বিদুর। কার্য্য কাল আমার কি হয় নাই শেষ?
হৃষীকেশ!

কৃষ্ণ। বিদুর! যমরূপী ধর্ম্ম তুমি,
ছিলে রুদ্ধ শত বর্ষ কুরুক্ষেত্র রণে;
শাপ বিমোচনে পুনঃ ফিরিবে সাধ্যায়ে,
সাধ্য কার করে রোধ তার?

বিলম্বে কি প্রয়োজন আর, এস সবে—
মিলনের মহাক্ষেত্রে,
সমবেত একতায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়
ভ্রাতৃত্ব নিরবচ্ছিন্ন রাখি সমতায়।
(সকলে ভীষ্ম প্রতি প্রধাবিত হইল)

পঞ্চম দৃশ্য ।　　　কক্ষ ।

ধৃতরাষ্ট্র । নৌকাডুবি, করিলাম নৌকাডুবি,
রথী মহারথি থাকিতে সকলি
করিলাম ভরাগাঙ্গে নৌকাডুবি শেষে।
অন্তর্বাহ্য অন্ধ কি সকলি ? সব গেছে,
ধৃতরাষ্ট্র রাষ্ট্রহীন আজ।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর । তবে আর বসে কেন ?

ধৃতরাষ্ট্র । কে, বিদুর ?

বিদুর । কুরুরাজ !

ধৃতরাষ্ট্র । উপহাস করিতেছ কেন ?
দুগ্ধ ফেননিভ শয্যার বদলে
বসিয়াছি ধরাসনে ব'লে ?

বিদুর । যুধিষ্ঠির দত্ত অন্ন উচ্ছিষ্ট সমান,
মুখে আর না করি প্রদান,—

ধৃতরাষ্ট্র । বিদুর ! বিদূরিতে এই ভূমি,
হাতে ধ'রে নিয়ে যাবে তুমি ?
আবর্জ্জনা সদৃশ এ কায়, কে বহিবে
শোভাসম শিরে—যুধিষ্ঠির বিনা ভাই ?
ইচ্ছা করে—এই দণ্ডে যাই—

বিদুর। সেই যুধিষ্ঠির—যার ধ্বংস তরে
জতুগৃহে জ্বালিতে অনল, বিষদানে
পাণ্ডুগণে—নৃশংসতা করিতে সাধন
তিলমাত্র কার্পণ্য কর নি, সভাস্থলে
দ্রৌপদীরে—বাহুবলে করি আনয়ন,
দুঃশাসন করে করি ঘোর অপমান,
ভ্রাতা যে দায়াদ—অংশ ভাগী
দেছ তার যোগ্য প্রতিদান,
সেই যুধিষ্ঠির হ'তে উদর পূরণ,
ঘৃণিত, তাচ্ছিল্য হ'য়ে দিন অতিপাত—

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! বিদুর! আমি যাব, এইদণ্ডে যাব,
সেইখানে যাব—যেথা
নির্ব্বাণ সমাধি ক্ষেত্র মৌন হিমাচল
অতীতের স্মৃতি সব মুছাইয়া দিবে,
সেইখানে জীবনের অবশিষ্ট কাল
কৃষ্ণ ধ্যানে—কৃষ্ণ নিমগনে
রচিব অন্তিম শয্যা কৃষ্ণ সুধা পানে।

বিদুর। যাবে কুরুপতি! সত্য যাবে?

ধৃতরাষ্ট্র। যাব, যাব, তুমি মোর অসময় সাথী,
বিপদে যে সহায়ক সেই তো বান্ধব।

(গান্ধারীর প্রবেশ)

গান্ধারী। আমিও যে যাব সঙ্গে—সঙ্গে ল'য়ে জ্বালা—
শত পুত্র নিধনের অনির্ব্বাণ চিতা,
ধূ ধূ জ্বলে যাহা সম অগ্নি শিখা।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! বিদুর! দেখ্—দেখ্, গৃহদাহ
আমিই করি নি, কুরুক্ষেত্র রণ শুধু
আমিই রচি নি; প্রবৃত্তির এ সঙ্ঘর্ষ
প্রতি জীবে প্রতিভাত—যবনিকা পাত।

গান্ধারী ! গান্ধারী ! তুমি তা' পারিবে ?
পুত্রশোক শল্য তুমি ভুলিতে পারিবে ?
দশ মাস দশ দিন গর্ভেতে ধরিয়া
লালন পালনে করি বর্দ্ধিত তাদের,
স্নেহরসে পুষ্ট করি ভুলিতে পারিবে ?
রে বিদুর ! মাতা বুঝি ভুলিতে না পারে।

গান্ধারী। আমি যাব, আমি যাব স্বামী।

বিদুর। প্রতিশোধ আশে যদি যাও,—

গান্ধারী। প্রতিশোধ কার প্রতি দিব ?
প্রতিশোধ—আত্মাতে আত্মার।

ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারী ! গান্ধারী ! মহীয়সী এত নারী।
চল তবে অর্দ্ধাঙ্গিনী,
জীবনের স্বতঃলব্ধ অমৃত সঙ্গিনী,
পূর্ণ, স্বচ্ছ, শান্ত তপোবনে,—
যেথায় বিলীন হয় কামনার রাশি।
সংসারের মধ্যে থেকে এই আত্মজয়
শিখিতাম পূর্ব্ব হ'তে যদি মনোরমে !

গান্ধারী। আর যদি এনে কাষ নাই, চল স্বামী !
চল—এই দণ্ডে এই ভূমি ত্যজি—

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর ! ভাই ! উপদেশামৃত পানে তব,
ধৌত করি কালিমা সমূহ, চিত্ত যেথা
অচঞ্চল—রবে সদা চিন্ময় চরণে।

[বিদুর সহ গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থান]

সঞ্জয়। (প্রবেশ করিয়া) একি ! শূন্য যেন সব,
রাষ্ট্রগতি নীরব—নিথর,
কৃষ্ণহীনও জনপদ এ ভাবে এমন
বিষাদ কালিমা বক্ষে করেনি ধারণ ;

নির্ব্বাপিত দীপ, অনুমান—অন্তর্হিত
ধৃতরাষ্ট্র নিধি। অন্ধ ছিল সত্য বটে,
কিন্তু হেন রাজনীতি সুনিপুণ মেধা
সুচতুর কৃষ্ণেতেও ছিল কি সন্দেহ ?
আমি তো সকলি জানি,—ঘরে ব'সে
কুরুক্ষেত্র সংবাদ সমূহ, নখে নখে
করিয়া ঘর্ষণ,—করি আলোচনা,
কি অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণ প্রতিভার
প্রতি পলে দেছে পরিচয়।
"সঞ্জয়" "সঞ্জয়" নামে করিয়া আহ্বান,
প্রতি প্রশ্ন করি সমাধান, অন্ধ তবু—
দেখিতেছে চক্ষের সমক্ষে
গগন বিদারী সেই তুমুল সংগ্রাম ;
চক্রব্যূহ করিছে নির্ম্মাণ,
নিজেই ভাঙ্গিছে, নিজেই গড়িছে পুনঃ।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। সঞ্জয়! পিতৃব্য কোথায় ?

সঞ্জয়। আপনি যেমন জানেন, আমিও তেমনই।

যুধিষ্ঠির। হন্ত দন্ত হ'য়ে আসিতেছি—
চারিদিকে অমঙ্গল হেরি, পুত্র শোকে
ম্রিয়মান পিতৃব্য আমার, তদুপরি
রাজ্যভ্রংশ—আত্মঘাতে উদ্যত করে নি ?
তুমি জান, ঠিক জান ? একে অন্ধ,
কতদূর যাওয়ার সম্ভব ? সঞ্জয়!
ত্বরা করি গিয়া দেখ—গঙ্গাজলে
ঝম্পদানে—প্রাণত্যাগ করে নাই তিনি ?

সঞ্জয়। কি জানি কি হইল এমন,—এই বাস—
চিরদিন একত্রাবস্থিতি,
এই এক রাষ্ট্র চিন্তা নিয়ত তাঁহার
ধ্যান, জ্ঞান, জপ্যমন্ত্র ছিল সাধনার।
অকস্মাৎ এ বিকার—আত্মঘাতস্পৃহা,
অকস্মাৎ এই তিরোধান, নাহি জানি—
কি মহা বিপদ পুনঃ করিবে সূচনা!

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। বিপদের সম্ভাবনা নাই ; চিরশান্ত
শান্তিময় ধামে—শান্তি আশে করেছে গমন।

যুধিষ্ঠির। আমি যাব ; কোথা তিনি—
আমি তাঁরে ফিরায়ে আনিব।

নারদ। আর কেন, এই যাত্রা—শেষ যাত্রা তাঁর।

যুধিষ্ঠির। গান্ধারীও আছে তাঁর সাথে ?

নারদ। তিনিও সঙ্কল্পবতী,
পতি সাথে দিতে প্রাণ সমচিতা পরে।

যুধিষ্ঠির। হা পিতৃব্য! আমি তব মৃত্যুর কারণ ;
ইচ্ছা ছিল—সেবিব চরণ, পুত্রহীনে
বুঝিতে দিব না আমি পুত্রের অভাব।
এই রাজ্যলাভ, তুচ্ছ রাজার উপাধি
কি এমন দিবে প্রীতি,
র'বে স্থির যুধিষ্ঠির পিতৃব্য বিহনে!
শেষ ক্রিয়া অন্ত্যেষ্টিও করিতে পাব না ?
বুঝিবা এ পুত্রহন্তা মুখাগ্নি করিলে
শবও বলিবে ন'ড়ে—
ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে তুই পুত্রহন্তা মোর।

নারদ। যুধিষ্ঠিরে শোক ; প্রশান্ত জলধি সম
অবিক্ষুব্ধ যে অন্তর—তার চিত্তে শোক ?
এইতো সেদিন—
অশ্বত্থামা কৃত অত্যাচারে
স্বীয় পুত্র নিধন ব্যাপারেও
ছিল যাহা নির্ব্বিকার,
সেই চিত্তে বিপর্য্যয় পিতৃব্য কারণে ? যুধিষ্ঠির!
লোকোত্তর মহিমার ইহাই বৈচিত্র্য।

যুধিষ্ঠির। পেয়েছি যখন এই দেবর্ষি প্রবরে
আত্মীয় বান্ধবহীন অন্ধকার পুরে,
তখন এ অভীষ্ট অর্জ্জন
রাজ্যস্পৃহা হ'তে বড় সাধু সমাগম।
(যুধিষ্ঠির ও নারদের প্রস্থান)

সঞ্জয়। সত্যই এ অন্ধকার পুরী ; কৃষ্ণ নাই,
নাই ধনঞ্জয়, নাই ধৃতরাষ্ট্র আর
দ্বারদেশে সাবহিত শার্দ্দুলের মত।
কারও কায—কর্ম্মের প্রেরণা,
কারও কায—শক্তি দিয়ে হানা,
কেহ করে বুদ্ধি দিয়ে পর্য্যানুলোচনা,
কর্ম্মী ও কর্ম্মার্থী এরাই সতে অভিহিত।
সঞ্জয়!—ধৃতরাষ্ট্র সহ করি বাস,
শুধু শুনে—রাজনীতি আয়ত্ত করেছ,
তাঁহার অভাবে আজ
ক্ষতি হ'ল যতটা তোমার, এত বুঝি—
আর কারও নয় ; সঞ্জয়!—সঞ্জয়!
প্রবঞ্চিত সমধিক তুইই। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। ছিলাম দেবর্ষি সহ যতক্ষণ,
ততক্ষণ কোন চিন্তা পারেনি পশিতে ;

অন্ধতমোনাশি সেই শাস্ত্রীয় আলাপে
রেখেছিল চিরশান্ত শান্তি নিমগনে,
এইজন্য সাধুসঙ্গ সদা প্রার্থনীয়।
চিন্তাহীন কোন নর থাকিতে পারে না,
সাতমাস হইল অতীত—

ভীম। নররাজ! শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা আহরণে,
তত্ত্বানুসন্ধানে তাঁর,
পাঠায়েছ প্রিয়তম অর্জ্জুন সোদরে,
দ্বারকায় নব নব প্রতিভা বিকাশি
নিত্যলীলা সুমধুর মহিমা চাতুরী।

যুধিষ্ঠির। ভীম! করিয়াছি ভুল;
দ্বারকায় কি দেখিবে নূতন এমন?
এই যে হস্তিনা পুরী কৃষ্ণহীন আজ
তবু যেন কৃষ্ণময় অপূর্ব্ব সে প্রেমে।
আলোকিত, উদ্ভাসিত,
স্মৃতিমাত্রে চমৎকৃত এমনই পরশ।
সতত সংযতরশ্মি, চিরস্নেহসার,
সমরে সারথ্য তাঁর—এযে চিরন্তন।
ভাগ্যবান্ ভীষ্ম তাই অন্তিম শয়নে
যুদ্ধার্থী কৃষ্ণেরে নিল করিয়া বরণ,
সার্থক্ সে নরদেব নিষ্কাম পূজারী।

ভীম। এত যদি তব নির্ব্বেদ অন্তরে,
কেন তবে করেছিলে রণ আয়োজন?
কেনই বা কুরুগণে বিনাশি এমন
নৃশংসতা আচরণে সতত বন্ধনে
মিত্রগণে শত্রুরূপে করি পরিণত,
রাজ্যলাভে কিবা এত ছিল প্রয়োজন?

ক্লীব ব'লে উপহাস করিবে জগত,
শাসনে অক্ষম তুমি ক'বে জনে জনে।

যুধিষ্ঠির। ভীম! স্থূল দেহ যদি
সূক্ষ্ম বুদ্ধিত্বের দিত পরিচয়,
কিম্বা যদি বজ্রমুষ্টি করিত শাসন
নিরন্তর শত্রুর নিপাতে,
জীবমধ্যে না রহিত স্তর।
একবারও ভাবি নাই মনে,
কর্ণ মোর সহোদর ভাই,
জ্যেষ্ঠ, পূজ্য, নমস্য সবার।
এতকাল একসঙ্গে করি বাস,
চিনিবার সময় হ'ল না—
এতই লালসা মত্ত।
কিন্তু কর্ণ,—মহান্ উদার কর্ণ
আমাদের তরে কি করেছে জান?
ভীম! ভীম!—তা যদি জানিতে—

ভীম। কর্ণ ভ্রাতা?

যুধিষ্ঠির। সহোদর ভ্রাতা, আমিও যেমন তব।
ভীম! ভীম! সেই ভ্রাতা করেছি নিহত,
এ সংবাদ জানিলাম নারদ সকাশে।
কর্ণের বীরত্বে যদি করিতে সন্ধান,
পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ দিলেও আহুতি
চিহ্ন মাত্র না রহিত পাণ্ডুবংশ ব'লে,
না হইত ক্রোধের নিবৃত্তি,
যদি না সে বাধা পেত প্রথম অবধি।
কর্ণ কিন্তু এ সংবাদ ছিল অবগত,
হইয়া জননী ভীত—সন্তপ্ত হৃদয়ে
ছুটিল—মাগিল ভিক্ষা, জান কি তা' ভীম?

তোমার আমার প্রাণ কৃপালব্ধ তাঁর,
প্রতিজ্ঞা যে—না করিবে মোদের সংহার।

ভীম। সূতপুত্র ব'লে সে যে গুরুর সকাশে
হয়েছিল নিষ্কাসিত, সে কি ভ্রম ?

যুধিষ্ঠির। অত্যাচার, না জানার ফল ;
নহে সূতপুত্র—সূর্য্যের নন্দন, আমাদেরই
মাতা—কুন্তীদেবী জননী তাঁহার।

(কুন্তীর প্রবেশ)

নহে সত্য মাতা ?

কুন্তী। সত্য বৎস ! জ্যেষ্ঠ সে আমার।

যুধিষ্ঠির। নহে মোরা ভিক্ষালব্ধ তাঁর ?

কুন্তী। সত্য বৎস ! গিয়াছিনু করিতে প্রার্থনা
ভীত হয়ে তার বীর্য্যে নিভৃতে সাক্ষাতে,
সূর্য্যদেবও করেছিল বহু অনুনয়,
তবুও সে শুনিল না কাহারো বচন।

যুধিষ্ঠির। তোমারও না ?

কুন্তী। তবে সে করিল পণ—বিনা সে অর্জ্জুন,
না করিবে কারও অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ কভু,
পঞ্চপুত্র নিরাপদে রহিবে আমার,
হয় কর্ণ, না হয় অর্জ্জুন,
ধ্বংস হবে একটি নিশ্চয়।

যুধিষ্ঠির। শুনিলেতো ভীম !
মাতৃ-অভিশাপ তারে করেছে নিধন।

কুন্তী। নহে বৎস ! দিই নাই আমি অভিশাপ।

যুধিষ্ঠির। মাতৃ অপমানই অভিশাপ রূপে
অলক্ষ্যে করেছে তারে পাত ;

কিন্তু হে জননী ! এই ভ্রাতৃরক্তপাত
অজ্ঞাত আঘাত—তোমা হ'তে হ'য়েছে সাধন,
তুমি যদি এ তত্ত্ব না করিতে গোপন।
এই অপরাধ—র'বে অভিশাপ সম
নারী জাতি মধ্যে আজি হ'তে চিরদিন,—
মুখে কথা তারা রাখিতে নারিবে।
[বস্ত্রাঞ্চলে মুখাবরোধে কুন্তীর প্রস্থান]

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। সত্যবাক্ ধর্ম্মরাজ ! কি করিলে,
সমগ্র রমণী পরে দিলে অভিশাপ ?

যুধিষ্ঠির। ভালই হ'য়েছে; আর না চাহিবে তারা
করিতে গোপন, বুঝিবে এখন হ'তে
ভবিষ্যতে প্রকাশ হইয়া পড়ে সব ;
আত্মা হ'তে আত্মার উদ্ভব—এত সচেতন।

অর্জ্জুন। সত্য ইহা, সুদুর্ল্লভ গোময়ে পঙ্কজ।

যুধিষ্ঠির। দ্বারকার কি খবর ?

অর্জ্জুন। সে অতি বিস্তৃত কথা,
আলোচনা হবে সময় অন্তরে।

যুধিষ্ঠির। ভীম ! রাজ্য ভার তুমি করহ শাসন।

ভীম। রাজ্যলাভ—দান, পুণ্য বিভূতি কারণ।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণেরও আদেশ তাই,
অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন।

যুধিষ্ঠির। অশ্ব রক্ষা ভার দিই আর কারে,
অভিমন্যু নাই !

অর্জ্জুন। আমি ল'ব সে ভার সানন্দে।

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মে কর্ম্মে সহকারী ভাই ; যুধিষ্ঠির !
এর চেয়ে আরও বড় যজ্ঞ চাই ? এস
ভীম ! এস ধনঞ্জয় ! করি তথা আয়োজন।
(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। রাজসভা।

সিংহাসনারূঢ় পরীক্ষিৎ।

পরীক্ষিৎ। ছত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া
মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ পিতামহ
যেই ভিত্তি রাখিয়া সুদৃঢ়, পৌত্র করে
করিয়া অর্পণ, সশরীরে স্বর্গ আবাহনে
দিয়ে গেল গুরুভার গৌরবানুকারী,
পারি যদি রাখিতে অম্লান,
সেই মোর বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

(পৃথ্বীর প্রবেশ)

পৃথ্বী। মুক্তিপথে হইতে হয়েছে
যে ক্ষত বিক্ষত মোরে, পৃথ্বীরাজ !
কত দীর্ঘ যুগ যুগান্তর—দিলে যোগ্য
সম্ভৃত প্রলেপ, হবে সেই শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা।

পরীক্ষিৎ। এই জন্য পূর্ব্বজন আচরিত পথ
ঠেলে ফেলে নাহি দিয়ে ধ্বংসের আবর্ত্তে
সংস্কারার্থে বুদ্ধিবৃত্তি—ধারা প্রবর্ত্তন !
পিতা মোর প্রথম যৌবনে, রণক্ষেত্র
ক্ষত্রিয়ের কাঙ্ক্ষিত শয়ন, দেখাইয়ে
বুঝাইয়ে সমাজ আদর্শে, গিয়াছেন
চিরপুণ্য যশস্বীর যশঃ নিকেতনে ;
প্রণাম সে কর্ম্মবীর কর্ম্মময় ভূমে।

পৃথ্বী। কর্ম্মকাণ্ড হ'লে জীব কলির উদ্ভব ;
বাধা দিতে সে কলি প্রতাপে
উপযুক্ত তুমি কর্ণধার,—ক্ষত্ররাজ !
রক্ষা ক'রো ক্ষত্রের গৌরব।

পরীক্ষিৎ। অভিমন্যু ! অভিমন্যু ! স্বর্গ হ'তে
করহ আশীষ ; (সিংহাসন হইতে অবতরণান্তে)
কে ? কৃষ্ণ ! কি বলিছ ?—আত্মাহ'তে
আত্মক্ষয়, জাতির পতন ? যেথানেতে
প্রতারণা নাহ ! গোপন চলে না !
ওঠ, গড়ো, নিজ হাতেই সব,
সমাজ, স্বরাজ, স্বর্গ, সুকৃতি সমষ্টি।

পৃথ্বী। সমুদ্র মন্থন কালে অমৃত, গরল
সমভাবে সমুত্থিত যথা, সেইমত
যুগাবর্ত্তে কালের প্রভাব—আখ্যা ধরে
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির ; রাজহস্তে
নিয়ন্ত্রণ তার, রাজা তুমি—সমধিক দায়ী।

পরীক্ষিৎ। পৃথ্বী, বুঝিয়াছি প্রপীড়িতা তুমি,
তাই এ আশঙ্কা অন্তরে ; কুরুক্ষেত্রে
হ'য়ে গেছে যে মহা সমাধি, সৃষ্টি হ'তে
হয় নাই এমন সমর ; স্থির হও,—
সাধ্য মত বাহিব বাহিনী—
সাধক, সেবক, যারা সুযোগ্য স

পৃথ্বী। পূর্ব্ব গাথা রাখ অবিকৃত,
পূর্ব্ব নীতি হও অনুগামী,
পূর্ব্বপুরুষের নাম রাখ সমুজ্জল ;
পৃথ্বী—প্রজা, প্রজা—পৃথ্বী।

জবনিকা পতন।